পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 271 Saturday, 31 August, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৭১ সংখ্যা ❋ ১৪ ভাদ্র ১৪৩১, শনিবার, ৩১ আগস্ট, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

উত্তর মেলেনি! ৮ দিনের মধ্যে মোদিকে দ্বিতীয় চিঠি মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্টঃ আরজি কর-কাণ্ডের পর এই নিয়ে পরপর দুবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্ষণের অভিযোগের ক্ষেত্রে দ্রুত শাস্তির দাবি জানিয়ে গত ২২ আগস্ট চিঠি লিখেছিলেন মমতা। আট দিন পর আরও একটি চিঠি পাঠালেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ধর্ষণের মতো অপরাধের ক্ষেত্রে যে আইন প্রণয়নের কথা বলেছিলেন তিনি, তা নিয়ে কোনও উত্তর মেলেনি। শুক্রবার এক্স মাধ্যমে দ্বিতীয় চিঠি পোস্ট করেছেন মমতা। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের তরফ থেকে উত্তর পেলেও, উত্তর দেননি প্রধানমন্ত্রী। আরজি কর-কাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে গত ২২ আগস্ট চিঠি লিখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, প্রতিদিন দেশে ৯০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, তার মধ্যে অনেক ঘটনায় নির্যাতিতাকে খুনও করা হয়। তাই নৃশংস ঘটনা বন্ধ করার জন্য কঠোর কেন্দ্রীয় আইন আনা দরকার বলে দাবি করেছিলেন তিনি। পরে নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী চিঠি লিখে জানান, ধর্ষণ ও শিশুদের উপর নির্যাতনের মামলার

দ্রুত শুনানির জন্য পশ্চিমবঙ্গকে ১২৩টি ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এবার মমতা প্রশ্ন তুললেন, এরকম একটি সংবেদনশীল বিষয় হওয়া সত্ত্বেও কেন সরাসরি কোনও উত্তর দিলেন না প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি আরও বলেছেন, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের তরফ থেকে উত্তর দেওয়া উত্তরে বিষয়টির গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়নি। মমতার এই দ্বিতীয় চিঠি প্রসঙ্গে কড়া জবাব দিয়েছেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের চিঠির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুল বলছেন। চিঠি লেখা বন্ধ করে, যে প্রশ্নগুলো উঠছে, তার জবাব দিন।'' প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো প্রথম চিঠিতে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমে ১৫ দিনের মধ্যে যাতে ধর্ষণের মামলায় দোষীর বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে শাস্তি নিশ্চিত করা যায়, সেই বিষয়ে সওয়াল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পাশাপাশি, ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের বিচার পরিকাঠামো (বিশেষ ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, পকসো মামলার জন্য পৃথক আদালত গঠন প্রভৃতি) নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রথম চিঠিতে যে বিষয়গুলি জানানো হয়েছিল, নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের প্রত্যুত্তরে সে প্রসঙ্গের কোনও উল্লেখ নেই বলে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা দ্বিতীয় চিঠিতে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, গত ৯ আগস্ট সকালে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের জরুরি বিভাগের চারতলার সেমিনার হল থেকে চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশ। পরে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে ঘটনার তদন্তভার হাতে নেয় সিবিআই। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলাটি শুনছে। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে ঘটনার পরম্পরার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। এই আবহে ধর্ষণ রুখতে কড়া আইন আনার জন্য ক্রমশ সুর চড়াচ্ছেন মমতা।

ছাত্রদের নবান্ন অভিযান নিয়ে মানবাধিকার কমিশনের নোটিস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্টঃ নবান্ন অভিযান নিয়ে কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে নোটিস দিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। দু' সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে কলকাতার নগরপালকে। নবান্ন অভিযানের দিন বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর পুলিশি পদক্ষেপ মানবাধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছে বলে মনে করছে মানবাধিকার কমিশন। মানবাধিকার কমিশনের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে এবং গ্রেফতারের পরও অত্যাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ এসেছে। আর

এই অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে নোটিস পাঠাল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। দু' সপ্তাহের মধ্যে ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছে মানবাধিকার কমিশন। গত ২৭ তারিখ নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ'। তারই প্রেক্ষিতে জনৈক ব্যক্তি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে পুলিশের পদক্ষেপ 'নৃশংস' বলা হয়েছে। এমনকী যাঁরা গ্রেফতার হন, তাঁদের উপরও অত্যাচার চালানোর অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এই নোটিস। ১৪ দিনের মধ্যে সিপি বিনীত গোয়েলকে জবাব দিতে বলা হয়েছে। সেদিন পুলিশ কী কী পদক্ষেপ করেছে, যে সমস্ত পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাদের বিরুদ্ধেই বা কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, 'অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট'ও মানবাধিকার কমিশনের তরফে চাওয়া হয়েছে।

কর্ডনের সামনে ভিড়ের মাঝে কারা কারা?

পরিচয় জানালেন ডিসি সেন্ট্রাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্টঃ হাসপাতালেরই জুনিয়র ডাক্তারদের থেকে একটি ছবি পেয়েছে সংবাদমাধ্যম। তা উস্কে দিয়েছিল একের পর এক প্রশ্ন। একটি সাদা কাপড় দিয়ে 'ক্রাইম সিন' ঢাকা। আর সেখানে লোকের ভিড়। ভিড়ের মাঝে দেখা গিয়েছিল তিন পুলিশ কর্তাকেও? কারা তাঁরা? সঙ্গে আরও অনেকে? ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে তাঁদের পরিচয় জানালেন। ডিসি সেন্ট্রাল জানিয়েছেন, প্রথমে যিনি রয়েছেন ব্লু চেক শার্ট পরিহিতি, তিনি ওসি হোমি সাইড, তারপর ডিটেকটিভ সেকশনের ভিডিয়ো গ্রাফার রয়েছেন, তাঁর পাশেই রয়েছেন সিপি, তাঁর পাশে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। সিপি সেন্ট্রাল জানিয়েছেন, কর্ডনের সামনে রয়েছেন অ্যাডিশন্যাল সিপি, ওসি, উইম্যান সেল, টালা থানার লেডি অফিসার, তারপর ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। আরও একটি ছবি দেখান ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। তিনি দেখান, গলায় স্টেথোস্কোপ রয়েছে যাঁর, তিনি উইটনেস ডক্টর, ইনকোয়েস্টের পর সেমিনার রুম ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন তিনি। পিছনে রয়েছেন ফিঙ্গার পিন্ট এক্সপার্ট, (ডিডি-র টিম), এসি ডিডিআই রয়েছেন, ডিডি সেকশনের ভিডিয়োগ্রাফার রয়েছেন, অ্যাডিশনাল সিপি (ওয়ান), এফএসএলের স্টাফ রয়েছেন। ডিসি বলেন, ''এত লোক বিভিন্ন সময়ে এসেছেন। কখনও ফটোগ্রাফি টিম এসেছেন, কখনও ভিডিয়োগ্রাফি টিম এসেছেন, কখনও ইনকোয়েস্ট টিম এসেছেন। যে ছবি সামনে আনা হয়েছে, তা ইনকোয়েস্টের পরের ছবি। তিনি নিশ্চিত করেছেন, কর্ডনের ভিতরে এমন কেউ ছিল না, যাঁর সেখানে থাকা উচিত ছিল না। সবাই তদন্তের সঙ্গে জড়িত, তাঁরাই ঢুকেছিলেন।'' ডিসি আরও বলেন, ''১০টায় আমরা খবর পাই। সাড়ে দশটার মধ্যে কর্ডন হয়ে গিয়েছিল। তারপর পুলিশ ছাড়া অন্য কেউ ঢোকেনি। তদন্তে টেম্পারিং করা, বিশেষত এই ধরনের কেসে একেবারেই সম্ভব নয়।'' যদিও আরজি করের ঘটনায় পুলিশের একাধিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যেমন আত্মহত্যা বলে পরিবারকে ফোন কেন করা হয়েছিল। তারপর এফআইআর দায়েরে কেন দেরি করা হয়। এই নিয়ে নির্যাতিতার বাবা-মাও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, কাউকে আড়াল করার জন্য এসব করা হয়েছে। নির্যাতিতার পরিবারের তরফে প্রথম থেকেই দাবি করা হয়, তাড়াহুড়ো করে প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করেছে পুলিশ। সে জন্যই ময়নাতদন্তের পরে তড়িঘড়ি দেহ সকার করে দেওয়া হয়। এমনকি শ্মশানে ওই তরুণীর আগে আরও দু'টি দেহ থাকলেও, লাইন ভেঙে আগে তরুণীর দেহ পোড়ানো হয় বলে দাবি করা হয় পরিবারের তরফে। একই সঙ্গে, মেয়ের সঙ্গে থাকা চাদর বারবার বদলানো হয় বলেও দাবি ছিল তাঁদের। কিন্তু পরে অবশ্য কলকাতা পুলিশ স্পষ্ট করে জানিয়েছে, চাদর বদলানোর কোনও খবর তাঁদের কাছে নেই।

আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ হলেই গণইস্তফা, হুঁশিয়ারি চিকিৎসকদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্টঃ আরজি কর মেডিক্যালে নিহত মহিলা চিকিসকের সুবিচারের দাবিতে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের পথ খোলা রয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন তাতে কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন চিকিৎসকরা। আরজি কর মেডিক্যালে চিকিৎসকদের এক সম্মেলনে একথা ঘোষণা করেন চিকিৎসকদের এক নেতা। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে গোটা হল ফেটে পড়ে করতালিতে। আরজি কর মেডিক্যালে চিকিৎসকদের সম্মেলনের যে ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এক সিনিয়র চিকিৎসক বলছেন, ''আন্দোলনরত কোনও ছাত্রছাত্রীর ওপর যদি কোনও আইনি পদক্ষেপ করা হয় তাহলে আমরা গণইস্তফা দেব।'' আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে চিকিৎসক সংগঠনের নেতা সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, ''এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চিকিৎসকরা অভূতপূর্বভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। এই আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য কোনও ছাত্রছাত্রী বা চিকিৎসকের বিরুদ্ধে সরকার কোনও আইনি বা বিভাগীয় পদক্ষেপ করলে সমস্ত চিকিৎসক সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে তার সমুচিত জবাব দেবে। মাথা নত করার প্রশ্ন নেই। ব্যবস্থা নিতে হলে অপরাধীদের বিরুদ্ধে নিন। চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করার কথা ভুলেও না ভাবে।'' বুধবার ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আজকেও জুনিয়র ডাক্তারদের মিছিল আছে, আমি চাই তারা ভালো করে করুক। আমার সমর্থন তাদের প্রতি ছিল, আছে, থাকবে। সুপ্রিম কোর্টও রিকুয়েস্ট করেছে সবাইকে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য। অনেক মানুষ পরিষেবা না পেয়ে মারা গেছে। আমরা আজ পর্যন্ত আপনাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিইনি। কোনও ব্যবস্থা নেব না। কিন্তু এবার আস্তে আস্তে জয়েন করুন। তা না হলে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু সেদিন বলেছিলেন এর পর থেকে রাজ্য সরকারকে পদক্ষেপ করার ক্ষমতা দেওয়া হল। আমি পদক্ষেপ করতে চাই না। আমি চাই ওরা ভালো করে পড়াশুনো করুক। আমি যদি কারও বিরুদ্ধে এফআইআর করি তার ভবিষ্যটা নষ্ট হয়ে যাবে সে আর কোথাও চান্স পাবে না। পাসপোর্ট পাবে না, ভিসা পাবে না। সে বিচার পাবে না। তার জীবনটা পুরো নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা সেটা চাই না।'' এর পরই অভিযোগ ওঠে, আন্দোলনকারীদের হুমকি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই অভিযোগ খারিজ করে বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বিবৃতি জারি করে মমতা বলেন, তিনি আন্দোলনকারীদের কোনও হুমকি দেননি। আন্দোলনে সম্পূর্ণ সমর্থন রয়েছে তাঁর।

'চারিদিকে যে বিক্ষোভ হচ্ছে, আটকাতে পারবেন?', রাজ্যকে প্রশ্ন বিচারপতি অমৃতা সিনহার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্টঃ শান্তিপূর্ণ মিছিলে যে কোনও বাধা দেওয়া যাবে না, সেই বার্তা আগেই দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এবার কলকাতায় আরও একটি মিছিলে অনুমোদন দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আরজি করে চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামতে চেয়েছেন বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। কিন্তু কলকাতা পুলিশ তাদের অনুমতি দেয়নি বলে আদালতে দ্বারস্থ হতে হয়। আজ, শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর মিছিল করতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন বুদ্ধিজীবীরা। রবীন্দ্রসদন থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত মিছিল করতে চান তাঁরা। 'কালচারাল অ্যান্ড লিটারারি বেঙ্গল'-এর তরফে হওয়ার কথা এই মিছিল। এদিন শুনানি শুরু হলে, রাজ্য জানায় মিছিলের সময় নিয়ে আপত্তি আছে তাদের। সংগঠনের তরফে আইনজীবী বলেন, শান্তিপূর্ণ মিছিল করতে পুলিশ বাধা দিচ্ছে। ৩ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র সদন থেকে হাজরা মোড়ে এক হাজার জনের মিছিলের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। রাজ্যের তরফে আইনজীবী অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, শুধু সময় বদলাতে চাইছে রাজ্য, কারণ ওই সময় অফিস ছুটি হয়। বিচারপতি অমৃতা সিনহা রাজ্যকে বলেন, ''চারিদিকে যে বিক্ষোভ হচ্ছে, শুধু সময় বেঁধে দিয়ে আপনি কি সেটা আটকাতে পারবেন?'' তবে সময় ছাড়া রাজ্য কোনও আপত্তি না করায় শান্তিপূর্ণ মিছিলে অনুমোদন দিয়েছে আদালত। উল্লেখ্য, আরজি করের ঘটনার পর একাধিক মিছিল হয়েছে শহরে। দেশ জুড়ে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে এসওপি তৈরি করার আর্জি রাজ্য জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় সেই আর্জি খারিজ করে দেন। শীর্ষ আদালতের রায়ে বলা হয়, রাজ্য আইন প্রয়োগ করতে পারবে প্রয়োজন হলে, তবে শান্তিপূর্ণ মিছিলে বাধা দেওয়া যাবে না।

বাংলার নারীদের স্বনির্ভরতাকেই পুজোর থিম কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্টঃ নারী নিরাপত্তা নিয়ে এই মুহূর্তে তোলপাড় চলছে বাংলায়। আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে অনেকেই সরকারের দেওয়া পুজোর অনুদান ফেরাচ্ছে। সেই আবহেই মহিলাদের স্বনির্ভরতাকে থিম হিসাবে বেছে নিলেন কুণাল ঘোষ। কুণাল সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ''সারা বাংলায় মহিলার স্বনির্ভরতা, কর্মসংস্থানের চাবিকাঠি স্বনির্ভর গোষ্ঠী। সেই মা বোনেদের শিল্পকথা নিয়েই রামমোহন সম্মিলনীর এবারের পুজোর থিম 'সম্পন্না'।'' বৃহস্পতিবার রামমোহন সম্মিলনীর থিমের উদ্বোধন হয়ে গেল। থিমের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা, মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা। রামমোহন সম্মিলনীর পুজোর সঙ্গে

ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে কুণাল ঘোষ। এই পুজোকে সকলে কুণাল ঘোষের পুজোই বলে। এবার সেখানেই পুজোর থিম 'সম্পন্না'। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের বানানো বিভিন্ন জিনিসকে শোকেস করা হবে এই পুজো মণ্ডপে। বিরবাহার অনুরোধ, পুজোর কেনাকাটা স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকেই করুক সকলে। সঙ্গে বীরবাহার ঘোষণা ও শশী পাঁজার সংযোজন, শিগগিরই অনলাইনে পাওয়া যাবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি শাড়ি, গয়না, হাতের কাজ, সাবান, নানারকম খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী। পুজোর অনুদান ফেরানো নিয়ে এদিন শশী পাঁজা বলেন, ''দুর্গাপুজা এখন বড় অর্থনীতির বিষয়। ক্রিয়েটিভ ইকোনমি। অনুদান নেব না বললে হয় না। বহু পরিবার এই অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, এটা মনে রাখতে হয়।''

'অন্ধকার সুড়ঙ্গ শেষে আলো থাকে', শাহের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মন্তব্য বোসের

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্টঃ আর জি কর আবহে দিল্লিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন তাঁরা। ঠিক কী নিয়ে কথা হয়েছে তা স্পষ্ট করেননি রাজ্যপাল। তবে বেরিয়ে বললেন, অন্ধকার সুড়ঙ্গ শেষে আলো থাকে। এই মন্তব্য অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। বৃহস্পতিবার বিকেলেই কলকাতা থেকে দিল্লি উড়ে যান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। বঙ্গভবনে রাতে ছিলেন তিনি। শুক্রবার দুপুরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে যান আনন্দ বোস। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন তাঁরা। বেরিয়ে বললেন, ''অন্ধকার সুড়ঙ্গ শেষে আলো থাকে।'' বৃহস্পতিবার রাজভবনে গিয়ে আর জি কর আবহে বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে একরাশ উষ্মাপ্রকাশ করেছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবিও জানিয়েছিলেন। তার পরই এই সাক্ষাত স্বাভাবিকভাবেই একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তবে ঠিক কী নিয়ে কথা হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। যদিও আনন্দ বোসের মন্তব্য ইতিবাচক বলেই মনে করছে ওয়াকিবহলমহল। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এই ঘটনা নিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তারপর রাষ্ট্রপতি সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে সাক্ষাৎকারে মহিলাদের উপর হওয়া অত্যাচার নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন। উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গেও দেখা করেন তিনি। তবে এবার দেখা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে। এই ঘটনার তদন্ত এখন করছে সিবিআই। প্রায় ১৬ দিন কেটে গিয়েছে। নতুন কোনও গ্রেফতার নেই। তার মধ্যে রাজ্যপাল-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎ নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, আর জি কর ইস্যুতে রাজ্যের ভূমিকা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর 'ফোঁস' মন্তব্য নিয়ে শাহকে চিঠি দিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। পরবর্তীতে বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের দ্বারস্থ হন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ-সহ অন্যান্যরা। দীর্ঘ বৈঠকের পর রাজভবন থেকে বেরিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''আরজি কর নিয়ে বিস্তারিতভাবে সমস্ত অভিযোগ জানিয়েছি। রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে থেকে মুখ্যমন্ত্রী যা মন্তব্য করছেন তাতে বাংলাদেশের জামাতের মিল পাওয়া যাচ্ছে। অসম, ওড়িশার মতো রাজ্যের বিরুদ্ধেও কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আমরা আমাদের উদ্বেগের কথা রাজ্যপালকে জানিয়েছি। বলেছি, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে, সাংবিধানিকভাবে আপনার যা করার করুন। তিনিই জানিয়েছিলেন অমিত শাহের সঙ্গে শুক্রবার সাক্ষাৎ করবেন রাজ্যপাল।''

২ আসনে লোকসভা ভোটে লড়তে রাহুলকে ১.৪০ কোটি দিয়েছিল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্টঃ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দু'টি আসন থেকে লড়েছিলেন রাহুল গান্ধি। দু'টি আসনেই জয়ী হয়েছিলেন তিনি। পরে অবশ্য ওয়ানাড়ের আসনটি ছেড়ে দিয়ে রায়বরেলির সাংসদ হিসেবে থেকে গিয়েছেন। তবে এই দুই আসনে ভোটে লড়তে রাহুলকে কত টাকা দিয়েছিল কংগ্রেস? নির্বাচন কমিশনকে সেই সংক্রান্ত তথ্য দিল কংগ্রেস। আর তাতেই জানানো হয়েছে, এক একটি আসনে লড়তে রাহুল গান্ধিকে ৭০ লাখ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল কংগ্রেসের তরফ থেকে। এই আবহে সব মিলিয়ে রাহুলকে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা দিয়েছিল দল। এদিকে লোকসভায় আসনের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ অর্থ সাহায্য পাওয়া নেতা কিন্তু রাহুল গান্ধি নন। হিমাচলপ্রদেশের মান্ডি আসন থেকে কংগ্রেসের টিকিটে লড়াই করা

বিক্রমাদিত্য সিংকে দল ৮৭ লাখ টাকা দিয়েছিল। তবে বিজেপির তারকা প্রার্থী কঙ্গনার কাছে বিক্রমাদিত্য হেরে গিয়েছিলেন। এদিকে ভোটের লড়াই করার জন্যে ৭০ লাখ টাকা পেয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী কিশোরী লাল শর্মাও। তিনি স্মৃতি ইরানিকে হারিয়েছেন। এদিকে কেসি বেণুগোপাল, মণিকম ট্যাগোর, রাধাকৃষ্ণা, বিজয় ইন্দর সিংলারাও ৭০ লাখ টাকা করে পেয়েছিলেন নির্বাচনে লড়াই করার জন্যে। এদিকে দলের ফান্ডের থেকে ভোটে লড়াই করার জন্যে আনন্দ শর্মা পেয়েছিলেন ৪৬ লাখ টাকা। তাছাড়া দিগ্বিজয় সিংকে দলের ফান্ড থেকে দেওয়া হয়েছিল ৫০ লাখ টাকা। তবে এই দুই বর্ষীয়ান নেতারাই নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের সুপারিশে ২০২২ সালে নির্বাচনে খরচের সীমা বাড়ানো হয়েছিল। সেই সময় এক একটি লোকসভা আসনে লড়াই করার জন্যে প্রার্থীরা সর্বোচ্চ ৯৫ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবেন বলে জানায় সরকার। এর আগে সর্বোচ্চ সীমা ছিল ৭০ লাখ। ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে সেই সীমা বাড়ানো হয়েছিল। এদিকে এর আগে বিধানভা ভোটে লড়তে আসন পিছু ২৮ লাখ টাকা খরচ করা যেত। ২০২২ সালে তা বাড়িয়ে ৪০ লাখ টাকা করা হয়েছে। তবে বর্তমানে আবার সেই সীমায় বদল এসেছে। বর্তমানে বড় রাজ্যে লোকসভা ভোটে লড়তে আসন পিছু ৯০ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করা যাবে। এবং ছোট রাজ্যের ক্ষেত্রে সেই সীমাটা ৭৫ লাখ টাকা।

রাতের শিফটে কাজ করতে ভয়, অস্ত্র রাখার কথা ভাবছেন মহিলা ডাক্তাররা, আইএমএ-র সমীক্ষা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রাতের ডিউটিতে যাওয়ার সময় মহিলা ডাক্তাররা সঙ্গে করে অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় এই কঠিন বাস্তব ধরা পড়েছে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এক-তৃতীয়াংশ ডাক্তার যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা, তাঁরা রাতের শিফটে কাজ করতে ভয় পাচ্ছেন। তাঁদের কেউ নিরাপত্তাহীনতা, কেউবা ভীষণ বিপজ্জনক বলে মতপ্রকাশ করেছেন। প্রায় ৩৮৮৫ জন ডাক্তারের সাক্ষাকার নিয়ে সমীক্ষাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তাতে প্রকাশ পেয়েছে ৪৫ শতাংশ ডাক্তার জানিয়েছেন নাইট শিফটে ডিউটি রুম বলে কিছু থাকে না। ডিউটি রুমের সুযোগ বঞ্চিত তাঁরা। ভারতে এই ধরনের বৃহত্তম সমীক্ষায় প্রকাশ রাতে ডাক্তারদের বসার বা বিশ্রাম নেওয়ার কোনও ব্যবস্থা থাকে না। প্রসঙ্গত, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ-হাসপাতালে ডাক্তার-ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার পর এই সমীক্ষাটি করা হয়েছে। এই

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের ৮৫ শতাংশ ডাক্তার হলেন ৩৫ বছরের নীচে। ৬১ শতাংশ হলেন শিক্ষানবীশ অথবা স্নাতকোত্তর পড়ুয়া। ৬৩ শতাংশ মহিলা চিকিৎসককে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে সমীক্ষায়। সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, ২৪.১ শতাংশ ডাক্তার রাতে কাজ করার ব্যাপারে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এবং ১১.৪ শতাংশ অত্যন্ত নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছেন। সব মিলিয়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ডাক্তার রাতে কাজ করাকে ঝুঁকি বলে ধরে নিয়েছেন। এর মধ্যে বেশিরভাগই হলেন মহিলা। তাঁরা সমীক্ষক দলকে জানিয়েছেন, পর্যাপ্ত ডিউটি রুম থাকে না। থাকলেও সেখানে এতজন থাকে বসার জায়গা থাকে না। ডিউটি রুমে কোনও গোপনীয়তা নেই। এমনকী নিজস্ব লকার বলে কিছু থাকে না, থাকলেও তার চাবি উধাও। তাই ডাক্তারদের প্রায়শই বিকল্প জায়গায় বিশ্রাম নিতে চলে যেতে হয়। শুধু তাই নয়, এক-তৃতীয়াংশ ডিউটি রুমে সংলগ্ন শৌচাগার নেই। অর্ধেকের বেশি (৫৩ শতাংশ) ডিউটি রুম ওয়ার্ড কিংবা ক্যাজুয়ালটি বিভাগের থেকে অনেক দূরে হয়। সংলগ্ন বাথরুম না থাকায় ডাক্তারদের বিশেষ করে মেয়েদের বেশ দূরে কোথাও বিকল্প ব্যবস্থার জন্য একলা যেতে হয়। সমীক্ষাকারীদের ডাক্তাররা বলেছেন, প্রশিক্ষিত নিরাপত্তা রক্ষী প্রয়োজন, পর্যাপ্ত সিসিটিভি, প্রচুর আলো, সেন্ট্রাল প্রটেকশন অ্যাক্ট প্রয়োগ, বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধ, অ্যালার্ম বা বিপদঘন্টি বসানো এবং তালাচাবিসহ ডিউটি রুম।

তেলেগু ভাষা দিবসে শুভেচ্ছা জে পি নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ৩০আগস্ট ঃ বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা তেলেগু ভাষা দিবস উপলক্ষে সমস্ত তেলেগুভাষী মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার এক টুইট বার্তায় জে পি নাড্ডা বলেন যে, তেলুগু কেবল একটি ভাষা নয়, এটি আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জীবন্ত উদাহরণ। যা শতাব্দীব্যাপী শৈল্পিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশে অবদান রেখেছে। দেশের সংস্কৃতিতে তেলুগু ভাষার অনন্য ঐতিহ্যকে স্মরণ করে এদিন তেলেগু ভাষা দিবস উদযাপনের আহ্বান জানান বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা।

হাপুরে পুকুর থেকে উদ্ধার বিশাল কুমির, চাঞ্চল্য ছড়ালো পারাপা গ্রামে

হাপুর, ৩০ আগস্ট ঃ উত্তর প্রদেশের হাপুর জেলায় লোকালয়ের পুকুর থেকে উদ্ধার হল একটি বিশালাকার কুমির। শুক্রবার সকালে হাপুরের পারাপা গ্রামের একটি থেকে উদ্ধার করা হয় কুমিরটিকে। বিশালাকার এই কুমির কীভাবে এই গ্রামে এল তা ভাবিয়ে তুলেছে গ্রামবাসীদের। শুক্রবার সকালে পারাপা গ্রামের একটি পুকুর থেকে ওই কুমিরটিকে উদ্ধার করেছেন বন দফতরের আধিকারিকরা।এ বিষয়ে বন বিভাগের রেঞ্জার মুকেশ কান্দপাল বলেছেন, পারাপা গ্রামে একটি কুমিরের উপস্থিতি সম্পর্কে আমরা তথ্য পাই, আমাদের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং পুকুরের চারপাশে জাল বিছানো হয়েছে, কুমিরটি সেই জালে আটকে পড়ে এবং উদ্ধার করা হয়। কুমিরটিকে অন্যত্র ছেড়ে দেওয়া হবে।

ভিএইচপি নেতা হত্যা মামলাঃদিল্লি ও পঞ্জাবসহ দেশের বিভিন্ন ঠিকানায় অভিযানে এনআইএ

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট ঃবিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)-এর নেতা বিকাশ প্রভাকর হত্যা মামলায় শুক্রবার দেশের বিভিন্ন ঠিকানায় অভিযানে নেমেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। শুক্রবার সকাল থেকে দিল্লি ও পঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে চলছে এই অভিযান।এছাড়াও জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) জানিয়েছে, নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতাদের বিরুদ্ধে নকশাল মামলায়. দেশের চারটি রাজ্যে তল্লাশি অভিযান চলছে। এনআইএ তদন্তে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকটি ফ্রন্টাল সংগঠন এবং ছাত্র শাখাগুলিকে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর অভিপ্রায়ে ক্যাডারদের অনুপ্রাণিত ও নিয়োগ এবং নকশাল মতাদর্শ প্রচার করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এই এজেন্ডাকে এগিয়ে নিতে সন্ত্রাস ও হিংসার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

বৃষ্টি এখনই থামবে না গুজরাটে, ওড়িশা ও কর্ণাটকেও দুর্যোগের সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট ঃপ্রবল বর্ষণে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত গুজরাটের বিভিন্ন জেলায়। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি একাধিক জেলায়, মৃত্যুর সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এমতাবস্থায় ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়ে দিয়েছে, গুজরাটে আপাতত বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ নেই। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছসহ গুজরাটের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত চলবে।গুজরাট ছাড়াও দেশের আরও কয়েকটি রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ওড়িশা, দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক, উপকূল কর্ণাটক, কেরল ও মাহে, অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল এবং ছত্তিশগড়ে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ৩১ আগস্ট ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ছত্তিশগড়, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল, বীরভদ্র ও তেলেঙ্গানায়। ১ সেপ্টেম্বরও বীরভদ্র ও তেলেঙ্গানায় ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। এরপর ২ সেপ্টেম্বর গুজরাট, মধ্য মহারাষ্ট্র এবং গোয়ায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে আবহাওয়া কেন্দ্রীয় সূত্রের খবর থেকে জানা যায় যে বৃষ্টি চলবে।

এআই-এর নৈতিক ব্যবহারের জন্য বৈশ্বিক কাঠামো তৈরির আহ্বান জানিয়েছে ভারতঃপ্রধানমন্ত্রী

মুম্বই, ৩০ আগস্ট ঃকৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) নৈতিক ব্যবহারের জন্য বৈশ্বিক কাঠামো তৈরি করার আহ্বান জানিযেছে ভারত। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্ট-২০২৪-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এআই-এর অপব্যবহার সম্পর্কিত আপনাদের উদ্বেগও আমি বুঝতে পারি। এই কারণেই ভারতও এআই-এর নৈতিক ব্যবহারের জন্য একটি বৈশ্বিক কাঠামো তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছে। ফিনটেক সেক্টরকে সাহায্য করার জন্য সরকার নীতি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সব পরিবর্তন করছে। সম্প্রতি আমরা এঞ্জেল ট্যাক্স সরিয়ে দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, বিগত ১০ বছরে ফিনটেক স্পেসে ৩১ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে। আমাদের ফিনটেক স্টার্টআপ ১০ বছরে ৫০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সস্তা মোবাইল ফোন, সস্তা ডেটা এবং জিরো ব্যালেন্স জন ধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ভারতে বিস্ময়কর কাজ করেছে। মোদী আরও বলেছেন, মাত্র এক দশকে ভারতে ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারী ৬ কোটি থেকে বেড়ে প্রায় ৯৪ কোটি হয়েছে। এখন ১৮ বছরের বেশি বয়সী এমন কোনও ভারতীয় নেই যার নিজস্ব ডিজিটাল আইডেন্টি টি অর্থাৎ আধার কার্ড নেই। এখন ৫৩ কোটিরও বেশি লোকের জন ধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তার মানে, ১০ বছরে, আমরা পুরো ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমান জনসংখ্যাকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করেছি। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী মোদী গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্টে প্রদর্শনীও পরিদর্শন করেছেন। উপস্থিত ছিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। অন্যদিকে মুম্বইতে, জন ধন কর্মসূচি মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতাযনে শক্তিশালী ভিত তৈরি করেছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্ট-২০২৪-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, জন ধন অ্যাকাউন্টগুলি মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ব্যাঙ্কিংয়ে যুক্ত হয়েছে। ১০ কোটি গ্রামীণ নারী জন ধন কর্মসূচির সুফল পাচ্ছেন। এই কর্মসূচি মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত তৈরি করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, এখন ভারতে উৎসবের মরসুম, অর্থনীতি ও বাজারেও উৎসব আছে।গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্ট-২০২৪ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আপনারাও দেখেছেন কিভাবে আমরা ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতে স্বচ্ছতা এনেছি। এখন শত শত সরকারি প্রকল্পের অধীনে সরাসরি সুবিধা স্থানান্তর করা হয়। এখন মানুষ সুবিধা দেখতে পাচ্ছেন। ফিনটেকের কারণে ভারতে যে রূপান্তর এসেছে, তা শুধুমাত্র প্রযুক্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সামাজিক প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। এটি গ্রাম এবং শহরের মধ্যে ব্যবধান কমাতে সাহায্য করেছে। গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্টে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, একটা সময় ছিল যখন লোকজন আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দেখে বিস্মিত হত। বিমানবন্দরে অবতরণ থেকে শুরু করে রাস্তার খাবার এবং কেনাকাটা উপভোগ করা পর্যন্ত, ভারতের ফিনটেক বিপ্লব সর্বত্র দৃশ্যমান।

দুদিনের উত্তরাখণ্ড সফরে যাচ্ছেন উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট ঃ উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর উত্তরাখণ্ডে দুই দিনের সফরে যাচ্ছেন। উপরাষ্ট্রপতির দফতর থেকে জানানো হয়েছে, এই দুদিনের সফরে তিনি বিজ্ঞানী এবং ছাত্রদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন।জানা গেছে, তাঁর সফরের দ্বিতীয় দিনে দেরাদুনের মিলিটারি কলেজ পরিদর্শন করবেন। আর ঋষিকেশের এইমস-ও পরিদর্শন করবেন। সেখানকার ছাত্র এবং আধিকারিকদের সঙ্গেও আলাপচারিতা করবেন বলে জানা গেছে।

জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প দিবসে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের

ভোপাল, ৩০ আগস্ট ঃ শুক্রবার সারা দেশে পালিত হচ্ছে জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প দিবস। এই উপলক্ষ্যে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মোহন যাদব সকল রাজ্য ও দেশের সকল মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব সোশ্যাল বলেছেন, দেশের ক্ষুদ্রশিল্পগুলি মেক ইন ইন্ডিয়া এবং ভোকাল ফর লোকাল ও আত্মনির্ভর ভারতের মেরুদণ্ড। দেশের নতুন নির্মাণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্রশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনে অশান্তির আশঙ্কা, জোরদার নিরাপত্তা

কলকাতা ৩০ আগস্ট ঃ আর জি কর হাসপাতালের চিকিৎসক মৃত্যুর ঘটনায় ঘোর অশান্তির আশঙ্কা পুর কর্তৃপক্ষের। এর ফলে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। চলতি মাসের এই অধিবেশনে যে সেই আঁচ পড়তে চলেছে তা আগেই অনুমান করেছেন পুর প্রশাসন। কাউন্সিল চেম্বারে ৩৩তম এই অধিবেশনকে ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। অধিবেশনের জন্য যোগদানকারীদের প্রতিটি সদস্যর প্রতি রয়েছে কড়া নজরদারি। উই ওয়ান্ট জাস্টিস - লেখা টিফো নিয়ে যাতে কেউ কেন্দ্রীয় পুরভবনে ঢুকতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে নিরাপত্তা রক্ষীদের।মেযরের অফিসের সামনের প্রহরা বেড়েছে। ১৪৪ সদস্য বিশিষ্ট পুরসভার অন্দরে বিরোধী সংখ্যা যদিও সাতজন। বিজেপি - ৩, বাম২, কংগ্রেস - ১ এবং নির্দল - ১ জন। বিজেপির পুরপিতা সজল ঘোষ সরব আরজিকর ইস্যুতে। তিনি বলেন, চলতি মাসের ৮ তারিখের ঘটনা অবশ্যই আলোচনার অবকাশ রয়েছে। জ্বলন্ত এই বিষয় তুলে ধরে আলোচনার জন্য সময় বরাদ্দ করতে হবে। কংগ্রেস ও বাম সদস্যরা একমত। নির্দল সদস্য এ নিয়ে সহমত প্রকাশ করেছেন। যদিও পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়ের দিকে বরং তাকিয়ে সকলে।

এয়ার মার্শাল ডেনজিল কিলোরের উত্তরাধিকার আকাশ ছাড়িয়ে বিস্তৃতঃজে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট ঃ এয়ার মার্শাল ডেনজিল কিলোরের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা। শুক্রবার এক শোকবার্তায় নাড্ডা জানিয়েছেন, এয়ার মার্শাল ডেনজিল কিলোরের উত্তরাধিকার আকাশ ছাড়িয়ে বিস্তৃত। শুক্রবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে নাড্ডা লিখেছেন, এয়ার মার্শাল ডেনজিল কিলোরের প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। ১৯৬৫ সালের ভারতপাকিস্তান যুদ্ধের সময় তাঁর বীরত্ব দেশের প্রতি তাঁর অটল সাহস এবং উৎসর্গের প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে।নাড্ডা আরও লিখেছেন, তাঁর উত্তরাধিকার আকাশ ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত। স্পেশাল অলিম্পিক ভারতএর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে, তিনি ৪৫০,০০০-এরও বেশি বিশেষ শিশুর জন্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন, খেলাধুলার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তি, সচেতনতা এবং ক্ষমতায়নের আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছেন। আমরা এয়ার মার্শাল ডেনজিল কিলোরকে বিদায় জানাই, একজন বীর যিনি আকাশ এবং আমাদের হৃদয় উভয়ই স্পর্শ করেছিলেন। এই শোকের সময়ে তাঁর পরিবার এবং অনুরাগীদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। উল্লেখ্য, বুধবার ৯১ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন এয়ার মার্শাল ডেনজিল কিলোর।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের তিরোধান দিবস

কলকাতা, ৩০ আগস্ট ঃ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের তিরোধান দিবস পালিত হল। রাজ্য জুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজ্য সচিবালয় নবান্নে গত বৃহস্পতিবার এই উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ কাজী নজরুল ইসলাম একাডেমির ব্যবস্থাপনা'তে শিশির মঞ্চে মাধ্যমে সূচনা হয় দুদিনের অনুষ্ঠানের। রাজ্য চারুকলা পর্ষদের উদ্যোগে আলোচনা সভা রয়েছে অবনীন্দ্র সভাঘরে। আলোচনার বিষয় ছিল - একুশ শতকের ছাপাই ছবির ভবিষ্যৎ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা। একাধিক বক্তা এই বিশেষ বিষয়ে আলোকপাত করেন। প্রসঙ্গত কাজী নজরুলের জন্মভিটে পশ্চিম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া'তে এই দিনটি বিভিন্ন আঙ্গিকে স্মরণ করা হয়েছে।

পাক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা মহম্মদ ইউনূসের, নানা বিষয়ে বার্তালাপ উভয়ের

ঢাকা, ৩০ আগস্ট ঃ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের সঙ্গে শুক্রবার টেলিফোনে কথা বলেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস। বাংলাদেশে বন্যাসহ নানা বিষয়ে বার্তালাপ করেছেন উভয়ে। পাশাপাশি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করায় মহম্মদ ইউনূসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী।বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ইউনূসের অবদানের প্রশংসা করেছেন পাক প্রধানমন্ত্রী। তিনি বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বন্যায়. ক্ষয়ক্ষতির জন্য সমবেদনা জানিয়েছেন। একইসঙ্গে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সমৃদ্ধির জন্য ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে বলে উভয় নেতা সম্মত হয়েছেন। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, (বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্ধিত সহযোগিতার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন শেহবাজ শরিফ। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ উভয় দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান এবং উভয় দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ আরও জোরদার করার বিষয়েও গভীর ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

সঙ্ঘের সমন্বয় বৈঠকে 'পঞ্চ পরিবর্তনের' উপর জোর দেওয়া হবেঃসুনীল আম্বেকর

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট ঃ শনিবার থেকে কেরলের পালাক্কাদে আয়োজিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও সঙ্ঘের দ্বারা অনুপ্রাণিত সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলির তিন দিনের বৈঠক। এই বৈঠকের আগে, শুক্রবার সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বৈঠকে অংশ নেওয়া সংগঠনগুলি ও বৈঠকের আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন। এই বৈঠকে ৩২টি সঙ্ঘ অনুপ্রাণিত সংগঠনের ২৩০ জন জাতীয় পদাধিকারী অংশ নেবেন, এছাড়াও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ৯০ জন কেন্দ্রীয়. পদাধিকারী ও সদস্য অংশ নেবেন। সুনীল আম্বেকর বলেছেন, ১৯২৫ সালে গঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এই বিজযাদশমী থেকে নিজস্ব শতবর্ষে (১০০-তম) প্রবেশ করতে চলেছে। সঙ্ঘ সময়ে সময়ে নিজস্ব কাজের পর্যালোচনা করে থাকে এবং নিজস্ব কাজ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে।

মানবিকতার ছবি দিয়েও নিষ্কৃতি নেই কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ৩০ আগস্ট ঃ মানবিকতার ছবি দিয়েও নেটনাগরিকদের তোপের মুখে পড়ল কলকাতা পুলিশ। ফেসবুক পেজে পোস্ট করার ২০ ঘন্টা বাদে শুক্রবার বেলা সওয়া ১২টায় মন্তব্য হয়েছে ৩ হাজার ৮০০। এর বারো আনার ওপর পুলিশকে কটাক্ষ করে। সাব-ইনস্পেকটর মনীষা হাজরা, ২৭ অগাস্ট, ২০২৪ ডিউটি সেরে ফেরার পথে মহাত্মা গান্ধী রোডে ক্ষুধার্ত সহনাগরিকের সঙ্গে নিজের টিফিন ভাগ করে নেন। চিত্রসাংবাদিক অর্ণব চক্রবর্তীর তোলা। সেই ছবি পোস্ট করা হয়েছিলো কলকাতা পুলিশের ফেসবুক পেজে।প্রতিক্রিয়ায় পৃথা রায়চৌধুরী লিখেছেন, লোক হাসাচ্ছেন কেন? প্লিজ ভুলভাল পোস্ট করে ভাববেন না আমরা অন্যায় অবিচার সব ভুলে যাচ্ছি। প্রিয়ঙ্কা শর্মা লিখেছেন, আবার অনেক পুলিশ কুকুরের উপর অত্যাচার হলে থানাতে অভিযোগ পর্যন্ত নেয় না, পশুপ্রেমীরা এটা ভালো জানেন। আকাশ ভুঁইয়া লিখেছেন, এই সব পোস্ট করে সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা যেন না করা হয়!অরুণাভ মালো লিখেছেন, খুব ভালো কাজ করেছেন অনেক ভালোবাসা জানাই। আজ যদি জনগণ ছোট ছোট কুকুরশাবক হতো তাহলে হযতো আপনাদের থেকে সত্যিই অনেক অনেক ভালো ও সহমর্মী পরিষেবা পেতো। দুঃখের বিষয় আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি।মধুমিতা মজুমদার লিখেছেন, এই আপনারাই তো আবার পশুনির্যাতন নিয়ে কেউ এফআইআর করতে গেলে তামাশা করেন। একটা অবলা শিশুকে উনি খাওয়াচ্ছেন। এটা সুস্থ, সুষ্ঠ নাগরিকের কর্তব্য। সেটাকে হাইলাইট করে নিজেরা ভালো হতে পারবেন? মানুষের প্রতিও একটু কর্তব্য করুন! অপর প্রতিক্রিয়ায় মধুমিতা লিখেছেন, যেভাবে মুখ পুড়িয়েছেন, এসব দেখিয়ে কোনো লাভ হবেনা।পুলক রায়চৌধুরী লিখেছেন, প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টেই বেশ কিছু সংবেদনশীল মানুষ থাকেন। তাঁদের যোগ্য মর্যাদা দেওয়া, তাঁদের সংবেদনশীল মনন থেকে প্রেরণা নেওয়ার শিক্ষা সেই ডিপার্টমেন্টকেই নিতে হয়। শুধু ভাবমূর্তি ফেরানোর জন্য, তাঁদেরকে হাইলাইট করার চেষ্টা বা অপচেষ্টা ডিপার্টমেন্টের সেই মানুষটিকেও কিন্তু এক্সপ্লয়েট করা হয়!সাবইন্সপেক্টর ম্যাডাম নিজের তাগিদেই, তাঁর সংবেদনশীল মনকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁকে কুর্নিশ জানাই। তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করুক ডিপার্টমেন্ট নিজে। অন্তত দশ-বিশ বছর পরে হলেও, আমরা যেন একদিন গর্ব করতে পারি এই ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে। সেদিন 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড' নিজে আপনাদের তুলনা করবেন, আপনাদের যোগ্যতাকে বিশ্ব-দরবারে প্রকাশ করবেন! সেদিন এই ডিপার্টমেন্টের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সাধারণ মানুষই এগিয়ে আসবেন!বিপরীত মনের অর্থাৎ পুলিশের প্রশংসার প্রতিক্রিয়াও কিছু আছে। যেমন, রাজীব দত্ত লিখেছেন, সুন্দর। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই মনীষা হাজরাকে। মুনমুন ঝা লিখেছেন, সত্যি মুহূর্তটা অসাধারন!

সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলাদের প্রবেশের অনেক বাধা দূর হয়েছেঃরাজনাথ সিং

তিরুবনন্তপুরম, ৩০ আগস্ট ঃ সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলাদের প্রবেশের অনেক বাধা দূর হয়েছে। জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি শাখায় আমরা মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি নিশ্চিত করেছি। মহিলাদেরও সৈনিক স্কুলে ভর্তি করা হচ্ছে। শুক্রবার তিরুবনন্তপুরমে মনোরমা নিউজ কনক্লেভ ২০২৪এ বক্তৃতার সময় রাজনাথ সিং বলেছেন, 'সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সামরিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি হল জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমি, যা মহিলাদের জন্যও খোলা হয়েছে। আপনারা জেনে অবাক হবেন, এখন সমগ্র দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ তরুণী এনডিএ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, তিন তালাক প্রথা আমাদের মুসলিম বোন ও মেয়েদের জন্য একটি বড় সমস্যা ছিল। আমাদের সরকার এই কুপ্রথা বন্ধ করার ইচ্ছা ও দৃঢ়তা দেখিয়েছে। এটি মুসলিম মহিলাদের জন্য বড় স্বস্তি এনে দিয়েছি।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষক পুরস্কার পাচ্ছেন ভাটিন্ডার রাজিন্দর সিং, ৫ সেপ্টেম্বর পুরস্কৃত করবেন রাষ্ট্রপতি

ভাটিন্ডা, ৩০ আগস্ট ঃ জাতীয় রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাচ্ছেন পঞ্জাবের ভাটিন্ডার সরকারি স্কুলের শিক্ষক রাজিন্দর সিং, শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদানের জন্য বিশেষ এই পুরস্কার পেতে চলেছেন তিনি। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর, শিক্ষক দিবসের দিন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেবেন। ছাত্রছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত শিক্ষক রাজিন্দর সিং।শুক্রবার শিক্ষক রাজিন্দর সিং বলেছেন, আমি ৫ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু কর্তৃক রাষ্ট্রীয় শিক্ষক পুরস্কারে সম্মানিত হব। স্কুল শিক্ষার প্রগতিতে আমার অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। আমি ২০১৫ সালে এই স্কুলে যোগদান করি। সেই সময়ে এই স্কুলে ৩৩ জন শিক্ষার্থী ছিল এবং শুধুমাত্র আমিই একজন শিক্ষক ছিলাম। এখন এই স্কুলে শিক্ষক এবং প্রায় ২৫০ জন পড়ুয়ার জন্য ৯টি পোস্টিং রয়েছে...এটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল।

আম্বানি পরিবারকে ছাপিয়ে দেশে ধনীদের তালিকায় শীর্ষস্থানে গৌতম আদানির পরিবার

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট ঃরিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (আরআইএল) প্রধান মুকেশ আম্বানির পরিবারকে পেরিয়ে আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং শিল্পপতি গৌতম আদানির পরিবার দেশের সবচেয়ে ধনী পরিবার হয়েছে। হুরুন ইন্ডিয়া. তাদের ২০২৪ সালের প্রতিবেদনে এই তথ্য দিয়েছে। ২০২৪ সালের হুরুন ইন্ডিয়ার ধনীদের তালিকা অনুযায়ী, মোট ১১.৬ লক্ষ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে ৬২ বছর বয়সী গৌতম আদানি এবং তাঁর পরিবারের। ধনীদের তালিকায় আদানি পরিবার প্রথম স্থান অধিকার করে মুকেশ আম্বানির পরিবারকেও ছাপিয়ে গেছে।জানা গেছে, মুকেশ আম্বানির পরিবারের মোট সম্পত্তি ১০.১৫ লক্ষ কোটি টাকা। এও জানা যাচ্ছে, গত এক বছরে আম্বানি পরিবারের সম্পত্তি বেড়েছে ২৫ শতাংশ। হুরুন ইন্ডিয়ার এই প্রতিবেদনটি ৩১ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত সম্পদ গণনার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা। এই প্রতিবেদনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আদানি পরিবার গত এক বছরে তাঁদের মোট সম্পত্তির পরিমান ৫,৬৫,৫০৩ কোটি টাকা বাড়িয়েছে। তাঁদের সম্পদ ৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ রিপোর্টের পরেও তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ বেড়েছে। এছাড়া এইচসিএল টেকনোলজিসের শিব নাদার এবং তাঁর পরিবার তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছে। আর ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সিরাম ইনস্টিটিউটের কর্ণধার সাইরাস এস. পুনাওয়ালার পরিবার তালিকার চতুর্থ স্থানে রয়েছে। পঞ্চম স্থানে রয়েছে সান ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের দিলীপ সাঙ্ঘভি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতে ধনীদের সম্পদের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে। প্রতিবেদনে এমন ১৫৩৯ জন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি আছেন, যাঁদের মোট সম্পত্তির মূল্য এক হাজার কোটি টাকার বেশি।

আরও দুই নেকড়েকে ধরতে অভিযান জারি, বাহরাইচে পাকড়াও মোট ৪ মানুষখেকো

বাহরাইচ, ৩০ আগস্ট ঃউত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চলে এখনও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মানুষখেকো দুই নেকড়ে। ওই দুই নেকড়েকে পাকড়াও করতে শুক্রবার সকালেও বন দফতরের অভিযান জারি রয়েছে। প্রধান বন সংরক্ষক কেন্দ্রীয় অঞ্চল রেণু সিং বলেছেন, এখনও পর্যন্ত ৪টি নেকড়ে ধরা পড়েছে। দু'টি নেকড়ে এখনও বাকি আছে, সেগুলি ধরার প্রস্তুতি চলছে। ড্রোনের মাধ্যমে চলছে নজরদারি।বন দফতর সূত্রের খবর, গত দেড় মাসে নেকড়ের শিকার হয়েছে ছ'টি শিশুসহ ৮ জন। জখম ২২ জন। বহরাইচ জেলার মাহসি ব্লকের সিসিয়া পঞ্চায়েত এবং আশপাশের অঞ্চলগুলিতেই মূলত ঘটছে নেকড়ের হানার ঘটনা। নেকড়ের আতঙ্কে রীতিমতো তটস্থ ছিলেন সিসিয়া পঞ্চায়েত এবং আশপাশের অঞ্চলগুলির বাসিন্দারা। অবশেষে ৪টি নেকড়ে ধরা পড়েছে, বাকি রয়েছে আরও দু'টি।

এইবারের লড়াই আমেরিকার ভবিষ্যতের জন্যঃকমলা হ্যারিস

জর্জিয়া, ৩০ আগস্ট ঃ এইবারের লড়াই আমেরিকার ভবিষ্যতের জন্য। জোর দিয়ে বললেন ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিস। বৃহস্পতিবার তিনি জর্জিয়ার সমাবেশ থেকে বলেছেন, এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যতের জন্য। জর্জিয়ায় সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় কমলা হ্যারিস আশা ব্যক্ত করে বলেছেন, এবারের নির্বাচনে তাঁদেরই জয় হবে।কমলা হ্যারিস বলেছেন, ৬৮ দিন বাকি, আমরা এখানে সত্য কথা বলতে এসেছি, আমাদের সামনে কিছু কঠোর পরিশ্রম আছে। কিন্তু আমরা কঠোর পরিশ্রম পছন্দ করি। কঠোর পরিশ্রম এবং আপনাদের সাহায্যে আমরা এই নভেম্বরে জিততে চলেছি। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এইবারের লড়াই মূলত আমেরিকার ভবিষ্যতের জন্য।

এয়ার ইন্ডিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া, বন্ধ হচ্ছে ভিস্তারার বিমান পরিষেবা

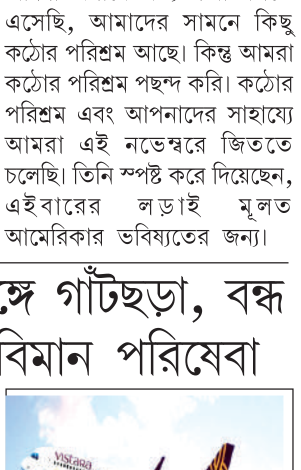

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট ঃ সমাপ্ত হচ্ছে ভিস্তারার বিমান পরিষেবা। শুক্রবার বিমান সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ভিস্তারার শেষ বিমানটি উড়বে ১১ নভেম্বর। তার পরেরদিন থেকে ভিস্তারার যাবতীয় পরিষেবা পাওয়া যাবে এয়ার ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট থেকে।উল্লেখ্য, ভিস্তারা মিশে গেছে এয়ার ইন্ডিয়ার সঙ্গে। এরফলে এবার থেকে দুটি সংস্থার বিমানই পরিচালনা করবে টাটা গ্রুপের নিয়ন্ত্রণাধীন এয়ার ইন্ডিয়া। ভিস্তারা স্পষ্টভাবে বলেছে যে, ১২ নভেম্বর থেকে কোনও উড়ান আর ভিস্তারা পরিচালনা করবে না।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৩ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজীঃ৩০ আগষ্ট ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৪ ভাদ্র, চান্দ্রঃ২৭ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৫ ভাদ্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৮ ভাদ্র ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৭ হাবান, আসামঃ১৩ ভাদ, মুসলিমঃ ২৪সফর১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২১ঃ১৪ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ৫১ঃ৪২।চন্দ্র উদয়ঃশেষ রাত্রি ০২ঃ৩৭ঃ১০(৩০) এবং অস্তঃ বিকাল ০৪ঃ২৬ঃ২২(৩১)।কৃষ্ণ পক্ষ।তিথিঃদ্বাদশী (ভদ্রা) সকাল ঘ ০৩ঃ ১৫ঃ৩৭ দং ৫৪৪৫ পর্যন্ত, দ্বাদশীর পারনাঃসকালঃ০৫ঃ২১সকালঃ০৯ঃ ৩১ পর্যন্তনক্ষত্রঃপুনর্বসু রাত্রিঃ০৮ঃ ০৭ঃ৩৬ দং ৩৬৫৫৪২.৫ পর্যন্ত পরে পুষ্যাকরণঃকৌলব বিকাল ঘ ০৩ঃ ১৫ঃ৩৭ দং ২৪৪৫৪৫ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃব্যতীপাত রাত্রিঃ০৮ঃ ৫২ঃ৫৭ দং ৩৮৪৯৫ পর্যন্ত পরে বরীয়ানঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২১ঃ১৯ থেকে- ০৭ঃ০১ঃ২৩ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫১ঃ২৫ থেকে- ১০ঃ২১ঃ৩১ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫১ঃ৩৬ থেকে- ০২ঃ৩১ঃ৪০ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ১১ঃ৪৪ থেকে- ০৫ঃ৫১ঃ৪৮ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৩ঃ৪৪ থেকে- ০৮ঃ ৫৫ঃ৪০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৩ঃ২৫ থেকে - ০৩ঃ৪৯ঃ২৩ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ১০ঃ২৭ঃ৩৬ থেকে- ১১ঃ১৩ঃ৩৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৯ঃ২৩ থেকে- ০৫ঃ২১ঃ১৯ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ৫১ঃ ২৫ থেকে - ০৮ঃ৪১ঃ২৭ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৭ঃ২৩ঃ৪৪ থেকে - ০৮ঃ০৯ঃ৪২ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৮ঃ২৮ঃ৫৬ থেকে- ১০ঃ০২ঃ৪৫ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০২ঃ৪৫ থেকে - ১১ঃ৩৬ঃ৩৪ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৪ঃ১১ থেকে- ১০ঃ ১০ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৪১৩১০৩১ (১০) ৪ পদচন্দ্রঃ৩৭৬৩ (৮) ২ পদমঙ্গলঃ ২০১৫৩৬ (৫) ৩ পদবুধঃ ৩২৭২২২২ (৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ ১২৫৩৮৫৩ (৫) ১ পদশুক্রঃ ৫৭৫৫৬ (১২) ৪ পদশনিঃ ১০১৯১৫৩৫ (২৪) ৪ পদরাহুঃ ১১১৬৬৯ (২৬) ৪ পদকেতুঃ ৫১৬৬৯ (১৩) ২ পদশনি বক্রি।লগ্নঃ সিংহ রাশি সকাল ০৬ঃ৩২ঃ২৬ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৮ঃ৪২ঃ ৩৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১০ঃ ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০১ঃ১২ঃ৩১ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০৩ঃ১৭ঃ৫০ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৫ঃ০৪ঃ৪৩ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৬ঃ৩৮ঃ০৬ পর্যন্ত। মীন রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ০৯ঃ১০ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ০৯ঃ৪৯ঃ৪৪ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ১১ঃ৪৮ঃ০৮ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০১ঃ২৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ১৭ঃ১০ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৭.১ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৪ শতকরা এবং ৬৯ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৭ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৮টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ১৪ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬টা ১২মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃবহুবিধ পরিস্থিতিগত কারণে দিনটিকে ক্ষয় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। স্বাস্থ্যগত পরিস্থিতিতে সকর্ততা। সাংসারিক জীবন গতানুগতিক। আর্থিক স্থিতিআশাপ্রদ
বৃষ রাশিঃ স্বাস্থ্যগত পরিস্থিতি সামান্য অবনত। সাংসারিক জীবনে দ্বন্দ্ব।
মিথুন রাশিঃসাংসারিক জীবন একপ্রকার যাবে নিকটজনদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। শুভদিন
কর্কট রাশিঃস্বাস্থ্যগত পরিস্থিতিতে স্বস্তি। জীবনে আনন্দ ও উৎসাহ হবে
সিংহ রাশিঃব্যবসা বাণিজ্য আশাব্যঞ্জক হবে। সংসারে শান্তি।
কন্যা রাশিঃ আইনঘটিত গোল যোগের সমস্যা ও মীমাংসা।
তুলারাশিঃমামলায় অযথা জড়িয়ে পড়তে পারেন আজ। প্রজ্ঞাবান আনুকূল্যে লাভ হতে পারে আজ।
বৃশ্চিক রাশিঃ সন্তানের সাফল্যে আনন্দিত হবেন। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আশাপ্রদ হবে। দ্বিমুখী সংশয় দূর করুন।
ধনু রাশিঃবিতর্ক বিবাদ ও আপস রক্ষার শান্তি। রাজনৈতিক দলের সান্নিধ্য লাভ। বিশেষ স্বকৃতি লাভ
মকর রাশিঃঅর্থ বিনিয়োগের ব্যবসায়িক সাফল্য দুর্দিনে আর্থিক উন্নতি হবে না। শারীরিক অপেক্ষাকৃত শুভপ্রদ হতে পারে।
কুম্ভ রাশিঃ ভ্রাতা ভগিনীর সহিত মতানৈক্যের অবসান হতে পারে।
মীন রাশিঃপ্রিয়জনের শিক্ষার উন্নতি

হাওড়া ও শিয়ালদহ থেকে শহরতলীর ট্রেন সংখ্যা জেনে আপনি অবাক হবেন!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্ট ঃ হাওড়া ও কলকাতা থেকে শহরতলীর বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ ও সাশ্রয়ী উপায় হল পূর্ব রেলের সাব-আরবান ট্রেন রুটগুলি। প্রতিদিন লাখো মানুষ এই ট্রেনগুলির উপর নির্ভর করে তাদের দৈনন্দিন যাতায়াতের জন্য। কিন্তু আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন, হাওড়া বা শিয়ালদহ থেকে সারাদিনে ঠিক কতগুলো সাবারবান ট্রেন চলাচল করে ? পরিসংখ্যানটা জেনে আপনি অবাক হবেন। পূর্ব রেলের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সারাদিনে অর্থাৎ ভোর থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত হাওড়া ও শিয়ালদহ থেকে প্রতিদিন ১২৬৫টি সাব-আরবান ট্রেন যাতায়াত করে। হাওড়া থেকে ৩৮০ এবং শিয়ালদহ থেকে ৮৮৫ টি ট্রেন প্রতিদিন যাত্রীদের নিয়ে গন্তব্যের পথে রওনা দেয়। শহরতলীর বিভিন্ন এলাকায় যোগাযোগের জন্য এই ট্রেনগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাহলে আসুন শিয়ালদহ ডিভিশনের কিছু উল্লেখযোগ্য রুটের সাব-আরবান ট্রেন চলাচলের সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক। শিয়ালদহ ডিভিশনে শিয়ালদহ এবং ব্যারাকপুর এর মধ্যে ১৩ টি আপ এবং ১৪ টি ডাউন, শিয়ালদহ থেকে নৈহাটির মধ্যে ১৭ টি আপ ১৮ টি ডাউন, শিয়ালদহ থেকে বনগাঁও এর মধ্যে ২৬ টি আপ ২৪ টি ডাউন এবং উভয় দিকে একটি করে মাতৃভূমি লোকাল, শিয়ালদহ থেকে ডানকুনির মধ্যে আপ এবং ডাউন এ ২০ টি করে, শিয়ালদহ থেকে গেদের মধ্যে ১০ আপ এবং ৯ টি ডাউন, শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং এর মধ্যে ২৪ টি আপ এবং ২২ টি ডাউন এবং উভয় দিকে একটি করে মাতৃভূমি লোকাল, শিয়ালদহ থেকে বারুইপুরের মধ্যে ১৯ আপ এবং ১৯ টি ডাউন ও উভয় দিকে একটি করে মাতৃভূমি লোকাল, শিয়ালদহ থেকে ডায়মন্ড হারবার এর মধ্যে ২৬ টি আপ এবং ২৫ টি ডাউন, শিয়ালদহ থেকে বজবজের মধ্যে উভয় দিকেই ৮ টি, শিয়ালদহ থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর এর মধ্যে ২৪ টি আপ এবং ২৩ টি ডাউন, শিয়ালদহ থেকে হাসনাবাদ এর মধ্যে ১২ টি আপ ১৪ টি ডাউন এছাড়াও রানাঘাট থেকে বনগাঁও এর মধ্যে ১৭ টি আপ এবং ১৬ টি ডাউন ট্রেন যাতায়াত করে। হাওড়া ডিভিশনের কিছু উল্লেখযোগ্য সাব-আরবান ট্রেন রুটের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ -হাওড়া - বর্ধমান ভায়া কর্ড রুটে ২৩ টি আপ এবং ২০ টি ডাউন, হাওড়া - বর্ধমান মেন রুটে ২৪ টি আপ ২২ টি ডাউন, হাওড়া - ব্যান্ডেল রুটে ৪২ টি আপ এবং ৪১ টি ডাউন এবং উভয় দিকে একটি করে মাতৃভূমি লোকাল, হাওড়া থেকে শেওড়াফুলির মধ্যে ১১ টি আপ ১১ টি ডাউন, হাওড়া থেকে কাটোয়ার মধ্যে উভয়দিকেই ৯ টি করে, হাওড়া থেকে তারকেশ্বরের মধ্যে ২০ আপ এবং ২৬ টি ডাউন, এছাড়াও বর্ধমান কাটোয়া রুটে উভয়দিকেই ৬ টি করে এবং ব্যান্ডেল নৈহাটি রুটে উভয় দিকে ১১ টি করে ট্রেন যাতায়াত করে। হাওড়া ও শিয়ালদহ থেকে এই বিপুল সংখ্যক ট্রেনের চলাচল শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলেছে। পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের নিরাপত্তা ও আরামের কথা মাথায় রেখে প্রতিনিয়ত ট্রেন পরিষেবা উন্নত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতেও এই সাবারবান ট্রেনগুলির মাধ্যমে আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য যাতায়াতের সুবিধা পাবেন।

হাওড়া বিভাগে ইএমইউ রেকগুলি পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ যাতায়াতের জন্য সুন্দরভাবে পরিষ্কার করা হয়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ আগস্ট ঃ পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন ইএমইউ শহরতলির রেকগুলিতে পরিচ্ছন্নতার কাজ চলে, যা লক্ষ লক্ষ যাত্রীর দৈনন্দিন যাতায়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই প্রচেষ্টাগুলি সমস্ত যাত্রীদের একটি পরিষ্কার, নিরাপদ এবং আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে করা হয়েছে। ইএমইউ শহরতলির রেকগুলির জন্য পরিষ্কারের কাজগুলি নিখুঁতভাবে তিনটি স্বতন্ত্র বিভাগে কাঠামোগত হয় যেমন মাইনর, মেজর এবং ইনটেনসিভ ক্লিনিং। প্রতিটি বিভাগ রেকগুলির সর্বোত্তম অবস্থায় বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট স্তরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সমাধান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। মাইনর ক্লিনিংঃ হাওড়া ডিভিশনে বর্তমানে পরিষেবা থাকা ৫৮টি বারো কোচের রেকে এটি একটি দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ। ছোটখাটো পরিষ্কারের মধ্যে শুকনো ঝাড়ু দেওয়া, ফ্যান পরিষ্কার করা, মাকড়সার জাল, ঝুল এবং ধুলো অপসারণের মতো প্রয়োজনীয় কাজগুলি জড়িত। এই রুটিন পরিষ্কার নিশ্চিত করে যাতে সমস্ত রেকগুলি প্রতিদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার একটি প্রাথমিক মান বজায় রাখে। মেজর ক্লিনিং ঃ প্রতিদিন চারটি রেকে পরিচালিত পরিচ্ছন্নতার প্রধান কাজগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আরও গভীরে প্রবেশ করে। ছোটখাটো পরিষ্কারের সময় সম্পাদিত কাজগুলি ছাড়াও, বড় পরিষ্কারের মধ্যে অযাচিত পোস্টার অপসারণ, পৃষ্ঠতলগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করা এবং আরও বিশদ মনোযোগের প্রয়োজন এমন অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। পরিষ্কারের এই স্তরটি নিশ্চিত করে যে রেকগুলি সময়ের সাথে সাথে ভাল অবস্থায় রাখা হয়েছে। ইনটেনসিভ ক্লিনিং বা নিবিড় পরিচ্ছন্নতা সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, প্রতিদিন দুটি রেকে ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়। এর মধ্যে কোচের বাইরের থেকে পান এবং গুটখার দাগ অপসারণ, ভেন্ডর বগিগুলি গভীরভাবে পরিষ্কার করা এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি ধোয়া সহ একটি বিস্তৃত পরিষ্কারের পদ্ধতি জড়িত। নিবিড় পরিচ্ছন্নতা রেকগুলিকে প্রায় নতুন অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এটি নিশ্চিত করে যে তারা দীর্ঘ সময়ের জন্য ভালো অবস্থায় থাকে। হাওড়া ও ব্যান্ডেল কার শেডে এই সাফাই কাজ হয়। উভয় জায়গাতেই ইএমইউ শহরতলির রেকগুলি পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কঠোর চাহিদা পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা এবং কর্মী বাহিনী দিয়ে সজ্জিত। দুটি কার শেডের মধ্যে এই কাজগুলির বিতরণ নিশ্চিত করে যে সমস্ত রেকগুলি দক্ষতার সাথে পরিষ্কার করা হয়েছে, ডাউনটাইম হ্রাস করে এবং যাত্রী পরিষেবাগুলির জন্য সর্বাধিক প্রাপ্যতা অর্জন করে। পূর্ব রেল তার শহরতলির যাত্রীদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম পরিষেবা সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরিষ্কার কার্যক্রমগুলি রুটিন অপারেশনের পাশাপাশি ইএমইউ রেকগুলির সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণের একটি উপাদান। প্রক্রিয়াটি সুপারভাইজার এবং অফিসারদের দ্বারা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় যাতে উচ্চ মান ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য। পূর্ব রেল তার যাত্রীদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই উচ্চ মান বজায় রেখে, হাওড়া বিভাগ নিশ্চিত করে চলেছে যে তার শহরতলির যাত্রীরা একটি পরিষ্কার, নিরাপদ এবং আরও মনোরম যাতায়াত উপভোগ করতে পারেন।

পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রানাঘাট স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমে অন্তর্ভুক্ত করা হলো

কলকাতা, ৩০শে আগস্ট ঃ অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য- ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্ক জুড়ে রেলওয়ে স্টেশনগুলিকে উন্নত এবং আধুনিকীকরণ করা। স্কিমটি প্রাথমিকভাবে মোট ১২৭৫টি স্টেশনের আধুনিকীকরণের দিকে মনোনিবেশ করেছে। বিভিন্ন স্টেশনের জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা এবং পর্যায়ক্রমে সেগুলিকে কার্যকর করার কাজ চলছে। এই উন্নয়ন যজ্ঞের মধ্যে রয়েছে উন্নত স্টেশন প্রবেশদ্বার, যাত্রী অপেক্ষার সুবন্দোবস্ত, টয়লেট সুবিধা, প্রয়োজন অনুসারে লিফট এবং এসকেলেটর ইনস্টলেশন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই পরিসেবা, 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট'-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় পণ্যগুলির জন্য কিয়স্ক স্থাপন, যাত্রীদের তথ্য ব্যবস্থা উন্নত করা ও প্রতিষ্ঠা করা, এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, ব্যবসায়িক মিটিংয়ের জন্য স্থান নির্ধারণ করা এবং প্রতিটি স্টেশনের অনন্য প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে, শিয়ালদহ বিভাগের মোট ১৭টি স্টেশন, যেমন, শিয়ালদহ, দমদম, বারাসাত, বনগাঁ, ব্যারাকপুর, নৈহাটি, কল্যাণী, সোনারপুর ইত্যাদি আগে অনুমোদিত হয়েছিল। সমস্ত স্টেশনের কাজ চলছে এবং প্রায় ৩০ কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এখন, শিয়ালদহ বিভাগের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন, অর্থাৎ রানাঘাটকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিয়ালদহ-রানাঘাট রেল সংযোগ চালু হয়েছিল প্রায় ১৬২ বছর আগে, ব্রিটিশ আমলে। মেন লাইনটি ১৮৬২ সালের সেপ্টেম্বরে চালু করা হয়। রানাঘাট-বনগাঁ সংযোগ ১৮৮২-৮৪ সালে বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ে কোম্পানি দ্বারা স্থাপিত হয় এবং পরবর্তীকালে রানাঘাট-লালগোলা শাখা লাইনটি ১৯০৫ সালে শুরু হয়েছিল। শিয়ালদহ - রানাঘাট সেকসন ১৯৬৩-৬৪ সালে বিদ্যুতায়িত হয়। এখন, রানাঘাট স্টেশন শিয়ালদহ বিভাগের অন্যতম প্রধান জংশন স্টেশন যা শান্তিপুর জংশন, গেদে, লালগোলা, বনগাঁ ও শিয়ালদহকে সংযোগ করে।

OFFICE OF THE JAGATBALLAVPUR-I GRAM PANCHAYET

Naikuli,Munshirhat, Jagatballavpur, Howrah

Notice Inviting E-Tender

Ref Memo No-JBpur-I/170/NIT-08/15th CFC/2024 Dt-29.08.2024.

E Tenders are invited in the web site http://wbtenders.gov.in for above reference no. Last Date of submission of bid-13/09/2024 5:00PM.Bid opening date -16/09/2024.

Sd/-Pradhan
Jagatballavpur-I Gram Panchayet

অনলাইনে স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য যাত্রীদের সুবিধার্থে ক্যাম্প

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্ট ঃ মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট মোড চালু করেছে। এই ডিজিটাল পেমেন্ট মোডগুলি যাত্রীদের কাছে পরিচিত করার জন্য মেট্রো কর্মীরা নিয়মিত বিভিন্ন স্টেশনে ক্যাম্পের আযোজন করে আসছে। যাত্রীরাও ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন এবং এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই নতুন ডিজিটাল ব্যবস্থা তাদের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন না করেই অনলাইনে টিকিট কেনার সুযোগ এবং টেন্ডার ভাড়ার সুবিধা দিয়েছে। ফলস্বরূপ, যাত্রীদের অন-লাইন টিকিটিং ব্যবস্থা ব্যবহার করতে সক্ষম করার জন্য চালু করা ' রাইড কলকাতা' অ্যাপটি জনপ্রিয়তা লাভ করছে। ব্লু লাইন এবং গ্রীন লাইন মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে বিশেষ প্রচারমূলক চলচ্চিত্র (কিভাবে এই যাত্রী-বান্ধব অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে) দেখানো হচ্ছে। এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে। অরেঞ্জ লাইন এবং পার্পল লাইনের সমস্ত স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের দ্বারা আজ ৩০.০৮.২০২৪ তারিখে এই ধরনের বিশেষ ক্যাম্পগুলি মেট্রো ব্যবহারকারীদের এই অ্যাপ এবং এটি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে সচেতন করতে পরিচালিত হয়েছিল। মেট্রো কর্মীরা ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেমের সাহায্যে যাত্রীদের ASCRM মেশিনের মাধ্যমে টোকেন কিনতে এবং তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ কিনতেও সাহায্য করেছিল। ডিজিটাল সিস্টেমে স্থানান্তরিত হতে আগ্রহী মেট্রো যাত্রীরা এবং টোকেন, স্মার্ট কার্ড ক্রয় এবং রিচার্জ করার জন্য স্মার্ট উপায় অবলম্বন করতে আগ্রহী এই ক্যাম্পগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিল কারণ এই ধরনের ক্যাম্প তাদের জন্য উপকারী হয়েছে। তারা দৃশ্যত খুশি ছিল কারণ মেট্রো কর্মীরা তাদের অ্যাপটি ডাউনলোড করতে সাহায্য করেছিল এবং তাদের এটি ব্যবহার করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছিল। আশা করা হচ্ছে যে এই ধরনের ক্যাম্পগুলি মেট্রো যাত্রীদের এই ব্যবহারকারী বান্ধব অ্যাপ এবং UPI পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেমের সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করবে। এটি মেট্রো যাত্রীদের তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের স্মার্ট কার্ড পুনরায় চার্জ করতে বা কেনার জন্য বা টিকিট কেনার জন্য বুকিং কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

কুলতলিতে সাপের বিষ তোলা ব্যক্তিরই মৃত্যু ঘটলো সাপের কামড়ে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ৩০ আগস্ট ঃ গ্রামে সাপে কাটা রোগীর প্রাথমিকভাবে বিষ তুলে দেওয়া ব্যক্তিরই মৃত্যু ঘটলো সাপের কাপ।ড় বৃহস্পতিবার এই ঘটনাটি ঘটে সুন্দরবনের কুলতলি থানার পশ্চিম গাবতলা এলাকায়। জানা যায়,কেউটে সাপে কাটার পরে শম্ভুচরণ নস্কর নামে ওই ব্যক্তি নিজেই বিষ তুলে নিজের চিকিৎসার চেষ্টা করেন। সাপটিকে বর্ষা মেরে মেরে ফেলার চেষ্টা করেন তিনি। আর এতে অনেকটা সময় নস্ট হয়ে যায়। তাকে জয়নগর কুলতলি গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায় নি। কুলতলির পশ্চিম গাবতলার বাসিন্দা ৬৫ বছরের শম্ভুচরন নস্কর পেশায় চাষি ছিলেন।পাশাপাশি তিনি সাপে কাটা রোগীর বিষ তুলে দিতেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, বৃহস্পতিবার ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির বাইরে ক্ষেতের কাছে আসতেই শম্ভুকে ছোবল মারে একটি বিষাক্ত কেউটে সাপ। শম্ভু পাল্টা হামলা চালায় সাপটির ওপরে। এরপরে নিজেই নিজের শরীর থেকে বিষ তোলার চেষ্টা করেন। এভাবে প্রায় তিন ঘন্টা কেটে যায়, আর তাতে কোন কাজ হয় না, ক্রমশ সে খারাপের দিকে যাওয়ায় বাড়ির লোকজন তাকে জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসা শুরু হতেই মৃত্যু ঘটে তাঁর। হাসপাতালের সূত্রে জানা যায়,দ্রুত সাপে কাটার প্রতিষেধক দেওয়া সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।শম্ভু চরণের ভাইপো তারক নস্কর বলেন, কাকা সাপে কাটার ওষুধ দিতেন। ঘটনার পরে নিজেই সাপের বিষ তোলার চেষ্টা করে ছিলেন কিন্তু তাতে কোনো কাজ না হওয়ায়, তিনি আমাকে ডাকেন আমি হাসপাতালে নিয়ে আসি।কিন্তু তিনি মারা যান। এ ব্যাপারে কুলতলি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অয়ন্তিকা মন্ডল বলেন, সাপে কাটা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে আমরা একাধিক কর্মসূচি পালন করে আসছি। আমরা বারবার বলি সাপে কাটলে তৎক্ষণা রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে,কিন্তু কিছু অসাবধণতায় অনেক দেরি করে ফেলায় জীবন বাঁচানো সম্ভব হয় না তাই বলবো সাপে কাটলে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান।এদিকে আহত কেউটে সাপটিকে রায়দিঘি রেঞ্জের তরফে চিতুর বিট থেকে চিকিৎসার জন্য রায়দীঘিতে নিয়ে যাওয়া হয়। শুক্রবার রায়দিঘির বনদপ্তরের রেঞ্জ অফিসের চিকিৎসা করা হচ্ছে সাপটিকে, এদিকে এ বিষয়ে কুলতলির চিতুরী বিট অফিসার শামীম প্রধান সাপে কাটা বিষয়টিকে সু কৌশলে এড়িয়ে গেলেন। সাপ কে আঘাত করে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ ও এড়িয়ে যান তিনি। সাপে কাটলে সরকারি ক্ষতিপূরণ যাতে দ্রুত মৃতেরপরিবার পায় তাঁর দাবি জানালেন এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। এপিডিআরের দঃ২৪ পরগনা জেলার সহ-সম্পাদক মিঠুন মন্ডল এব্যাপারে বলেন, গ্রাম বাংলায় সাপের কামড়ে ক্রমাগত মানুষের মৃত্যু ঘটছে আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সচেতনতার অভাব থাকছে তবুও মৃতের পরিবারকে সরকারি ক্ষতিপূরণ যাতে দেওয়া যায়. সেদিকে মানবিক অনুরোধ রাখবো সরকারের কাছে।তবে এব্যাপারে কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্য বলেন, ক্ষতিপূরনের বিষয়ে সরকারি নিয়ম মেনে কাজ চলছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে এরিয়া ম্যানেজার, সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিসন নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী **www.ireps.gov.in**-এ ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। যোগ্য টেন্ডারদাতাদের নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ শুধুমাত্র অনলাইনে টেন্ডারের জন্য আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোন অফলাইন টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বিস্তারিত জানতে ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোড করা টেন্ডার নথি পড়তে হবে। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সি-এসআরসি-এমসিসি- আরএফ, তারিখ ঃ ২৯.০৮.২০২৪। কাজের নাম ঃ** ২ বছর সময়কালের জন্য কোচিং ডিপো সাঁতরাগাছি-তে রিসেপশন ইয়ার্ডে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এরূপ সকল ট্রেনের মেকানাইজড্ কোচ ক্লীনিং। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১৬,০৩,৫৫,৪৩৩.০৬ টাকা (জিএসটি সহ)। **বায়না মূল্য জমাঃ** ৯,৫১,৮০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ২১.০৯.২০২৪ বেলা ১২টা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ১০,০০০ টাকা (অফেরতযোগ্য)। **(PR-542)**

নোটিশ

আমার মক্কেল লক্ষ্মী কান্ত আগরওয়াল প্রয়াত বাবুলাল আগরওয়ালের ছেলে ২৬৮৯, জি.টি রোড, লিলুয়া, বালি, হাওড়া - ৭১১২০৪ ২০০৯ সালের জন্য দলিল নং ০৯৮৭০ হারিয়েছে এবং ২৯-০৮-২০২৪ তারিখে জিডি এন্ট্রি নং ১৪০০ এর মাধ্যমে বেলুড় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও দায়ের করেছে। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাইহোক না কেন সমর্থনকারী দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই এই তারিখ থেকে পাক্ষিকের মধ্যে অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি কোনটি মওকুফ করা হবে বলে গণ্য করা হবে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৪/৩২, তারিখ ঃ ৩০.০৮.২০২৪। "ই" প্রোকিওরমেন্ট পদ্ধতির জন্য টেন্ডার। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার অফিস (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যেগুলি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। সমস্ত টেন্ডারগুলি **দুপুর ২টায়** বন্ধ হবে। **ক্রমিক নং;টেন্ডার নং; নির্ধারিত তারিখ; সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পরিমাণ ও ইএমডি-এর পরিমান** নিম্নরূপ ঃ **১; ৭৯২৪৩১৮৯;** ২৪.০৯.২০২৪; লং ক্লথ কটন খাদি ব্লিচড্ ইত্যাদি; ১২২৯০০ মিটার ও অব্যহতি-প্রাপ্ত। **২; আইজি২৪৬১১৮;** ১২.০৯.২০২৪; ডেটা ট্রান্সমিটার টেকনোলজি ফিট করা ওয়েল্ডিং ইক্যুইপমেন্ট (ক্যাপ প্রি হিটিং সিস্টেম) কমপ্রেসড্ এয়ার ব্লোয়ার মেশিন; ১০ সেট ও ১,০৬,২০০ টাকা। **৩; ৩৮২৪১৫৩৫বি;** ১৬.০৯.২০২৪; ৩টি আইটেম সমন্বিত হাই টেনসাইল সিবিসি ড্রাফ্ট গিয়ার টাইপ আরএফ-৩৬১-এর জন্য পিওএইচ কিট "বি"; ১০৩০ সেট ও ৬,৩২,০১০ টাকা। **৪; ৩৮২৪৩৯১৬;** ০৪.১০.২০২৪; বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের জন্য সাইড টপ কোপিং; ১৭৮টিও ১,৩৪,৪৩০ টাকা। **৫; ৩৮২৪৪৫৩২;** ০৬.১১.২০২৪; নর ব্রেমসি ডিজাইন বিএমবিএস-এর জন্য ১০" ব্রেক সিলিন্ডারের ওয়্যার মেশ সহ ব্রিদার অ্যাসেম্বলি; ১৩৩৩৮টি ও ১,১৯,৬২০ টাকা। **৬; ৩৮২৪৩৯৮০;** ১৭.১২.২০২৪; ফ্ল্যাপ ডোর চেইনলেস কটার রিভেট; ২২৫৪১১টিও ১,৪৮,৯৫০ টাকা। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা করার জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোন ক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরদাতারা সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য ও তদপরবর্তী সংশোধনীর জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-545)**

ঘর ভর্তি রোগী, অথচ হাসপাতাল ডুবে অন্ধকারে

বনস্পতি দে, আরামবাগ, ৩০ আগস্ট ঃ কারেন্ট না থাকলে হাসপাতালে ঢুকলেই গা ছমছম করবে। ঘর ভর্তি রোগী, অথচ হাসপাতাল ডুবে অন্ধকারে। ভোগান্তি টের পাচ্ছেন রোগী, ডাক্তার সকলেই। গোঘাট-১ ব্লকের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিত্র এমনই। রোগীদের ও তাদের পরিবারের অভিযোগ, লোডশেডিং হলেই আউটডোর কী ইন্ডোর, একই ছবি। টর্চ জ্বেলে বসে থাকেন ডাক্তারবাবুরা। এমনকী আউটডোরে রোগীর লাইন থাকলেও বিদ্যু না থাকায় আউটডোরের টিকিটও দেওয়া বন্ধ রাখতে হয়। হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরাও জানান, হাসপাতালে বিদ্যুৎ না থাকলে জেনারেটরের ব্যবস্থা নেই। বাইরের একটা জেনারেটর ব্যবহার করতে হলে কর্মীদের গ্যাঁটের কড়ি খসাতে হবে। ফলে কেউ আর উচ্চবাচ্য করেন না। গত ৪-৫ মাস ধরে লাগাতার এই সমস্যা চলছে। হাসপাতালের আউটডোর দেখাতে আসা রোগীরা বলছেন, চোখের সমস্যা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকছেন। এদিকে কারেন্ট না থাকলে ডাক্তাররাই বা রোগী দেখবেন কীভাবে? কম্পিউটারে ডেটা এন্ট্রির কাজও বন্ধ। রোগীদের নাম এন্ট্রি করা যাচ্ছে না। হাসপাতাল থেকে বিদ্যুতের অফিসের দূরত্ব মেরেকেটে ১ কিলোমিটার হবে। অথচ সেই এলাকাতেও বিদ্যুতের বেহাল দশা। বিএমওএইচ মৈনাক দত্ত বলেন, আমাদের জন্য কোনও জেনারেটর জেলা থেকে দেওয়া নেই। আমরা বাইরে থেকে জেনারেটর ভাড়া নিয়ে মাঝে মাঝে পরিস্থিতি সামাল দিই। এদিকে আমাদের জেনারেটর না থাকায় আলাদা করে তার জন্য কোনও ফান্ডও আসে না। ফান্ডের একটা খামতি তো আছেই। ২-৩ দিন কারেন্ট থাকবে না এমন পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়। তিনি জানান, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছেন। ফান্ড এলে তবেই সমস্যা মেটানো সম্ভব।

তৃণমূলের বুথ সভাপতির বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ও বোমাবাজি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩০ আগষ্টঃ তৃণমূলের বুথ সভাপতির বা।লিক্ষ্য করে বোমাবাজি ও গুলি চালানোর ঘটনা ঘিরে বৃহস্পতিবার রাতে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট। এই ঘটনায় আহত হয়েছে এক তৃণমূল কর্মী। তাকে মঙ্গলকোট ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযোগ, সিপিআইএম আশ্রিত দুস্কৃতিরাই এই ঘটনায় জড়িত। আহতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাত ১২টা নাগাদ তৃণমূল কর্মী নাসিরউদ্দিন তৃণমূলের পাটি অফিসে এসে বসতে দুষ্কৃতীরা তার উপর হামলা চালায়। অভিযোগ, বোমা ও পাখি শিকারের বন্দুক চালায়। এই ঘটনার পর নাসিরউদ্দিনকে মঙ্গলকোট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার খবর পাওয়ার পরই গ্রামের প্রচুর পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বুথ সভাপতি শেখ রবিউলের বাড়ি লক্ষ্য করেও বোমা ছোড়ে দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলকোটের বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী জানান, যারা বোমা ছুড়েছে তারা সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী। থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। আমাদের প্রশাসনের উপর আস্থা আছে।উল্লেখ্য গত কয়েক মাস আগে বুথ সভাপতি শেখ রবিউলের নিরাপত্তারক্ষী দেওয়া হয় মঙ্গলকোট থানার তরফ থেকে।

নিউ বারাকপুর থানার বড় বাবুকে সংবর্ধিত

দুরন্ত বার্তা, নিউ বারাকপুর, ৩০ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রমোশনের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সূত্রিতার জট বহু প্রাচীন। বিশেষ করে সাব ইন্সপেক্টর অর্থাৎ দারোগা পদ মর্যাদার অফিসার। যারা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের মেরুদন্ড বলে পরিচিত তাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে উপরতলার একটি গড়িমসি ভাব লক্ষ করা যায়। যাই হোক বিগত তিন চার বছর হলেও বর্তমান সরকার পদোন্নতির ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও গতি এনেছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অধীনে কর্মরত ৩০১ জন সাব ইন্সপেক্টর কে পদোন্নতি দিল রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ডাইরেক্টরেটের তরফে বুধবার জারী নির্দেশিকা অনুসারে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের প্রায় এক ডজন সাব ইন্সপেক্টর কে পদোন্নতি দিল ইন্সপেক্টর পদমর্যাদায় উন্নীত করা হল। যেটা রাজ্য সরকারের একটি শুভ প্রযাস বলে মনে করা যায়। নিউ বারাকপুর থানার বর্তমান অফিসার ইন চার্জ সুমিত কুমার বৈদ্য গত ২৮ আগস্ট বুধবার সাব ইন্সপেক্টর থেকে ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদায় উন্নীত হলেন। সুখবরে বৃহস্পতিবার রাতে থানার বড় বাবুর ইন্সপেক্টর পদে প্রমোশনে অন্যান্য অফিসাররা সিভিক ভলান্টিয়ার রা বড় বাবু সুমিত কুমার বৈদ্য কে ফুলের তোড়া দিয়ে ও কেক কেটে প্রীতি উপহার প্রদান করে সংবর্ধিত করলেন। উল্লেখ্য সুমিত কুমার বৈদ্য ৪ জানুয়ারি নিউ বারাকপুর থানায় দায়িত্ব ভার নেওয়ার পর যথেষ্ট সুনামের সাথে ভালো কাজ করছেন এলাকায়।

পঞ্চায়েত সদস্যদের রিফ্রেশার ট্রেনিং জামালপুরে

দুরন্ত বার্তা, ৩০ আগষ্টঃ পূর্ব বর্ধমানের জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে জামালপুর ব্লকে জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাগৃহে গ্রাম পঞ্চায়েতের জন প্রতিনিধিদের পুনঃ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হলো। গত ২৭ তারিখে শুরু হয় এই প্রশিক্ষণ শিবির চলে ৩০ তারিখ পর্যন্ত। প্রসঙ্গত জানুয়ারি মাসে এই একই ট্রেনিং একটি করানো হয়েছিল। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত চালানোর বিভিন্ন আইন কানুন ও নিয়ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করানো হয় উপস্থিত জনপ্রতিনিধিদের। ব্লকের ১৩ টি পঞ্চায়েত কে দুটি ভাগে ভাগ করে দুদিন করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ দিতে জেলা থেকে উপস্থিত ছিলেন উত্তম বাবু এবং ব্লক থেকে ছিলেন পঞ্চায়েত একাউন্ট এন্ড অডিট অফিসার রাধেশ্যাম খামারু।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ (সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রের জন্য) নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং. ১, এনআইটি নংঃ ৭৯_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রে হাওড়া ডিভিসনঃ সিটিআর(এস)-১০.১১৫ টিকেএম, লোকেশন ব্যান্ডেল-শক্তিগড় ব্যান্ডেল লাইন নং. ১০, ০-০.৪৭৭=০.৪৭৭ কিমি, ব্যান্ডেল লাইন নং. ১১, ০-০.৭২০=০.৭২০ কিমি, ব্যান্ডেল লাইন নং. ১২, ০-০.৯৪৬=০.৯৪৬ কিমি, ব্যান্ডেল লাইন নং. ১৩, ০-০.৭৬১=০.৭৬১ কিমি, ব্যান্ডেল লাইন নং. ১৪, ০-০.৭৬৯=০.৭৬৯ কিমি, ব্যান্ডেল লাইন নং. ১৫, ০-১.০৮০=১.০৮০ কিমি, ব্যান্ডেল লাইন নং. ১৬, ০-১.২১৬ = ১.২১৬ কিমি, ব্যান্ডেল লাইন নং. ১৭, ০-০.৮২৩=০.৮২৩ কিমি, ব্যান্ডেল লাইন নং. ১৮, ০-০.৮৫০=০.৮৫০ কিমি, ব্যান্ডেল লাইন নং. ১৯, ০-০.৮১৮=০.৮১৮ কিমি, ব্যান্ডেল এসটিএন লিমিট ব্যান্ডেল লাইন নং. ৪ প্ল্যাটফর্ম ৩, ০-০.৬০০=০.৬০০ কিমি, ব্যান্ডেল লাইন নং. ৬, পাসিং লাইন, ০-০.৭৬৫=০.৭৬৫ কিমি, ব্যান্ডেল লাইন নং. ৯ প্ল্যাটফর্ম -৬, ০-০.২৯০=০.২৯০ কিমি। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,১৪,২১,৬০৬.৫৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,০৭,১০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ২, এনআইটি নংঃ ৮০_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রে হাওড়া ডিভিসনঃ সিটিআর(এস)-১৩.৬৫২ টিকেএম, লোকেশন হাওড়া-বালি হাওড়া ডিএসএল শেড পিট লাইন-২, ০-০.৩৮২=০.৩৮২ কিমি, হাওড়া ডিএসএল শেড পিট লাইন-৩, ০-০.৬১৩=০.৬১৩ কিমি, হাওড়া ডিএসএল শেড পিট লাইন-৫, ০-০.৪৩১=০.৪৩১ কিমি, হাওড়া ইএমইউ কার শেড লাইন বি-১, ০-০.৬০২=০.৬০২ কিমি, হাওড়া ইএমইউ কার শেড লাইন বি-৩, ০-০.৩৪১=০.৩৪১ কিমি, হাওড়া ঝিল সাইডিং লাইন নং. ১৬, ০.০৩০-০.৪২৯=০.৩৯৯ কিমি, হাওড়া ঝিল সাইডিং লাইন নং. ১৭, ০.০৬০-০.৩৪৩=০.২৮৩ কিমি, হাওড়া ঝিল সাইডিং লাইন নং. ১৯, ০.০৩০-০.২৮৯=০.২৫৯ কিমি, হাওড়া ঝিল সাইডিং লাইন নং. ২০, ০.২৮৮-০.৬০৪=০.৩১৬ কিমি, হাওড়া লিলুয়া লাইন X ০-২.৬৪৮ = ২.৬৪৮ কিমি, হাওড়া আরআর লাইন ইএমইউ কার শেড হাওড়া ০.১৩১-১.০২১ =০.৮৯০ কিমি, লিলুয়া ডব্লুএস-০৬ এমআর লাইন ০-০.২০০=০.২০০ কিমি., লিলুয়া ডব্লুএস-০৭ এমআর লাইন ০-০.৩১০=০.৩১০ কিমি, লিলুয়া ডব্লুএস পেন্ট শেড লাইন-৪, ০-০.২১০=০.২১০ কিমি, হাওড়া-সাঁতরাগাছি হাওড়া বি লাইন ০.০৭০-০.২২৫=০.১৫৫ কিমি, হাওড়া আরআর লাইন ০.১০০-০.৪০৫=০.৩০৫ কিমি, হাওড়া-টিকিয়াপাড়া ইঞ্জি. লাইন + আরএল-১, ০.২২৬-১.০৪৮=০.৮২২ কিমি, হাওড়া-টিকিয়াপাড়া লাইন ১এ, ০.২১৫-০.৮২০=০.৬০৫ কিমি, হাওড়া-টিকিয়াপাড়া লাইন-২৩, ০.০৩০-০.৩৬৭=০.৩৩৭ কিমি, টিকিয়াপাড়া লাইন-২৪, ০.০৬০-০.৩৪১=০.২৮১ কিমি, টিকিয়াপাড়া লাইন-২৫, ০.০৬০-০.৩৪৬=০.২৮৬ কিমি, টিকিয়াপাড়া লাইন-২৬, ০.০৩০-০.৪৫৫=০.৪২৫ কিমি, টিকিয়াপাড়া লাইন-২৭, ০.০৭০-০.৬৪৮=০.৫৭৮ কিমি, টিকিয়াপাড়া লাইন-২৮, ০.০৬০-০.৩৭০=০.৩১০ কিমি, টিকিয়াপাড়া লাইন-২৯, ০.০৩০-০.৩১২=০.২৮২ কিমি, টিকিয়াপাড়া লাইন-৩০, ০.০৬০-০.৩৫৪=০.২৯৪ কিমি, টিকিয়াপাড়া লাইন-৩১, ০.০৩০-০.২০৬=০.১৭৬ কিমি, হাওড়া টিকিয়াপাড়া নর্থ নেক লাইন ০-০.৪৭৭=০.৪৭৭ কিমি, হাওড়া টিকিয়াপাড়া সাউথ নেক লাইন ০.০৭৫-০.৫১০=০.৪৩৫ কিমি এবং এসইজে-৬ সেট। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৪৯,৪০,৭৮১.৫৯ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,২৪,৭০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ৩, এনআইটি নংঃ ৮১_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রে হাওড়া ডিভিসনঃ টিএসআর (পি)-৮.০৯৮ টিকেএম, লোকেশন ব্যান্ডেল-শক্তিগড় ডাউন এমএল ৪৬.৯০২-৫৫= ৮.০৯৮ কিমি, টিবিআর-১০.৪৯৯ টিকেএম লোকেশন ব্যান্ডেল-শক্তিগড় ডাউন ৪১.২৫০-৪১.৪৭৪= ০.২২৪ কিমি, ৪১.৫৪৫-৪১.৬০০=০.০৫৫ কিমি, ৪২.৯০৬ - ৪২.৯১১= ০.০০৫ কিমি, ৪৬.৩৩৫-৪৬.৩৪৩=০.০০৮ কিমি, আরইভি ৪০-৪১.৭০০ =১.৭০০ কিমি, ৪২.৯০৬-৪২.৯১১=০.০০৫ কিমি, ৪৩.২৪৬-৪৩.২৬০=০.০১৪ কিমি, ৪৬.৩৩৫-৪৬.৩৪৩=০.০০৮ কিমি, আপ ৪৯.৪০০-৫২.১০০=২.৭০০ কিমি, ৫৩.৮০০-৫৫.০০০=১.২০০ কিমি, বালি-ব্যান্ডেল ডাউন ৩৮.৭০০-৩৯.০১০=০.৩১০ কিমি, ৩৯.১৬১-৩৯.২০০=০.০৩৯ কিমি, রেভ @ ৪৫'৪৬ @ ১৬০-৩৯.১৭০=০.০১০ কিমি, আপ @ ৪৫'৪৬ @ ১৬২-৩৯.১৭৩=০.০১১ কিমি, মগরা-ত্রিবেণী এসএল ০.৮৮৫-৩.২৫৫ =২.৩৭০ কিমি, নৈহাটি-ব্যান্ডেল ডাউন ২.৭৭০-৩.১৬০=০.৩৯০ কিমি, ৩.৬০০-৪.০২২=০.৪২২ কিমি, ৪.০৩৭-৪.১৭১=০.১৩৪ কিমি, ৪.৩০৮-৪.৩১৩=০.০০৫ কিমি, ৪.৪০০-৪.৪০১=০.০০১ কিমি, ৪.৪২৬-৪.৪৪২=০.০১৬ কিমি, ৪.৫০৭-৪.৬০০=০.০৯৩ কিমি, ৪.৮০৫-৪.৮২৫=০.০২০ কিমি, ৬.১৬৩-৬.১৮০=০.০১৭ কিমি, আপ ৩.৩২০-৩.৪৩৫= ০.১১৫ কিমি, ৩.৬০০-৪.০২২=০.৪২২ কিমি, ৪.৪২৬-৪.৪৪৪= ০.০১৮ কিমি, ৪.৮০৫-৪.৮২৫=০.০২০ কিমি, ৪.৯০০-৫.০৩২=০.১৩২ কিমি, ৬.১৬০-৬.১৭৮=০.০১৮ কিমি, ৭.৫০৫-৭.৫২২=০.০১৭ কিমি, টিএফআর-১০.৫৫৫ টিকেএম, লোকেশন- ব্যান্ডেল-শক্তিগড় ডাউন ৪২.৬৪৫-৪৬.৯০০=৪.২৫৫ কিমি, রেভ ৪১-৪৭.৩০০=৬.৩০০ কিমি, টিটিআর (এফএস+ সিএস+সিএমএসসি)-১ ইন ৮.৫-৩ সেট, ১ ইন ১২ - ১ সেট, টিটিআর (ডিএস)- ১ ইন ৮.৫-১ সেট, টিটিআর (ডি-ক্রসিং)-১৩ সেট এবং এসইজে-২ সেট। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৪৯,৯৪,৭৭৭.৪৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,২৫,০০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ৪, এনআইটি নংঃ ৮২_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রে টিটিআর (সিএস+সিএমএসসি)-১ ইন ১২-৫সেট এবং ১ ইন ৮.৫-৭ সেট, টিটিআর (টিডব্লুএস+ডব্লুসিএমএসসি)-১ ইন ১২-৪ সেট এবং টিটিআর-ডায়মন্ড ক্রসিং ৬০ কেজি ১ ইন ৮.৫-১২ সেট এবং টিএফআর-১০.৫৫৬ টিকেএম, লোকেশন বালি-ব্যান্ডেল আপ এমএল ১০-১০.২৮০=০.২৮০ কিমি, আপ এমএল ১১.১৫০-১৪= ২.৮৫০ কিমি, আপ এমএল ১৬-২১=৫ কিমি, বালি-শক্তিগড় ডাউন এইচবিসি ৮.৬৬০-৯= ০.৩৪০ কিমি, আপ এইচবিসি ৮.৬৬-৯.২১৬=০.৫৫৬ কিমি, হাওড়া-বালি ডাউন এমএল ৫.৬৪০-৬=০.৩৬০ কিমি, হাওড়া-বালি কর্ড ডাউন এইচবিসি ৮.৩১০-৮.৬৬০=০.৩৫০ কিমি, আপ এইচবিসি ৬.৭৭৮-৭.৫৯৮=০.৮২০ কিমি। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৮৯,৭৭,৫৩৩.৬১ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৭৯,৬০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ৫, এনআইটি নংঃ ৯১_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে হাওড়া ডিভিসন-টিআরআর (পি)-৮.৫৪৫ টিকেএম, লোকেশন বালি-ব্যান্ডেল আপ এমএল ১৬-১৭.১৬০=১.১৬০ কিমি। আপ এমএল ১৮.০০৫-২১=২.৯৯৫ কিমি, হাওড়া-বালি ডাউন এমএল ৬-৬.২০০=০.২০০ কিমি, ডাউন এমএল ৮-৮.৪৩১=০.৪৩১ কিমি, আরইভি এমএল ২.০৮৭-২.৬২০=০.৫৩৩ কিমি, আপ এমএল ৬-৮.৬৬০=২.৬৬০ কিমি, হাওড়া-সাঁতরাগাছি ডাউন - ২, ১.০৯৯-১.৬৬৫=০.৫৬৬ কিমি। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৬৪,৩৯,৩৩৩.২১ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,২৮,৮০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ৬, এনআইটি নংঃ ১৬১_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ওয়েল্ডিং পোর্শন সরবরাহ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৯৫,০৫,৪৩৭.৬৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৪৭,৫০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ৭, এনআইটি নংঃ ১৬৩_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার শাখায় জয়েন্টের এলিমিনেশনে সহায়তায় পি.ওয়ে কাজ সম্পাদন এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৮৯,২১,১৫৩.০৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৭৮,৪০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ (বারো) মাস (ক্রমিক নং ১ থেকে ৫-এর জন্য) এবং ০৬ (ছয়) মাস (ক্রমিক নং ৬ এবং ৭-এর জন্য) । টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের তারিখে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৮.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান-ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। HWH-251/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৭১ সংখ্যা, শনিবার ১৪ ভাদ্র, ১৪৩১

শিল্প যখন 'ভারত' হয়

একবার আগ্রা, দিল্লি, জয়পুর লখনউ ঘুরে অপার বিস্ময় নিয়ে সুহাসিনী স্বামী অবনীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন তুমি কী করে অমন ছবি এঁকেছ? আমি দেখে এলুম সব ঠিক তোমার আঁকা ছবির মত। অবনীন্দ্রনাথ স্বভাবসুলভ সরস ভঙ্গিতে বলেছিলেন, তুমি চর্মচক্ষে যা দেখে এলে আমি মর্মচক্ষে তা দেখতে পেয়েছি। তবেই বোঝো, তোমার চেয়ে আমার পূণ্য কত বেশি আছে। এ না হয় স্বামী - স্ত্রী'র অন্তরঙ্গ দাম্পত্যের ছবি। কন্যা উমা লিখেছেন তেতলার ঘরের জানলা খোলা হলে পিতা তাঁকে বলতেন, যাও নেলী তোমার মা উঠেছেন দুর্গানাম লেখোগে। স্বামীর মৃত্যুর পরে আকস্মিক শোকের ধাক্কায় বিহ্বল উমা ফিরে গিয়েছিলেন স্নেহময় পিতার কাছে। অবনীন্দ্রনাথ তখন থাকেন গুপ্ত নিবাসে। বাবার কাছে গেলুম। বাবা বললেন ' এসেছ,বসো। এখানে থাকবে ? আমি বললুম, হ্যাঁ। সেই স্নেহমাখা স্বরে বলেছিলেন, তা বেশ থেকো দিনকতক। সংসার ছেড়ো না। এই দেখো তোমার মা যখন মারা গেলেন আমি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলুম। থাকতে পারলুম কি? আবার ফিরে এলুম। বলেছিলেন সব মিথ্যে কিন্তু মৃত্যু সত্যি। মানুষ মরলে জন্মাবে কিনা ঠিক নেই তবে জন্মালে মরতে হবে। সেকালের বাবুয়ানির হাতছানি উপেক্ষা করে সৌদামিনী শুধু ছেলেদের মানুষ করেছিলেন তা নয় গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র,অবনীন্দ্র মহর্ষিপুত্রদের মত নানা গুণের অধিকারী হয়ে উঠলেন। ছেলেরা আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার নব উদ্বোধনের যুগে বেছে নিয়েছিলেন তিনটি পথ। অবনীন্দ্র গ্রহণ করলেন পারশিয়ান ও মুঘল শিল্প কৌশল । শিল্পী দাদাদের বোন বোন সুনয়নী বাঙালি মহিলা চিত্রশিল্পীদের পথিকৃৎ। অবন ভর্তি হয়েছিলেন নর্মাল স্কুলে। তাদের বাড়ি পুডিং বস্তুটা মাঝে-মধ্যে খাওয়া হয়। ওদিকে শিক্ষক বলছেন, উচ্চারণ হবে পাডিং, শিশু অবনকে সেকথা বলতে হবে। কিন্তু কিছুতেই সে ওই উচ্চারণ করবে না,আসল উচ্চারণ তাঁর অজানা নয়। শিক্ষক মহাশয় খুদে পড়ুয়ার জেদ দেখে রেগে প্রায় আগুন,শাস্তি দিলেন। শিক্ষকের ভুল উচ্চারণ মেনে নেয়নি। শিশু অবন বরং বাবাকে সব বললে তিনি পরদিন থেকে ছেলেকে আর ওই স্কুলে যেতে দেন নিগ্ধ সেদিনের সেই ছোট্ট ছেলেটি বড় হয়ে প্রথম ভারতীয় শিল্পী হিসেবে বলেছিলেন ভারতের চিত্রকলা কেবলমাত্র বিদেশিদের অনুকরণ নয়,তারও নিজস্ব চিন্তাভাবনা আছে,আঁকার ঢং আছে। ঠাকুরবাড়ির ছবি-গান,কবিতা নাটকের আবহে অবনের শিল্পীমন পরিণত হয়েছে,মায়ের ইচ্ছায় বিয়ে হয়,বিয়ের পর যেন ছবি আঁকার ঝোঁক গেল বেড়ে। সব ছাপিয়ে স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিকায় 'ভারতমাতা' ছবি তাঁকে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। অবনীন্দ্র প্রবর্তিত ওয়াশ টেকনিকের প্রথম সার্থক ছবি হিসেবেও 'ভারতমাতা' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। জলরঙের একটা নতুন ধরনের আঁকার পদ্ধতি বার করেছিলেন। এই পদ্ধতিত 'ভারতমাতা', 'মেঘদূত', 'ওমর খৈয়ামের' মত সুন্দর সব ছবি এঁকেছেন।

কলকাতার বনেদি বাড়ি

কলকাতার বনেদি বাড়িগুলোর মধ্যে জড়িয়ে আছে ইতিহাস। তারমধ্যে অন্যতম অবশ্যই রানি রাসমনি। শুধু দক্ষিণেশ্বর মন্দির স্থাপনা করাই নয়, যুগের থেকেও অনেক অগ্রবর্তিনী ছিলেন এই মহীয়সী নারী। ১৭৯০ সাল বাংলা নবজারগরনের এক উজ্বল সময়, হিন্দু সমাজকে কুসংস্কারের হাত থেকে রক্ষা মুক্ত করতে লড়াই করছেন প্রিন্স দ্বারকা নাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর -এর মতো নবজাগরনের পথিকৃৎরা। এদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রাজচন্দ্র দাস। তিনি রানি রাসমণির স্বামী। এরকম এক আবহে তৎকালীন কলকাতার জানবাজার সংলগ্ন এলাকায় নিজ ভিটেতে দূর্গা পুজা শুরু করলেন প্রীতিরাম দাস, প্রীতিরামের পরে এই পুজার দায়িত্ব নেন। তার পুত্র বাবু রাজচন্দ্র দাস। তবে রাজচন্দ্রের অকাল প্রয়াণ ঘটে ১৮৩৬ সালে মাত্র ৫৩ বছর বয়সে, এরপর তাঁর বিধবা স্ত্রী রানি রাসমনি নিজের কাঁধে তুলে নেন এই পুজোর দায়িত্ব। কলকাতার জানবাজারে নবজাগরণের সেই উজ্জ্বল ইতিহাস বুকে নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে আক্ষরিক অর্থেই এই সাত মহলা বাড়ি। জানবাজারের রানির বাড়ির বৈঠকখানাতেই আসতেন সেই সময়ের বিদগ্ধজনেরা। চিকের আড়াল থেকে রানি কথা বলতেন তাঁদের সঙ্গে। সেই ঝাড় লণ্ঠন, শ্বেত পাথরের গোল টেবিল, অনান্য আসবাবপত্র আজও বিদ্যমান। রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা রোধ আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন রানিমা। আবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনেও তিনি সমর্থন ও অর্থ; দুই-ই জুগিয়েছেন। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে অনেক বাধার পার করে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করলেন রানি রাসমনি। তাই তাঁকে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস আজও এই ঐতিহাসিক ভবনেই ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সখীবেশে দুর্গাপূজা করেছিলেন। মথুর বাবুর আতিথ্যে প্রায় একমাস অবস্থান করেন জানবাজারের এই বাড়িতে। ঠাকুর যে বিছানায় শয়ন করতেন সেই ঐতিহাসিক পালঙ্কটি আজও আছে। বিশাল সুবিশাল দরজা পেরিয়েই নাট মন্দির বা ঠাকুর দালান। মজার বিষয় হলো সেই সময়ের অন্তঃপুরবাসিনীরা সরাসরি ঠাকুর দালানে আসতেন না ঠিকই, বিশেষ ভাবে এই বাড়ির তিনতলা ও দোতলার সিঁড়ির পাশের জানালাগুলো এমন ভাবে তৈরি যেখানে দাঁড়ালে পুরো ঠাকুরদালানটাই নজরে আসে। প্রতিপদে বোধন হয় এই বাড়ির পুজোর। মায়ের মুখ তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ। ইতিহাস আজও তাই এই বাড়ির আনাচকানাচে কথা বলে। এখনও চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে গৌরবময় নবজাগরণ।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

যিনি দেশ সেবা করেন তিনি প্রকৃত দেশপ্রেমিক। আর যিনি মানব সেবা করেন তিনি মানব প্রেমিক। দেশ প্রেমিক এবং মানব প্রেমিকের মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। সেবা করতে হবে। সেবা করার মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন। দানের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন। তিনি ত্যাগের মধ্যে অবস্থান করেন। দেশের জন্য যিনি জীবন দিয়েছেন তাদেরকে আমরা শহিদ বলে সম্মান দান করে থাকি। আর দেশের সেবা যিনি করেন তাকে আমরা দেশ সেবক বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি। মানুষের অসহায় কালে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাদের সেবা করে শক্তি দিতে হবে।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

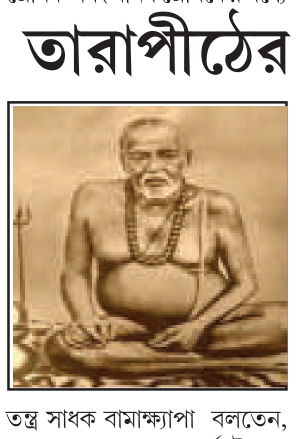

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, আমার সাধন দর্শনটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে পারবে। সেই শক্তি তার রয়েছে। সে আমার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। আজকে তারাপীঠ সারা বিশ্বের কাছে প্রশংসিত। তার একটি মাত্র কারণ হল সন্তান বামাক্ষ্যাপার মানব সেবা। সেটা করতে পেরেছিল বলেই আজকে তারাপীঠ সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মানব সেবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা। তিনি বিশ্ববাসীকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত মানব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। মানব বা প্রাণী সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। সেবা হচ্ছে ঈশ্বর সাধনার একটি অনন্য পথ। আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। তারাপীঠের প্রতিটি ভক্তরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে।

'এ নেশন ইন মেকিং'- রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দর্শন শাস্ত্র যা স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

রবীন্দ্র কুমার শীল

ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে বহু সাহিত্যিক কবি এবং রাষ্ট্র নেতারা গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছিলেন যে সব গ্রন্থগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। যেমন কাজী নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শঙ্খ' কবিতা বা তাঁর রচিত গানগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণা দান করে। শুরুটা হয়েছিল সাহিত্য সম্রটা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস লেখার মধ্যে দিয়ে। তিনি আনন্দমঠ () উপন্যাস লিখে দেশ জুড়ে জাতীয় জাগরণের পরিবেশ তৈরি করে দিলেন। তাঁর রচিত 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত বিপ্লবীদের কাছে মন্ত্র হয়ে দেখা দিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিজের কণ্ঠে কংগ্রেসের সম্মেলনে এই গানটি পরিবেশন করেন। সারা দেশ জুড়ে এই গানটি জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। তখনও কবিগুরুর 'জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে' গানটি জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। তখন বিপ্লবীরা 'বন্দেমাতরম' উচ্চারণ করলেই ব্রিটিশ পুলিশ বিপ্লবীদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার করতো। ঠিক সেই সময়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'এ নেশন ইন মেকিং' গ্রন্থটি জাতীয় আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যাঁরা সংবিধান স্বাধীনতা খুঁজতে শুরু করে দিয়েছিলেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বইটি উৎসর্গ করেছেন-'এ নেশন ইন মেকিং'। বইটি তাঁর আত্মজীবনী হলেও এটি একটি ইতিহাসের দলিল হয়ে গিয়েছে। কীভাবে ভারত রাষ্ট্র তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে তার বিবরণ পাওয়া যাবে এই বইটি পাঠ করলে। ভারতকে রাষ্ট্রে পরিণত করতে গেলে কী কী প্রয়োজন তারও ব্যাখ্যা রয়েছে। রয়েছে রাষ্ট্রগুরুর কর্মধারা। রাষ্ট্রগুরু বারবার ভারতকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন শিক্ষা গ্রহণ কালে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তারই বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আমরা অবাক হয়ে যাই যে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতরে স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি করার ক্ষেত্রে বেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই বইটি এক সযে বই বাজারে দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল। পাওয়াই যাচ্ছিল না। অথচ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি উজ্জ্বল দলিল হল এই বইটি। এই অমূল্য বইটি প্রকাশ করে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। আর্থিক কষ্টা থাকলেও বইটি প্রকাশ করে গবেষকদের এবং স্বাধীনতাকামী মানুষদের বহু উপাকার করা হয়েছে এটা বলতেই হবে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শুরুতেই তিনি বইটি সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য

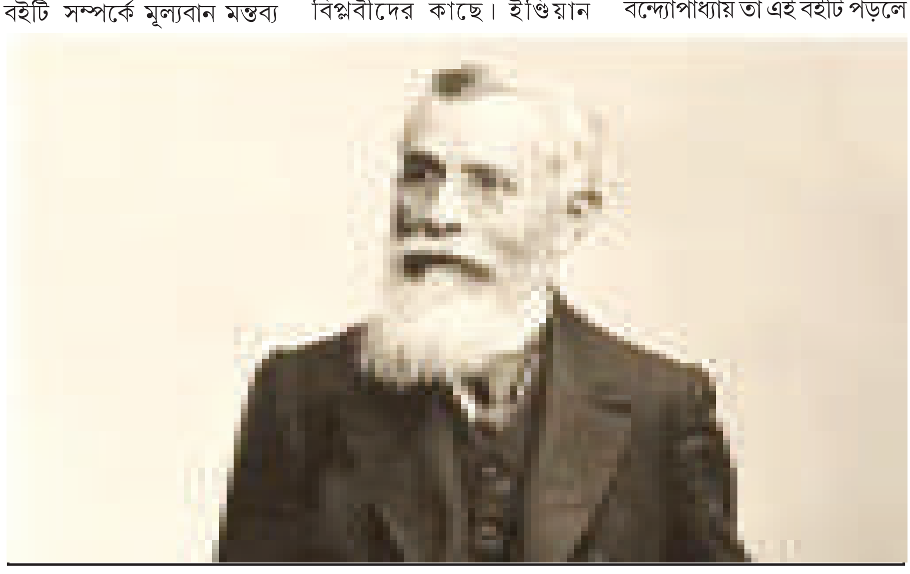

করেছেন -"I have for some time been thinking of writing the Reminiscences of my life. I have been encouraged in the idea by the some of my friends, who think (and I share their view) that they may throw light on some of the most interesting capters in our currents history and help to elucidate them from the Indian standpoint. I belong to a generation that is fast passing away; and I have been in close touch, and I may add in active associaion with some of its most illustrious men, devoted workers in the public cause, who by their labours have largely contributed to our own Province and foster the beginnings of the real national life throuughout the country" বইটি ব্যাখ্যা এবং বিশেষণ করেছেন মাত্র কয়েকটি কথায়। কেন তিনি এই ধরনের বই লিখতে গেলেন তার নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ভারতের নাগরিকেরা স্বাধীনতা নিয়ে চিৎকার করছে বটে। কিন্তু তাদের তখনও স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনও ধারনা তৈরি হয়নি। সেই কারণে তিনি চিন্তা করলেন এমন একটি বই রচনা করবেন যা স্বাধীনতা কামী মানুষদের কাছে হাতিয়ার হয়ে থাকবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস যেমন হাতিযার হয়ে উঠল বিপ্লবীদের কাছে। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনিল কুমার রায় বইটির ভূমিকাতে লিখেছেন, "He was the father of Indian Nationalism, founder of the Indian Association and twice President of the National Congress. He travelled to differen parts of India to campaign for national unity and freedom of country. He, along with others, organized protests against the opressive acts and policies of the British goverments." । তারপরে বইটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মানিকচন্দ্র দোলই। তিনি লিখেছেন, "A Nation in Making' is a valuable social, political and historical pholosophy, prior to the formation of the Indian National Congress and afterwards 'in building up a democratic representive Government through Parliament sovereignty in free India'. It is moving history of stirring times in our national life based on experiences, intelligence and introspective outlooks under the forieng administration."। এই বইটি সামাজিক, রাজনৈতিক, ইতিহাস, দর্শন, কংগ্রেসের সংঠন প্রস্তুতি, স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারত নির্মাণ করার ভিত তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তা এই বইটি পড়লে বুঝতে পারা যাবে। তখন ভারতের কোনও কিছুই ছিল না। স্বাধীন ভারত তৈরি করার পর কেমন হবে সেই ভারত তার একটি পূর্ব রেখা তৈরি করে দিয়েছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ সম্পাদক মানিকচন্দ্র দোলই যেভাবে বিস্তারিত করে বইটির বর্ণনা দিয়েচিলেন শুরুতেই তাতেই বইটি সম্পূর্ণ পাঠ হয়ে যায়। তবে সেটা খুবই সংক্ষিত করা হয়েছিল। বিস্তারিত ভাবে আলোচনা তিনি করেন নি। তবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কলরেই মূল বক্তব্যকে বিস্তারিত ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। প্রায় ১৬ পাতা ধরে পুরো বইটি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের আলোচনা করেছেন তিনি। এটা বলতে গেলে যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপরে গবেষণা করতে ইচ্ছুক তাদের কাছে বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। এই বইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে পাঠ্য হওয়া উচিত। সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আনন্দ মোহন বসুর দেখা হয়েছিল বিলাতে ১৮৭১ সালে। সেখানে গিয়ে দুই বন্ধুর ইতালির কীভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছিল জোসেফ ম্যাজিনির নেতৃত্বে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতেন পড়াশুনার ফাঁকে।

১৮৭৫ সলে বিলাত থেকে ফিরে তৈরি করলেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ২৬ জুলাই ১৮৭৬ সালে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে (বর্তমান কফি হাইসে)। এই কফি হাউসে কলকাতার মেডিকেল কলেজের ক্লাস হয়েছে। এখানেই কবি নজরুলকে সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্ল রায়, সুভাষ চন্দ্র বোস। তখন নাম ছিল অ্যালবার্ট হল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনর প্রথম সভা হয়েছিল এই অ্যালবার্ট হলেই। উপস্থিত ছিলেন বাংলার বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন বিশ্বাস, মনমোহন ঘোষ, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীসহ আরও অনেকে। প্রথম সভাতেই প্রায় ৭০০-৮০০ জন শ্রোতা উপস্থিত হয়েছিল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কেন প্রতিষ্ঠা করা হল তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন বিভিন্ন বক্তারা। তাঁরা বলেছিলেন দেশবাসীকে জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি দিতেই এই সংস্থাটি নির্মাণ করা হয়েছে। সমগ্র ভারতবাসীকে একত্রিত করাই হল এই সংস্থার মূল কাজ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সব রাজ্যে একটি করে শাখা গড়ে তোলার খুবই প্রয়োজন রয়েছে আজকে। কারণ আজকে ভারতের যা রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাতে ভারতবাসীরা এক না হতে পারলে আগামী দিনে ভারতকে রক্ষা করাটা একেবারে অসম্ভব হবে। যে চিন্তা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর যে চিন্তা করে দিয়েছিলেন সেটাই আজকে বাস্তবে দেখতে পাওযা যাচ্ছে। ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তুলতে না পারলে কিন্তু ভারত আবার বিদেশি শক্তির দ্বারা পদানত হয়ে বেশি সময় নেবে না। সেই কারণে এখনই উচিত কাজ হচ্ছে প্রতিটি রাজ্যে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র ভারতবাসীকে এক করা এবং জাতীয় জাগরণ মঞ্চ তৈরি করা। ১৮৯০ সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে বিলাত সফরে গেলেন। ১৯০৯ সালে তিনি বিলাতের বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য রেখেছিলেন। সেই সময়ে সুরেন্দ্র নাথ সম্পর্কে বিলাতের পণ্ডিত হিউম তাঁর একটি প্রকাশিত প্রবন্ধে "Inida, 1893" লিখছেন, "Mr. Surendranath , the greatest of our Indian orators, was many years ago recognized by his tutors in England"। ১৬ আক্টোবর ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হল। সেই সময়ে হিন্দু মুসলমান রাখি বন্ধন এবং অরন্ধন পালন করে বঙ্গভঙ্গ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সক্রিয় রাখতে একটি ভবন তৈরি করার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সবাই এগিয়ে এলেন। তারাকনাথ পালিত, ভগিনী নিবেদিতা বাদ গেলেন না। তারা সহযোগিতা করার আশ্বাস দিলেন। সমবেতভাবে সবাই 'বন্দেমাতরম' গান গেয়ে রাখি বন্ধন করলেন। আনন্দমোহন বোস খুবই অসুস্থ ছিলেন। তিনি অসুস্থ থাকলেও ডাক্তারদের সঙ্গে করে নিয়ে এসে ফেডারেশন হলে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রেখেছিলেন। ফেডারেশন হলের ভিত্তি প্রস্তরকালে প্রোক্লামেশন পাঠ করেছিলেন ইংরেজিতে আশুতোষ চৌধুরী। পরে সেটাকে বাংলার অনুবাদ পাঠ করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-"Whereas the Government has thought fit to effectuate the partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bangalee nation, we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everything in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our province, and manintain the integrity of our race. So God help us.'-A.M.Bose" জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রে জনক হচ্ছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেটা কিন্তু কেউই বলতে গেলে জানে না। রাষ্ট্রগুরু কাকে বলে তার কোনও ব্যাখ্যা বর্তমান প্রজন্ম দিতে পারবে না। তাদের জাতীয় চেতনার বড় অভাব। সেই অভাব দূর করতে না পারলে ভারত মহান করা খুবই মুশকিল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পেরেছিলেন ভারতকে স্বাধীন করতে গেলে ভারতবাসীদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। নাহলে কিন্তু ভারতকে স্বাধীন করা খুবই মুশকিল। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি লিখে ফেললেন- 'এ নেশন ইন মেকিং'। জাতীয় চেতনার ভিত্তি তিনি স্থাপন করে গেলেন। তিনি যেভাবে সাহস নিয়ে এক একটি জাতীয় চিন্তাধারাকে কার্যকর করতে শুরু করেছিলেন তাতে ব্রিটিশ সরকার কোনও কিছুই বলতে পারেনি।

সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে'র শেষ দিনগুলি

বিশেষ প্রতিবেদক

কি চেয়েছি আর কি যে পেলাম। মান্না দে-র গাওয়া বা তৈরি প্রায় একশো গানে মিউজিক অ্যারেঞ্জার হিসেবে কাজ করেছেন শান্তনু বসু। প্রয়োজনে গিয়েছেন তাঁর বেঙ্গালুরুর ডেরায়। পিতৃসম প্রবাদপুরুষের শেষ জীবনের মর্মান্তিক সব অভিজ্ঞতা কাছ থেকে দেখার পর আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। ওই রকম নিথর করে দেওয়া খবরের মধ্যে আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে টিভির সামনের ছবিটা! দেখছি একটা শাটার ফেলা গেটের সামনে পদ্মভূষণ মান্না দে-কে শোয়ানো। শবদেহকে ঘিরে তাঁর কন্যা আর জনাপাঁচেক দক্ষিণ ভারতীয় (টেলিভিশনে তাই মনে হয়েছে)। মাঝে মাঝে কয়েক জন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

দেখলাম সামান্য কিছু ফুলে সজ্জিত প্রবাদপ্রতিম মানুষটার দেহ ঢেকে দেওয়া হল পাল্কির মতো একটা ঢাকনা দিয়ে। গাড়ি এগিয়ে চলল হিব্বাল শ্মশানে। ম্যাড়মেড়ে সেই শেষ যাত্রায় সঙ্গী বলতে বাড়ির দুই বাঙালি বাদ দিয়ে দুশো থেকে পাঁচশো দক্ষিণ ভারতীয় মান্না-অনুরাগী। কোথায় বলিউড, কোথায় টলিউড, কোথায় ভারতবাসী, কোথায় বাঙালি! এই ভাবে সমাপ্তি? এটা কি ঠিক হল? দেশে-বিদেশে আজও যাঁর কোটি কোটি মুগ্ধ শ্রোতা, সেই মান্না দা-র কি এটা প্রাপ্য ছিল? এ তো এক জাতীয় ক্ষতি। কোন আদালত এর বিচার করবে?

মান্না দা মারা যাওয়ার পর, বহু বিশিষ্ট মানুষ শোকগাথা লিখেছেন। তাঁদের বক্তব্য জানিয়েছেন। সেখানে নতুন করে কিছু বলতে যাওয়া আমার মতো সামান্য সঙ্গীতকর্মীর কাছে ধৃষ্টতা। একই সঙ্গে আমার একেবারে নিজের বাবার মতো কাছের মানুষটাকে শেষ দিকে যে অসম্মানের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, সেটাও না-জানিয়ে পারছি না।

ইহকালে ওঁর একটা দুঃখ থেকেই গেল। শেষ অ্যালবামটা যে আর উনি এত চেষ্টাতেও করে উঠতে পারলেন না। সেই প্রকল্পের আমিও ছিলাম এক ভাগীদার। তাই এই অসম্পূর্ণতা আমাকেও বাকি জীবনে ঠোকরাবে।

সুলোচনা আন্টি তখন মারা গিয়েছেন সদ্য ক'দিন হল। একদিন মান্নাদা ফোন করে আমায় বললেন, সুলুকে উৎসর্গ করে কয়েকটা গান করব ঠিক করেছি। তোমার হেল্প

চাই। আমি বললাম, কী বলছেন! এ আমার পরম সৌভাগ্য। বলুন আমি কী করতে পারি। তার পর উনি যা বললেন, তাতে তো আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা!

দেখো, এই সময় আমার গান তো খরচা করে কেউ করবে না। তুমি আমাকে বলো, আমি যদি আটটা গান করি, কত খরচ হতে পারে? আমি কোনও জবাব দিতে পারিনি কিছুক্ষণ। আমার নিস্তব্ধতা ভেঙেছিল মান্নাদার ডাকে, আছ লাইনে, না কেটে গেল? আছি দাদা। আরে জবাব তো দাও। কী বলব দাদা, আপনি মান্না দে। আপনি পয়সা খরচ করে অ্যালবাম করবেন বলছেন! তো, তাতে কী হয়েছে? এটা কি আমাদের পক্ষে মানা সম্ভব? এই, এই তোমাদের টিপিক্যাল বাঙালি মেন্টালিটির কথা। আমি আমার স্ত্রী-কে ডেডিকেট করে গান করব। কার দায় পড়েছে যে খরচ করে তারা কাজটা করবে? আজকের যুগ হল, ফেলো কড়ি মাখো তেল। আজকের দিনে সেন্টিমেন্টের কোনও ভ্যালু নেই। চুপ করে শুনে আমি বললাম, আমায় কয়েকটা দিন সময় দিন। আমি দেখছি। এর পরের প্রসঙ্গ বেশ দীর্ঘ এবং বেদনাদায়ক। সে সব না হয় পরে বলা যাবে। এ সবের মধ্যেই একদিন নিছক আড্ডা মারতে গিয়েছিলাম একটা ক্যাসেট কোম্পানির কর্ণধার মহুয়া লাহিড়ির অফিসে। কথাপ্রসঙ্গে মান্নাদার প্রসঙ্গটা জানাতেই ও বলেছিল, আমরা করব। মান্না দা-র ব্যাপার। তুমি এগিয়ে যাও। চলে গেলাম বেঙ্গালুরু। কথামতো হোটেলে পৌঁছে ফোন করলাম মান্নাদাকে। দু'চার কথার পরেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কাল তুমি কখন আসবে? একটু অবাক হয়ে বললাম, দাদা, আমি তো আজই আপনার সঙ্গে গান নিয়ে বসব বলেই দুপুরে চলে এলাম। আমি যদি সাড়ে পাঁচটা-ছ'টা নাগাদ যাই। একটু ইতস্তত হয়ে মান্নাদা জবাব দিলেন, তআজ তো চুমু (ছোট মেয়ে সুমিতা) কাজে চলে যাবে। তুমি কাল এসো। কাউকে লাগবে না দাদা। আমি আর আপনি হলেই তো হবে। আমরা তো গান নিয়ে বসব। অসুবিধে আছে, অসুবিধে। চুপ করে রয়েছি। এ বার মান্নাদা নিজেই অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, আমাকে তো তালাবন্ধ করে চাবি নিয়ে ও কাজে চলে যায়। আবার রাতে বারোটা-সাড়ে বারোটা নাগাদ ওরা আসে। এর মাঝে কেউ এলে ঘরে ঢুকতে পারবে না। তাই তোমায় বলছি। আজ বাদ দাও। কাল এসো। স্তম্ভিত আমি বললাম, দাদা, এ ভাবে! আর বোলো না, আর বোলো না। আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল, বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন মান্নাদা। কথা না বাড়িয়ে ফোন রেখে ঘটনাটার বাস্তব চিত্রটাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলাম। ভারতবর্ষের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক, যিনি ২০১০ সাল অবধি দুনিয়া দাপিয়ে অনুষ্ঠান করে বেরিয়েছেন, বাড়ির বাজার থেকে টেলিফোন বিল অবধি নিজে দিয়ে এসেছেন, শখ করে বিভিন্ন রান্না করেছেন, আজ ২০১৩ সালে সেই মানুষটাকে ঘরে তালাবন্দি করে রেখে তাঁর বাড়ির লোকেরা নিজেদের কাজে চলে যাচ্ছেন। ভাবা যায়! ওঁর নিজের মুখে না-শুনলে বিশ্বাসই করতাম না।

পরের দিন বাড়িতে বসে এই প্রসঙ্গ তোলায় মান্নাদা বলেছিলেন, সুলুর চলে যাওয়ায় আমার জীবনে যে কী ক্ষতি হয়েছে, তোমায় বলে বোঝাতে পারব না। আমি তো অর্ধেক সময় বিছানা ছেড়ে উঠিই না। কী করব? কার সঙ্গে কথা বলব? শুয়ে থাকি আর কাঁদি। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় চোখের জলে চোখ ভারী হয়ে যায়। তখন ঘুমিয়ে পড়ি। যে দিন ঘুম পায় না, একটা ওষুধ খেয়ে নিই। ঘুম এসে যায়। চুমু দুপুরের দিকে এসে একবার খেতে দেয়। আবার সন্ধের সময় এসে একটু চা দেয়। আর আমার রাতের খাওয়াটা রেখে যায়। ওরা তো ফেরে অনেক রাতে। ওদের কফিশপ বন্ধ করে ওরা আসে। কী বলছেন? এটা কি কোনও জীবন? তআর কী বলব বলো? জীবনটা যে কখনও এই ভাবে কাটাতে হবে এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি খুব খারাপ আছি, খুব খারাপ। আমি আর একটুও বাঁচতে চাই না। বুঝলাম মান্নাদাকে গানের মধ্যে না ঢোকালে মুশকিল হয়ে যাবে।

সম্পাদক সমীপেষু

অভিনেতা ভানু ব্যানার্জি

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটে দোষ ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন সাংবাদিক রবি বসুর কাছে। এক, তিনি টাকা ধার দিয়ে ফেরত চাইতে পারতেন না। দুই, নিজের জন্য কিছু চাইতে পারতেন না। আর তিন, সেটাই সবচেয়ে ঝামেলার, তিনি কারও অন্যায় কথাবার্তা সহ্য করতে পারতেন না। আর এই শেষেরটার জন্য কত মানুষের অপ্রিয় হয়েছেন কতবার। সেই সেবার এক ইন্টালেক চুয়াল স্টার থিয়েটারে বসে একমনে মহাশ্বেতা দেবীর কুৎসা গাইতে ব্যস্ত। কেন তিনি বিজন ভট্টাচার্য্যকে ছেড়ে অজিত গুপ্তকে বিয়ে করলেন তা নিয়ে রসিয়ে চারটি গপ্পো করছিলেন। বোঝেন নি ভিতরেই ভানুবাবু আছেন। আচমকা বাইরে এসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা মশাই আপ্নের পিতৃদেব এই বৎসর কত বিঘা জমিতে ধান চাষ দিছেন? ভদ্রলোক অবাক। আমার বাবা ধান চাষ করবেন কেন? তিনি তো দেহ রেখেছেন অনেকদিন হল। বেশ। তবে বাঁইচা গেছেন। জীবিত থাকলে জিগাইতাম মহাশ্বেতা দেবী আপনের কয় বিঘা জমির পাকা ধানে মই দিসে যে আপনের ইন্টালেকচুয়াল পুত্তুর তারে লইয়া প্যাচাল পাড়তাসে? জন্মের সময় এমন পোলারে নুন দিয়ে মাইরা ফেলেন নাই ক্যান?

আবার এই ভানুই যখন জানতে পারেন এইচ এম ভি নতুন কমেডিয়ান সুশীল চক্রবর্তীকে ভাগিয়ে দিয়েছে, বলেছে ভানু ছাড়া কারও রেকর্ড করবে না, তখন তিনিই ফোন করে শর্ত রাখেন। সুশীলের রেকর্ড করলেই আমি রেকর্ড করুম। নয়তো গুডবাই। এইচ এম ভি মেনে নিতে বাধ্য হয় তার কথা।

আমরা দুর্ভাগা এখনও আশিতে আসিও না, মাসিমা মালপোয়া খামু, ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্টেন্ট কিংবা ওরা থাকে ওধারে-র ওদের আর ঢুকতেই দিমু না। কিংবা কমেডি স্কিটে ইনি আর গীতা দে-র সেই সব অসামান্য নাটকের বাইরেও যে এক সিরিয়াস ভানু আছে, তা আমরা মানতে নারাজ। কমেডিয়ানদের সমস্যা হয়তো এটাই। কেউ মানতেই চায় না কমেডি ইজ এ সিরিয়াস বিজনেস। সেই সৌমিত্রবাবুর গল্পটা মনে পড়ে। তখন আর্টিস্ট ফোরাম আর শিল্পী সংসদ নিয়ে চরম দোলাচল। ভানু এসেছেন সৌমিত্রবাবুর সঙ্গে আলোচনায়। গাড়িতে বসে কথা হচ্ছে। এমনসময় প্রায় ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে এক ফাজিল জিজ্ঞেস করলে, কেমন আছেন ভানুবাবু?। ভানু একটু বিরক্ত। বললেন,আগে যেমন ছিলাম বলে আবার আলোচনা শুরু করলেন। সে থামবার পাত্র নয় । রস করে বললে আগে কেমন ছিলেন সেটাও ত জানি না। ভানু এবার চার অক্ষরের এক গালি দিয়ে বললেন,সেটা যদি নাই জানো, এখন কেমন আছি জাইন্যা কি করবা? মাত্র ১২ বছর বয়সেই বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন ভানু। বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত ও বিপ্লবী অনন্ত সিংহকে গুরু মানতেন। তাঁদের কাছেই সংগ্রামের প্রথম পাঠ । এক জায়গা থেকে অন্য এক জায়গায় রিভলভার পাচারও করেছেন বহুবার। সত্যেন বসুর প্রিয় ছাত্র এই মানুষটি তরুণকুমারকে একবার দেখা করাতে নিয়ে গেছিলেন বিজ্ঞানীর সঙ্গে। সে গল্প কে না জানে? অবশ্য তাঁর কাছে তিনি ভানু নন। সাম্যময়। বাংলা সিনেমায় বাঙাল বা পূর্ব বঙ্গের কমেডিকে প্রায় একার কাঁধে বয়েছেন এককালে। ঠিক যেমন আশিতে আসিও না ছবিতে নায়িকা রুমাকে বয়েছেন। হেসে বলতেন, ছিলাম বাঁড়ুজ্যে, হলাম ভাঁড়ুজ্যে। ভ্রান্তিবিলাস ছবিতে যে আসাধারণ অভিনয় করেছিলেন ভানু তা আজও সবার মনে রয়েছে। ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্টেন্টে ছবির কথা আজও কেউ ভুলতে পারবে না। এখন 'মাসিমা মালপো খামু' ব্যঙ্গ প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

আরজিকর ঘটনার প্রতিবাদে জেলা জুড়ে কর্মসূচী তৃণমূল ছাত্র পরিষদের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩০ আগস্ট ঃ আরজিকরের নৃশংস ঘটনার কেটেছে বেশ কয়েকদিন, আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল গোটা দেশ ও রাজ্য। চলছে দফায় দফায় প্রতিবাদ। রাস্তায় নেমেছে আইনজীবী মহল থেকে শুরু করে ছাত্র সমাজ থেকে, সাধারণ মানুষ সহ সকল রাজনৈতিক দলও। বিশেষ করে আরজিকরের নৃশংস ঘটনায় লাগাতার প্রতিবাদ করে যাচ্ছে রাজ্যের মহিলারা। কখনো মোমবাতি জ্বালিয়ে কখনো প্রদীপ জ্বালিয়ে ডাক্তারি পড়ুয়ার আত্মার শান্তি কামনা করছেন, পাশাপাশি দোষীর ফাঁসির দাবি করছে। এমতাবস্থায় গত কয়েকদিন আগে আরজিকর কাণ্ডের দোষীদের ফাঁসির দাবি এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে নবান্ন অভিযান করেছিল ছাত্র সমাজ। যদিও রাজ্যের পুলিশ এই অভিযানকে সামাল দেয়, তার জন্য আহত হতে হয় একাধিক পুলিশ আধিকারিককে। আর এই ঘটনার পর দিনেই তৃণমূল ছাত্রপরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে নবান্ন অভিযান নিয়ে তৃণমূলের দাবি বিজেপি ছাত্র সমাজকে নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে, দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। আর জি করের ঘটনা নিয়ে প্রথম থেকেই সোচ্চার হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন দোষীদের অবিলম্বে ফাঁসির সাজা হোক। আর টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দেয় গোটা রাজ্য জুড়ে একই ইস্যুতে প্রতিবাদে নামতে। পাশাপাশি দলের তরফে একগুচ্ছ কর্মসূচীও গ্রহন করা হয়েছে বলেও জানা যায়। শুক্রবার রাজ্য জুড়ে তারই প্রথম কর্মসূচীতে নামলো তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। শুক্রবার দুপুরে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজের পাশাপাশি নদীয়ার শান্তিপুর, নবদ্বীপ সহ বিভিন্ন কলেজের গেটের সামনে আরজিকর কান্ডের দোষীদের ফাঁসির সাজা চেয়ে অবস্থান-বিক্ষোভে বসে ছাত্র-ছাত্রীরা। শান্তিপুরে এই কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন রাজ্য আই এন টিটি ইউসি নেতা সনৎ চক্রবর্তী সহ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একাধিক ছাত্রনেতা। একই ভাবে এদিন নবদ্বীপ শহরের রাধাবাজার এলাকা থেকে নবদ্বীপ শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে এক প্রতিবাদী মিছিল আয়োজন করে, মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ ঘুরে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে এসে শেষ হয় আর সেখানেই বসে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করে তারা। নবদ্বীপের এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা, ছিলেন পৌর পতি বিমান কৃষ্ণ সাহা সহ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিভিন্ন নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থক। প্রতিবাদ বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাবি করে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্র-ছাত্রীরা আরজিকরের নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নেমেছে। বিজেপি যে নোংরা রাজনীতি করার চেষ্টা করছে তা এ রাজ্যের মানুষ বুঝে গেছে অনেক আগেই। সিবিআই এর হাতে তদন্তভার রয়েছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই তদন্তর কুলকিনারা খুঁজে বের করতে পারছে না সিবিআই। তাহলে কি দোষীকে আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে, আমরা সিবিআইয়ের প্রতি আস্থা রাখতে পারছি না। রাজ্য পুলিশ যখন ২৪ ঘন্টা যেতে না যেতেই দোষীকে গ্রেফতার করে, সেখানে তদন্ত নিয়ে কেন এত গাজওয়ারি করছে সিবিআই, সেই প্রশ্ন আমাদের কাছে। আর বিজেপি যে আংদোলনের কথা বলছে যে প্রতিবাদ করছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে আঙ্গুল তোলার আগে বিজেপিকে ভেবে নিতে হবে তাদের জন্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদ যথেষ্ট।

ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ আগস্ট ঃ ব্রাউন সুগার সেবনের অভিযোগে সিভিক ভলান্টিয়ারকে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেফতার করল জলপাইগুড়ির বানারহাট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম কিশোর রায়। কিশোর বানারহাট থানারই সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিল। তার কাছ থেকে দেড় গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। জেলা পুলিশের দাবি, ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। যে কারণে তাকে ডিউটি থেকে বসিয়েও দেওয়া হয়েছিল।

e-Tender Notice

The undersigned hereby inviting e-tender vide ref.no.-113/JGP/NIT/15TH CFC/2024-25, Dt. 29.08.2024, 114/JGP/NIT/15TH CFC/2024-25 & 116/JGP/NIT/15TH CFC/2024-25 dt-30/08/2024 from prospective bidders from 30/08/2024, 18.00 IST. For details visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-Prodhan
Jahannagarh G.P.

Office of The Baragram Gram Panchayat
At+PO-Baragram, PS-Joypur, Dist-Purulia
Notice Inviting e-Tender

Pradhan, Baragram G.P. has invited NIT-01,02,03,04,05/24-25 of 24 nos. schemes under 15th FC on 29/08/24.For details contact Baragram GP Office.

Sd/- Pradhan
Baragram GP

Office of the Pradhan, Haturia-II Gram Panchayat
Under Bagnan-I Development Block, Dist:-Howrah
Notice Inviting E-Tender

1) NIT No:-058/HAT-II/E-TENDER/15 TH CFC (untied & tied)/2024-25 Sl No:-01,02,03 Dated:-30/08/2024. Bid Submission date:-31/08/2024 to 10:30 AM and End of Bid Submission:-07/09/2024 at 05:00 PM. Date of Opening Technical Bid:- 10/09/2024 at 11.00 PM. And The Details tender notice along with Tender Documents and others Forms is available at http://wbtenders.gov.in

Sd/-Pradhan
Haturia-II Gram Panchayat

ই-টেণ্ডার নং. জিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি-০২২০২৪-এমএলজির জন্যে সংশোধনী

পূর্বে প্রচারিত অনুসারে ই-টেণ্ডার নোটিস, নং. জিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি-০২২০২৪-এমএলজি তারিখঃ ১৬-০৮-২০২৪ এর যোগে উপ মুখ্য অভিযন্তা/ট্র্যাক মালিগাওঁ এর ই-টেণ্ডার নং. জিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি-০২২০২৪-এমএলজিতে উল্লেখিত টেণ্ডার প্র-পত্রে কাজের নামের জন্যে এত দ্বারা নিম্নলিখিত সংশোধনী করা হয়েছে।

এখন এইরকম পড়তে হবেঃ কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লুপ লাইনে এসইজে সহিত রেলের ইউএসএফডি পরীক্ষণ। টেণ্ডার রাশিঃ ৪২,৪২,১৫০.৭৩ টাকা। বায়না রাশিঃ ৮৪,৯০০/- টাকা।

অন্যান্য সকলো শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।
উপ মুখ্য অভিযন্তা/ট্র্যাক, মালিগাওঁ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e-Tender Notice

The Prodhan Faridpur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for NIeT No. 02/FGP/15TH FC/2024-25 (3rd Call), Memo No. 280/EN/2024, Dated- 28/08/2024. Last date of Bid submission 05/09/2024 upto 02:00PM. For details please visit **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan Faridpur G.P.
Jalangi Block,Murshidabad

Office of the
CHINGHANI GRAM PANCHAYAT
CHAULYABAID :: CHHAGULIA
Corrigendum Notice for NIeT No: 05/2024-2025(2 nd Call)
Corrigendum Notice for NIeT No: 06/2024-2025(2 nd Call)

(For viewing Tender:- www.wbtenders.gov.in)

All the bidders are hereby informed that (1) NIeT-05/15 th FC TIED FUND/2024-2025(2 nd Call), Sl. No.-1, Dated-14.08.2024 and (2) NIeT-06/SBMG-FUND/2024-2025 (2 nd Call), Sl. No.-2, Dated-14.08.2024 were cancelled due to successful Bidders not found. So aforesaid two NIeT are hereby cancelled. Next Call of all these works will be published as early as possible.

Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

Government of West Bengal
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER SNIT No.:- WBIW/EE/MED/SNIT-09/2024-25
[Sl. No.-1 to 2]

Short Tenders notice are hereby invited by the Executive Engineer, Mahananda Embankment Division from the eligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential for execution of 2 (Two) Nos. work. Last date & time of application for Tender Form on 03.09.2024 up to 13.00 Hours. Details may be seen at the website : www.wbiwd.gov.in

Sd/-
Executive Engineer
Mahananda Embankment Division
Green Park, Malda

Office of The Chharra-Dumdumi Gram Panchayet
Under Purulia-II Development Block
PO: Chharra, PS: Purulia(M), Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No. 6/2024-25/CDGP dated-30/08/2024

e-Tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document: 31/08/2024 to 07/09/2024. ii) Last date of submission of tender documents: on or before 07/09/2024 up to 04.00 PM. iii) Date of opening of technical bid: on 09/09/2024 (at 4.00 PM onwards). For further details please contact with the Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet.

Sd/- Pradhan
Chharra-Dumdumi Gram Panchayet

NIT-11/MGP/2024-25 & NIT-12/MGP/2024-25
Pradhan, Medinipur Gram Panchayat

Invites E-Tenders of 02 nos Construction works in Medinipur GP area within 10/09/2024. Details of which are available at the Notice Board of Medinipur Gram Panchayat, P.O.-Medinipurgram, Dist.-Bankura.

Sd/-Pradhan
Medinipur Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Block Development officer, Haripal Development Block, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for Eight (08) nos. works vide E-NIT No: -12/B.D.O/HPL/2024-2025 (2nd Call), Date:- 30/08/2024. For more information visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

JANAI GRAM PANCHAYAT
Vill-Janai PO-Janai Dist-Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of Janai Gram Panchayat under Chanditala-II Dev block, janai, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work Sl no 1 :- 1ST CALL NIT no-327/JGP dt 28.08.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_741207_1 Publish Date- 29.08.2024 10.00 AM; Name of The Work- Estimate of Horizontal Filter Chamber (20 nos) for Janai IMIS Village(SBM G PART); Fund - SBM(G); Estimated Amount-Rs.14,06,860.00 Completion Time-30 days. Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:-11.09.2024, 11.30 AM, DATE of opening technical & Financial BID 13.09.2024 11.30 AM For details visit website https://wbtenders.gov.in
Sl no 2: 1ST CALL NIT no-328/JGP dt 28.08.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_741241_1 Publish Date- 29.08.2024 10.00AM; Name of The Work- Estimate of Horizontal Filter Chamber (5 nos) for Jagannathbati IMIS Village (SBM G PART); Fund - SBM(G); Estimated Amount-Rs. 3,51,715.00,
Sl no 3:- 1ST CALL NIT no-329/JGP dt 28.08.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_741266_1 Publish Date- 29.08.2024 10.00 AM; Name of The Work- Estimate of Horizontal Filter Chamber (9 nos) for Janai IMIS Village (15th FC PART) FUND:- 15th FC; Estimated Amount-Rs. 6,33,087.00
Sl no 4:- 1ST CALL NIT no-330/JGP dt 28.08.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_741283_1 Publish Date- 29.08.2024 10.00AM; Name of The Work- Estimate of Horizontal Filter Chamber (2 nos) for Jagannathbati IMIS Village (15th FC PART)) FUND:- 15th FC; Estimated Amount-Rs. 1,40,686.00 Completion Time-30 days.Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:-04.09.2024, 11.30 AM, DATE of opening technical & Financial BID 06.09.2024 11.30 AM For details visit website https://wbtenders.gov.in

PUBLIC NOTICE

This is hereby notified that I, **SHRI SUJAY KUMAR GHOSH** S/o. Late Kartick Chandra Ghosh, residing at Bhdreswar Station Road, Ghungirkhal, P.O. Saradapally, P.S. Bhadreswar, Dist.- Hooghly, PIN- 712124, being the owner of the schedule land property, do hereby state that I have **SOLD** the below mentioned through my Constituted ATTORNEY namely SRI SUGRIB YADAV vide registered Power of Attorney dated 02/02/2021 registered at ADSR, Chandannagar and recorded in Book No. IV, Volume No. 0604-2021, Pages from 1283 to 1295, being no. 060400042 for the year 2021 TO the **BUYER** namely **SMT. RIYA KUMARI**, W/o. Sri Santosh Kumar Pandey, residing at 199, B.M. Road, Champdani, P.O.- Baidyabati, P.S.- Bhadreswar, Dist,- Hooghly, PIN- **712222 registered at ADSR, Chandannagar and recorded in Book No. I, Volume No. 0604-2023, Pages No. 54507 to 54523, being no. 060402529 for the year 2023.**

SCHEDULE OF PROPERTY

ALL THAT a piece and parcel of landed property mentioned in the recorded of right as **Shali Land** measuring more or less than **1 Katha** (out of 2.2900 Acre) comprised in **R.S. Khatian Khatian No. 123** under **L.R. Khatian No. 966/1,** corresponding to **R.S. Dag No. 2029** under **L.R. Dag No. 2251**, lying in **Mouza- Khurigachi,** Sheet No.4, J.L. No. 20 within the ambit of Champdani Municipality, in Ward No. 13, Khurigachi Road, P.S. Bhdreswar, Dist.- Hooghly under jurisdiction of Additional District Sub-Registry Office at Chandannagar, Butted and Bounded by;

North: Rest Property of R.S. Dag No. 2029
South: Rest Property of R.S. Dag No 2029
East: L.R. Dag No. 4301
West: 10 Feet Wide Common Passage

বিজ্ঞপ্তি

বীরভূম জেলার ইলামবাজার খানার অন্তর্গত নাচন সাহা গ্রাম নিবাসী হাল সাকিম বোলপুর মধ্যে বাঁধগোড়া পোঃ+ থানা- বোলপুর জেলা বীরভূম ১) নীহার কনা ঘোষ স্বামী স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ ঘোষ, ২) সঙ্গীতা ঘোষ, ৩) শ্রী সৌরভ ঘোষ উভয়ের পিতা স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ ঘোষ গত ইংরাজীর ০৬.১২.২০১০ তারিখে বোলপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV- ১২০ নম্বর একটি আমমোক্তার নামা দলিল মূলে ইলামবাজার থানার অন্তর্গত নাচন সাহা গ্রাম নিবাসী শ্রী জগন্নাথ ঘোষ পিতা স্বর্গীয় বিশ্বনাথ ঘোষ মহাশয় কে বোলপুর থানার অন্তর্গত কেশবপুর মৌজায় (জে এল নম্বর ১৪) এল আর ৩২৭ / ১ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৭ দাগের ০.২৫০০ অংশে ০.১৪ একর তন্মধ্যে বিক্রীত পরিমান ০.০৯ একর এল আর ৭/ ১৪৯৮ দাগের ০.২৫০০ অংশে ০.১২ একর তন্মধ্যে বিক্রীত পরিমান ০.০৩২৫ একর এল আর ৭ / ১৪৫৪ দাগের ষোলো আনা ০.৯০ একর তন্মধ্যে বিক্রীত পরিমান ০.৪০ একর সম্পত্তিতে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত ২০১০ সালের IV- ১২০ নম্বর আমমোক্তার দলিল বলে আমমোক্তার জগন্নাথ ঘোষ উপরোল্লিখিত আমমোক্তার দাতা গণের পক্ষে ব-কলমে স্বাক্ষর করিয়া গত ইংরাজী ০৭.০৫.২০২৪ তারিখে বোলপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৯৪৭ নম্বর এক খণ্ড খোস কোবালা দলিল মূলে বোলপুর থানার কাশীপুর গ্রাম নিবাসী সফিক সেখ পিতা রফিক সেখ কে বোলপুর থানার কেশবপুর মৌজায় জে এল নম্বর ১৪ এল, আর ৩২৭ / ১ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৭ দাগের ০.০৯ একর এল আর ৭ / ১৪৯৮ দাগের ০.০৩২৫ একর এল. আর ৭ / ১৪৫৪ দাগের ০.৪০ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন উপরোল্লিখিত আমমোক্তার নামা দলিল বা উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে উপরোল্লিখিত খোস কোবালা দলিল রেজিস্ট্রি হওয়ার বিরুদ্ধে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ৩০ দিনের মধ্যে তাহারা যথা যত আইনি পদক্ষেপ গ্রহন করিতে পারেন। অন্যথায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ৩০ দিনের পর সফিক সেখ নিজ নামে তাহার খরিদা উপরোল্লিখিত সম্পত্তি মিউটেশনের দরখাস্ত করিলে ভবিষ্যতে কাহারো কোনো আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

নমাস্কারান্তে
প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, অ্যাডভোকেট, বোলপুর কোর্ট

GOVT. of WEST BENGAL
Notice Inviting Tender No: 01 of 2024- 25 of A.E (A-I), Chanchal (A-I) Sub-Division, Chanchal, Malda.

Separate Sealed Tender are hereby invited by the Assistant Engineer (A-I) Chanchal (A-I) Sub-Division from bonafied working contractors having sufficient credential in this department are eligible for the following works. Different types of Maintenance and Repairing works at different sites and installation of Submersible Electro Motor Pumping set in Existing HDTW/DTW/Etc. in existing tube well. **Last Date of Application : 04.09.2023 up to 14:00** hours Details may be had from the office.

Sd/- Assistant Engineer (A-I)
Chanchal(A-I) Sub-Division,
Chanchal, Malda

Office of The Chharra-Dumdumi Gram Panchayet
Under Purulia-II Development Block
PO: Chharra, PS: Purulia(M), Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No. 5/2024-25/CDGP dated-29/08/2024

e-Tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document: 30/08/2024 to 06/09/2024. ii) Last date of submission of tender documents: on or before 06/09/2024 up to 04.00 PM. iii) Date of opening of technical bid: on 09/09/2024 (at 11.00 AM onwards). For further details please contact with the Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet.

Sd/- Pradhan
Chharra-Dumdumi Gram Panchayet

REQUIREMENTS

Natural Petrochemicals Private Limited having the Unsaturated Polyester Resins Plant, working for fortune 500 Company. Have Requirement for followings at Plant in Kutch (Gujarat), Nearest Railway Station GANDHIDHAM:

1. Plant Operators - Qualification - AOCP or BSC (Fresh and having 2 to 3 year experience)
2. Electricians / Maintenance - Qualification - ITI (Fresh and having 2 to 3 year experience)
3. HR Assistant

Interested candidate send CV to : - **hr.natural@asiagroup.in**

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice

Memo No.:1909/WS/SD Dated: 30/08/2024

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT11/8e/24 and Tender Id No-2024_MAD_741513_1 to 4** for supply of pipe, strainer, & etc. for sinking of tube well at w-1 & 2 under 15th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **18/09/2024 at 15:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website-**https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

রেফারেন্স নং. সি/১০৫/এপি/ইউসি-ইউডি/পিটি. XI তারিখঃ ২৮-০৮-২০২৪

আগামী ০৫-০৯-২০২৪ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায় "যেখানে যেমনভাবে আছে" শর্তের আধারে ফালাকাটা গুডস কার্যালয়ে রাখা ইউসি/ইউডি ক্রিভকো সারের সর্বমোট ৭৬৫০ কিলোগ্রাম (আনুমানিক) ১৭০ টি ব্যাগের (৪৫ কেজি/ব্যাগ) জন্যে সর্বজনীন নিলাম আয়োজিত করার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেইজন্যে আগামী ০৫-০৯-২০২৪ তারিখে ১০.০০ ঘন্টার ভেতরে সমস্ত ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ নিশ্চিতভাবে বায়না রাশিঃ ১০০০/- টাকা কেবল (এক হাজার) জমা করতে হবে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.nfr.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED
CIN: L51909WB2016PLC215739
Regd. Office : Daga Complex, Sulati Jaladhulagori, Sankrail, Howrah, West Bengal, India, 711302
Contact No.: + 91 81008 62015
Email: investors@silkflexindia.in ; Website: www.silkflexindia.in

বুক বন্ধের বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানি 'সিল্কফ্লেক্স পলিমারস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড' ('কোম্পানি') (CIN:L51909WB2016PLC215739) এর সদস্যদের ৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৬ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, ২০২৪ বিকাল ০৪.০০ IST ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যম (OAVM) এর মাধ্যমে, এমসিএ জেনারেল সার্কুলার নং ১০ / ২০২২ অনুসারে ৩০ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের AGM-এর নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসাগুলিকে লেনদেন করতে ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে SEBI সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/PoD-2/ P/ CIR/ 2023/ 4 তারিখ ০৫ জানুয়ারী, ২০২৩ এর সাথে পড়ুন।

২০২৩-২০২৪ FY-এর AGM এবং বার্ষিক রিপোর্টের নোটিশ সমস্ত যোগ্য সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (DPs) / কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার এবং কোম্পানির ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে নিবন্ধিত এবং এর প্রকৃত কপি এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন আলাদাভাবে কোনো শেয়ারহোল্ডারকে পাঠানো হবে না। এটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.silkflexindia.in-এও উপলব্ধ।

AGM-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসাগুলি ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে যাতে যোগ্য সদস্যরা তাদের ভোট ইলেকট্রনিকভাবে দিতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কোম্পানি দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL) এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে এবং কোম্পানির যোগ্য সদস্যদের এজিএম চলাকালীন ই- ভোটিং সুবিধা। AGM-এর বিজ্ঞপ্তি NDSL-এর ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.silkflexindia.in-এ প্রকাশিত হয়েছে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। যার বিশদ বিবরণ কোম্পানির সভার বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। তদনুসারে, শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির ৮ তম এজিএমে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতে এবং অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করার জন্য কোনও বিধান করা হয়নি। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসি / ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে যোগদানকারী সদস্যদের গণনা করা হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে সেখানে প্রণীত নিয়মাবলী এবং SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২-এর সাথে পড়ুন, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই শুক্রবার, ২০ তারিখ থেকে বন্ধ থাকবে। সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এর ২৬ তম দিন (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) ৮ তম এজিএমের উদ্দেশ্যে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর অধীনে প্রয়োজনীয় বিবরণ কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪, SEBI-এর রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ২০১৫-এর বিধি ২০ সহ পড়া হয়েছে নীচেঃ

১. এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সাধারণ এবং বিশেষ ব্যবসাগুলি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে, যা বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিত আছে
২. ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালের ১৯ তম দিন
৩. কোম্পানির দূরবর্তী ই-ভোটিং সোমবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ শুরু হবে ১০.০০ IST থেকে এবং শেষ হবে, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বুধবার বিকেল ০৫.০০ IST এ। পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে দূরবর্তী ই- ভোটিং অনুমোদিত হবে না। সদস্যরা একবার ভোট দিলে তা তাদের দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে না
৪. একজন ব্যক্তি, যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালের ১৯ তারিখে, শুধুমাত্র এই সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং
৫. একজন ব্যক্তি, যিনি শেয়ারগুলি অধিগ্রহণ করেন এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণের পরে কোম্পানির একজন শেয়ারহোল্ডার হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সালের ১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার শেয়ার ধারণ করেন, তিনি পাওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন সভার বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড যা কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং NSDL ওয়েবসাইটে উপলব্ধ। যদি শেয়ারহোল্ডার ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য NSDL-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন তবে তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার / তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন
৬. যে সদস্যরা AGM-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি এবং OAVM-এর মাধ্যমেও এজিএম-এ যোগ দিতে পারেন কিন্তু আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না
৭. কোম্পানি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া যাচাই-বাছাই করার জন্য মিসেস ইনসিয়া নালাওয়ালা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে নিযুক্ত করেছে

সদস্যদের নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যে MCA এবং SEBI সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি কোম্পানির সদস্যদের এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রকৃত কপি পাঠাবে না।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা কল করুনঃ ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা evoting@nsdl.com-এর সিনিয়র ম্যানেজার মিসেস পল্লবী মাত্রেকে একটি অনুরোধ পাঠান।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
জন্য,
সিল্কফ্লেক্স পলিমারস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
স্বা /- নিকিতা জয়সওয়াল
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৩১।০৮। ২০২৪

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE-III/13/6/24-25/BUSTEE (1St. Call) Name of work : **Renovation of Bustee Sanitary Latrine at 17/47, 16E/H/2, J.D. Lane, 7/53, G.S. Lane, 13/1 Canal Circular Road and different places in Ward No. 13**; Estimated cost : ₹ **3,99,633.00 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of Completion : **30 Days;**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/13/2/24-25 (1St. Call) Name of work : **Repair of road surface at 19A/7Gorapada Sarkar Lane and surrounding areas in Ward No. 13 to be disturbed by W/S Deptt.**; Estimated cost : ₹ **2,20,429.00 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **4,500.00**; Period of Completion : **30 Days;**

(3) NIT No. : KMC/EE-III/30/6/24-25/BUSTEE (1St. Call) Name of work : **Renovation of Bustee Sanitary Latrine at 34, U.C.B. Road, 4A, D.D.K Road, 1, A.B.B. Lane and different places in Ward No. 30**; Estimated cost : ₹ **3,99,627.00 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of Completion : **30 Days;**

(4) NIT No. : KMC/EE-III/13/4/24-25/BUSTEE (1St. Call) Name of work : **Repair of Bustee Sanitary Latrine at 7, 7/1, 2, 8/2 etc. G.D.G. Lane and different places in Ward No. 13**; Estimated cost : ₹ **3,49,785.00 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of Completion : **30 Days;**

(5) NIT No. : KMC/EE-III/13/5/24-25(1St. Call) Name of work : **Repair of road surface at 9/1, Canal East Road and surrounding areas in Ward No. 13 disturbed by W/S Deptt.**; Estimated cost : ₹ **4,78,881.00 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **9,600.00**; Period of Completion : **30 Days;**

(6) NIT No. : KMC/EE-III/032/02/24-25 (1St. Call) Name of work : **Repair sewer at 67 Maniktala Main Road, 4 Bagmari Road and surrounding area in Ward No. 032**; Estimated cost : ₹ **3,07,655.00 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **6,200.00**; Period of Completion : **45 Days;**

(7) NIT No. : KMC/EE-III/30/8/24-25/BUSTEE (1St. Call) Name of work : **Renovation of Bustee sewer line at 61/H/15 M.B. Lane, 224 M.M. Road, 36, Sitalatala Lane in Ward No. 30**; Estimated cost : ₹ **2,94,203.00 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **30 Days;**

(8) NIT No. : KMC/EE-III/32/6/24-25/BUSTEE (1St. Call) Name of work : **Improvement of Bustee Passage at 4 Basanti Colony in Ward No. 32**; Estimated cost : ₹ **2,96,704.00 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **30 Days;**

(9) NIT No. : KMC/EE-III/30/5/24-25 (1St. Call) Name of work : **Cleaning of Water Body at 108 N.N. Road in Ward No. 30 for Securing Compliance of Notice U/S 496A**; Estimated cost : ₹ **1,23,470.00 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **2,500.00**; Period of Completion : **30 Days;** Last date and time of submission of Bid : **10.09.2024 upto 12.00 noon (Sl, No. 1 to 9);** Date and Time of opening of Bid : **12.09.2024 after 12.00 noon (Sl, No. 1 to 9);** The bid forms and other details are available on and from **31.08.2024 (5 pm) (Sl, No. 1 to 9)** from the website **https://etender.wb.nic.in (Sl, No. 1 to 9).**

(10) NIT No. : KMC/EE-III/35/8/24-25 (1St. Call) Name of work : **Restoration of paver block passages and footpaths excavated by W/S Department and C.E.S.C at B/3/H/1/94 B.M. Road and different places in Ward No. 35**; Estimated cost : ₹ **4,25,419.00 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of Completion : **45 Days;**

(11) NIT No. : KMC/EE-III/014/15/24-25 (1St. Call) Name of work : **Repairing of IPS Footpath and resetting of kerb & channel at 38/1A/26, 38/H/18, M.M. Road (Bagmari Bazar), 24 H.N. Road and its surrounding areas in Ward No. 14**; Estimated cost : ₹ **4,33,855.00 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of Completion : **60 Days;**

(12) NIT No. : KMC/EE-III/014/17/24-25 (1St. Call) Name of work : **Restoration of Asphaltum Road surface at 16/1/1/H/23 B.B. Ghosh Sarani, 226/A Bagmari Road and its surrounding areas in Ward No. 14**; Estimated cost : ₹ **3,23,574.00 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of Completion : **90 Days;**

(13) NIT No. : KMC/EE-III/014/04/24-25 (1St. Call) Name of work : **Restoration of passages at 44 M.P. Road, 16/1/H/37, 16/1/H/10, B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No. 14 disturbed by C.E.S.C. and W.S. Deptt.**; Estimated cost : ₹ **3,90,491.00 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of Completion : **60 Days;**

(14) NIT No. : KMC/EE-III/014/B7/24-25 (1St. Call) Name of work : Improvement **of Bustee Passage at 34/1/14 M.P. Road, 16/1/H/40 B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No. 14**; Estimated cost : ₹ **1,96,287.00 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **40 Days;**

(15) NIT No. : KMC/EE-III/29/06/24-25 (1St. Call) Name of work : **Restoration of passage at P23, 3/4, 3/16 Narkeldanga Main Road, 23, 41/4 Narkeldanga North Road and other places in Ward No. 29 (disturbed by C.E.S.C. & W.S. Deptt.**; Estimated cost : ₹ **3,30,010.00 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **6,700.00**; Period of Completion : **45 Days;**

(16) NIT No. : KMC/EE-III/29/07/24-25 (1St. Call) Name of work : **Construction of Tap Water Platform at 28/3, Canal East Road, 15/1, 41/3, Narkeldanga North Road, 242/2, 247/6, Maniktala Main Road, 2, Motilal Sen Lane and other places in Ward No. 29**; Estimated cost : ₹ **2,49,052.00 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of Completion : **30 Days;**

(17) NIT No. : KMC/EE-III/014/B4/24-25 (1St. Call) Name of work : **Improvement of Bustee Passage at 41/D/92A, 41/D/110, 41/D/H/38 B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No. 14**; Estimated cost : ₹ **3,96,143.00 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of Completion : **60 Days;**

(18) NIT No. : KMC/EE-III/014/03/24-25 (1St. Call) Name of work : **Repairing of Passage at 42 B.B. Ghosh Sarani, 17 Satcowrie Mitra Lane, 225/169 Bagmari Road and its surrounding areas in Ward No. 14 disturbed by W.S. Deptt.**; Estimated cost : ₹ **2,29,747.00 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of Completion : **40 Days;** Last date and time of submission of Bid : **09.09.2024 upto 12.00 noon (Sl, No. 10 to 18);** Date and Time of opening of Tender : **11.09.2024 on or after 12.00 noon (Sl, No. 10 to 18);** The bid forms and other details are available on and from **30.08.2024 (5 pm) (Sl, No.10 to 18)** from the website **https://etender.wb.nic.in (Sl, No. 10 to 18).**

(19) NIT No. : KMC/EE-III/34/5/24-25/BUSTEE (1St. Call) Name of work : **Renovation of Bustee Sanitary Latrine at 4 Rashmoni Bazar Rd., 131 R.R. Mitra Rd., 9 B.M. Rd. and different location in Ward No. 34**; Estimated cost : ₹ **4,98,670.00 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **45 Days;** Last date and time of submission of Bid : **06.09.2024 upto 12.00 noon;** Date and Time of opening of Tender : **09.09.2024 after 12.00 noon;** The bid forms and other details are available on and from **30.08.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.XV/140/031/2024-2025/R Name of work : **Development of passage near Pr. No. X-7/1 Khaldhari Rd. in Ward No. 140 Br.-XV**; Estimated cost : ₹ **3,74,263.91 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **7,500.00**; Period of Completion : **60 Days;**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.XV/135/035/2024-2025/R Name of work : **Repairing & maintenance of sewerage system including providing few new catchpit, raising of M.H. & G.P. Cover etc. at Bye Lane of Mudialy Road, Rameshwarpur Road, Tikia Para etc. N/H/No. P-140/A/1, I-81, P-181, P-215 etc in Ward No. 135 Br.-XV**; Estimated cost : ₹ **2,89,664.86 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **5,800.00**; Period of Completion : **90 Days;**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.XV/137/008/2024-2025/R Name of work : **Development of drainage system with allied work at Molla Para Bustee N/H/No. S-132, S-134, S-136 etc. in Ward No. 137 Br.-XV**; Estimated cost : ₹ **4,04,673.73 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **8,100.00**; Period of Completion : **120 Days;**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.XV/136/029/2024-2025/R Name of work : **Repairing cement concrete passage with allied works at Fathepur 2nd Lane, Fathepur 1st Lane, Manasha Row etc. in Ward No. 136 Br.-XV**; Estimated cost : ₹ **2,97,192.85 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **90 Days;**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.XV/134/023/2024-2025/R/P&S Name of work : **Supplying and spreading of silver sand and deployment of labour at Suriname Ghat for Chhath Puja in Ward No. 134, under Br.-XV**; Estimated cost : ₹ **2,65,264.23 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **5,400.00**; Period of Completion : **60 Days;**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.XV/133/028/2024-2025/R/P&S Name of work : **Painting of Railing & repairing of pathway with allied works at Bostom Para, Kasmiri Para & Akshay Kanan Pond Side Parks in Ward No. 133, Br.-XV**; Estimated cost : ₹ **2,97,205.68 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **90 Days;** Last date and time of submission of Bid : **12.09.2024 - 11.00 a.m. (Sl. No. 1 to 6);** Date of opening of Tender : **14.09.2024 - 11.00 a.m. (Sl. No. 1 to 6);** The bid forms and other details are available on and from **03.09.2024 (5 pm) (Sl. No. 1 to 6)** from the website **https://etender.wb.nic.in (Sl. No. 1 to 6).**

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.XV/140/034/2024-2025/D Name of work : **Restoration works of passages (I.P./C.CON) in Satghara and Khaldhari Ln. and bye Ln. in Ward No. 140, Br.-XV**; Estimated cost : ₹ **4,45,298.02 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of Completion : **90 Days;** Last date and time of submission of Bid : **14.09.2024 - 11.00 a.m.;** Date of opening of Tender : **17.09.2024 - 11.00 a.m.;** The bid forms and other details are available on and from **05.09.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

(8) NIT No. : KMC/XV/138/025/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call) Name of work : **Renovation of drainage system with allied works at T278, Panchpara Road, T-166 Mitha Talab in Ward No. 138, Br.-XV under slum area**; Estimated cost : ₹ **1,80,419.98 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **3,700.00**; Period of Completion : **90 Days;**

(9) NIT No. : KMC/XV/136/018/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call) Name of work : **Renovation of surface drain with allied works at Fathepur 1st Lane N/H/No. O-15 etc. in Ward No. 136, Br.-XV under slum area**; Estimated cost : ₹ **1,92,233.85 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **90 Days;**

(10) NIT No. : KMC/XV/134/052/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call) Name of work : **Improvement of surface drain with allied works at Shahi Asthabol and other location, near premises No. F21/B, F26/A, G336 etc. in Ward No. 134, Br.-XV under slum area**; Estimated cost : ₹ **2,98,103.63 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **90 Days;**

(11) NIT No. : KMC/XV/134/042/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call) Name of work : **Improvement of passage with allied works at Matchiskol Slum area near Madrasa and other location in Ward No. 134, Br.-XV**; Estimated cost : ₹ **2,99,123.22 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **90 Days;**

(12) NIT No. : KMC/XV/134/036/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call) Name of work : **Improvement of surface drain with allied works at Fathepur Village Road and other location near premises No. J11/A, J2/3, F96 etc. in Ward No. 134, Br.-XV under slum area**; Estimated cost : ₹ **2,98,118.67 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **90 Days;**

(13) NIT No. : KMC/XV/133/036/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call) Name of work : **Improvement of surface drain with allied works at Sardar Para and other location near premises No. J159, J354, J337 etc. in Ward No. 133, Br.-XV under slum area**; Estimated cost : ₹ **2,97,948.28 (Including GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **90 Days;** Date of uploading of N.I.T & other documents (online): **03.09.2024 - 12.00 noon (Sl. No. 8 to 13)**; Documents download/sell start date (online): **03.09.2024 - 4 p.m. (Sl. No. 8 to 13);** Documents download/sell end date (online): **12.09.2024 - 4 p.m. (Sl. No. 8 to 13)**; Bid submission start date (online): **03.09.2024 - 4 p.m. (Sl. No. 8 to 13)**; Bid submission closing date (online): **12.09.2024 - 4 p.m. (Sl. No. 8 to 13)**; Bid opening date for Technical Proposals (online): **14.09.2024 - 4 p.m. (Sl. No. 8 to 13)**; The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in (Sl. No. 8 to 13).**

492/24-25

চাষবাস

ধানে বাড়তি ফলনের আশা চাষীদের

এক সময় প্রতিটি জেলার অনেক এলাকাতে জলের অভাবে চাষিরা বীজতলা তৈরি করতে পারেননি বলে জানিয়ে ছিলেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্যানেলগুলিতে জল ছাড়া নিয়ে ২৩ জুলাই বৈঠক হয়েছিল। ডিভিসির জলাধার গুলিতে কি পরিমাণে জল রয়েছে তার উপরেই নির্ভর করছে এবছর চাষের জন্য কতটা জল দেওয়া হবে। কিন্তু, পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হলে জেলায় কতটা জমিতে আমন ধান করা সম্ভব হবে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। শুধুমাত্র ক্যানেলের জলের ভরসায় চাষ হবে না বলে মনে করছিলেন চাষিরা। বেশি ধান চাষ হল এবার বাঁকুড়ার খাতড়া মহকুমায়। টানা বৃষ্টির পাশাপাশি মুকুটমণিপুর জলাধার থেকে সেচখালে জল ছাড়া হয়েছে। তারই ফলে একেবারে শেষ মুহূর্তে ঝোড়ো ব্যাটিং দেখা গেল ধান চারা রোপণের কাজে। ভারী বৃষ্টির অভাবে গত জুলাই মাস পর্যন্ত দক্ষিণ বাঁকুড়ার খাতড়া মহকুমা এলাকায় ধান চারা রোপণের কাজ থমকে গিয়েছিল। জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত খাতড়া মহকুমা এলাকায় মাত্র ২২৪ হেক্টর জমিতে ধান চারা রোপণের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু আগষ্ট মাসের প্রথম থেকেই টানা বৃষ্টির জেরে দক্ষিণ বাঁকুড়ার চাষিদের মুখে হাসি ফুটেছে।আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে খাতড়া মহকুমার আটটি ব্লকে প্রায় ৭৭ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চারা রোপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। আগস্টের শেষ সপ্তাহে 'রেকর্ড' সংখ্যক এক লক্ষ ১১ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে। যা গতবারের থেকে অনেক বেশি। কৃষি দপ্তরের দাবি, আরও ২-৩ দিন ধান চারা রোপনের কাজ চলবে। তাই ধান চাষের পরিমাণ আরও কিছুটা বাড়বে। গত তিন সপ্তাহে একেবারে ঝড়ের গতিতে খাতড়া মহকুমা এলাকায় ধান চারা রোপনের কাজ হয়েছে। ধান চাষে গতবারের লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে যাওয়ায় খুশি কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরাও। খাতড়া মহকুমা সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) শুভেন্দু হাজরা বলেন, ''জুলাই মাস পর্যন্ত খাতড়া মহকুমার ৮ টি ব্লকে ধান চারা রোপনের কাজ ঢিমেতালে হয়েছে। কিন্তু আগস্ট মাসে ছবিটা পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। ২৭ আগস্ট পর্যন্ত খাতড়া মহকুমায় আমন ও আউশ মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ ১১ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে। হয়নি গত বছর খাতড়া মহকুমায় প্রায় ৯৪ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত খাতড়া মহকুমায় গতবারের থেকেও বেশি জমিতে ধান চাষ হয়ে গিয়েছে। যা গতবারের লক্ষ্যমাত্রা থেকে বেশি। আরও কয়েকটা দিনে ধান চাষে জমির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে বলে আশাবাদী আমরা। কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, খাতড়া মহকুমায় এখনও পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষ ১১ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চারা রোপণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে রাইপুর ব্লকে ১৯,৯৪৫ হেক্টর, সিমলাপাল ব্লকে ১৭,৬৬০ হেক্টর, সারেঙ্গা ব্লকে ১১,৪৪৯ হেক্টর, তালডাংরা ব্লকে ১৭,৪২৫ হেক্টর, রানিবাঁধ ব্লকে ১১,০৫০ হেক্টর, হিড়বাঁধ ব্লকে ১০,৫১২ হেক্টর, খাতড়া ব্লকে ৯,০২৫ হেক্টর, ইন্দপুর ব্লকে ১৩, ৮৫০ হেক্টর জমিতে ইতিমধ্যে ধান চারা রোপণের কাজ হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ধান চাষ হয়েছে রাইপুর ব্লকে। অন্যদিকে, টানা বৃষ্টির জেরে মুকুটমণিপুরের কংসাবতী জলাধার থেকে সেচখালে জল ছাড়া অব্যাহত রয়েছে। এই জল চাষিদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। রাইপুরের চাষি মোহিত মণ্ডল, রানিবাঁধের রমেন দুলে বলেন, ''জমিতে ধান চারা রোপন করে দিয়েছি। এরপর বৃষ্টি কম হলেও ক্ষতি নেই। কংসাবতী জলাধার থেকে সেচখালে জল মিলছে। জলের এখন অভাব হবে না।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে করা মামলা

ওয়াশিংটন, ৩০ আগস্টঃ ব্যবসায়িক নথিপত্রে আর্থিক তথ্য গোপনের অভিযোগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে করা মামলা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালতে সরিয়ে নিতে চান তাঁর আইনজীবীরা। এ নিয়ে বৃহস্পতিবার একটি আবেদন করেছেন তাঁরা। ওই মামলায় ইতিমধ্যেই নিউইয়র্কের একটি আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এখন আদালতের ওই রায় খারিজের পথ খুঁজছেন তাঁর আইনজীবীরা। যুক্তরাষ্ট্রের আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির হয়ে লড়বেন ট্রাম্প। তথ্য গোপনের ওই মামলা নির্বাচনে দাঁড়ানোর একজন প্রার্থীর সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ন করছে বলে মনে করেন তাঁর আইনজীবীরা। ট্রাম্পের আইনজীবী টড ব্ল্যাঞ্চ ও এমিল বোভ ৬৪ পৃষ্ঠার আবেদনে বলেছেন, আদালতে যে বিচারিক কার্যক্রম চলছে, তা ট্রাম্পের সরাসরি ও অপূরণীয় ক্ষতি করে যাবে। গত মে মাসে তথ্য গোপনের দায়ে ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করেন নিউইয়র্কের একটি আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে আনা ৩৪টি অভিযোগের সব কটি প্রমাণিত হয়।

আদালতে বলা হয়, ২০০৬ সালে পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসের সঙ্গে তাঁর যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরে ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে এ বিষয়ে মুখ না খুলতে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে স্টর্মিকে ১ লাখ ৩০ হাজার ডলার ঘুষ দেওয়া হয়। তবে ব্যবসায়িক নথিপত্রে এ লেনদেনের তথ্য গোপন করা হয়েছিল।

মহিলাকে পাচারের চেষ্টা মুম্বইয়ে, ধৃত ২

ক্যানিং, ৩০ আগস্টঃ এক বছর তেইশের গৃহবধূকে কাজের লোভ দেখিয়ে ফুঁসলিয়ে মুম্বইয়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রির চেষ্টা করছিল এক যুগল। তবে ঘটনার খবর পেয়েই ক্যানিং থানার পুলিশের তৎপরতায় নিজের কোলের শিশু সহ উদ্ধার হয় ওই গৃহবধূ। বৃহস্পতিবার রাতেই ছত্তিসগড়ের বিলাশপুর স্টেশন থেকে উদ্ধার করে ক্যানিং থানার পুলিশ। শুক্রবার তাঁদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে ক্যানিংয়ে। অভিযুক্ত যুগলকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ওই স্বামীর সাথে সাংসারিক অশান্তি হওয়ার কারণে ক্যানিংয়ের উত্তর কড়াকাটি গ্রামে ওই গৃহবধূ বাপের বাড়িতেই থাকছিলেন। সেখানেই প্রতিবেশী নুরবানু গায়েন নামে এক মহিলা তাঁকে মুম্বইয়ে ভালো মাইনের কাজের লোভ দেখায়। ওই গৃহবধূও সেই কাজের লোভে নুরবানুর সাথে মুম্বইয়ে যেতে রাজি হয়ে যান। গত সোমবার রাতেই ওই গৃহবধূকে নিয়ে মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় অভিযুক্তরা। নুরবানুর সাথে তার এক পুরুষ সঙ্গী মিলে এই পাচারের কাজ করছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাওড়া থেকে ট্রেনে রওনা দেয় সকলে। এদিকে ওই গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে খুঁজে না পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ পুরো বিষয়টা জানতে পারে। উদ্ধার হয় অভিযুক্তদের ট্রেনের টিকিট। আর তা থেকেই পুলিশের কাছে বিষয়টা কিছুটা সহজ হয়ে যায়। ট্রেনের রানিং স্ট্যাটাস দেখে বুধবার দুপুরে ক্যানিং থানার পুলিশ যোগাযোগ করে বিলাশপুর জি আর পির সাথে। ট্রেনের নাম, নম্বর ও কোচ নম্বর জানাতেই রেলপুলিশ সাথে সাথেই বিলাশপুর স্টেশানে শিশু সহ ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে। আটক করে দুই অভিযুক্তকে। এদিকে ক্যানিং থানার পুলিশের একটি দল সাথে সাথে রওনা দেয় বিলাশপুরের উদ্দেশ্যে। বৃহস্পতিবার দুপুরে সেখানে পৌঁছে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

নাম পরিবর্তন

আমি Sekbatulla Mondal, Chhekabat Manda (পুরাতন নাম) পিতা Naim Mandal ঠিকানাBarachupria, Hanskhali, Nadia, W.B- 741502, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 30-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Chhekbat Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Chhekbat Mandal (নতুন নাম) ও Sekbatulla Mondal, Chhekabat Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Atul Sarkar (পুরাতন নাম) পিতা Prafulla Sarkar ঠিকানা Ulashi, Hanskhali, Nadia, W.B-741502, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 30-08-2024৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Atul Krishna Sarkar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Atul Krishna Sarkar (নতুন নাম) ও Atul Sarkar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Sagir Khan & Md Saghir Khan (পুরাতন নাম) পিতা Md Khalil, ঠিকানা- Holding No. 8, Bl No.1, Kankinara, P.O.- Bhatpara, Dist-North 24 Pgs, Pin-743126, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 30.08.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Sagir Khan (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Sagir Khan (নতুন নাম) এবং Sagir Khan & Md Saghir Khan (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Sanjukta Thakur Mistri / Sanjukta Mistri, W/o Prodip Kumar Thakur, R/o: ED-C-11/2, Karunamoyee Housing Estate, Sector-2, Salt Lake, Bidhannagar(M), Sech Bhawan North 24 Parganas, West Bengal, Kolkata-700091,shall henceforth be known as Sanjukta Mistri Thakur as declared before 1st Class Judicial Magistrate, Alipore court Vide affidavit No. 97018 dated 20.08.2024. Sanjukta Thakur Mistri, Sanjukta Mistri & Sanjukta Mistri Thakur both are same and identical person.

Name Change

I, SADIYA PARVIN W/O Tanveer Hussain Resident of 9 No, Block-B, 1st Floor, Muzaffar Ahmed Street, Park Street, Kolkata-700016 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name SADIYA PARVIN instead of SADIA PERWEN & SADIA PERWEEN, vide an affidavit sworn before the Ld. Chief Judicial Magistrate at Kolkata on 29/08/2024. SADIYA PARVIN, SADIA PERWEN and SADIA PERWEEN all are same and one identical person.

Name Change

I, Ashok Koley S/O- Nilkanta Koley resident of Jounpur, P.O.- Memari, P.S.- Memari, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, have changed my name and shall henceforth be known as 'ASOKE KOLEY' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 08/08/2024.That Ashok Koley and Asoke Koley both are same and one identical person.

Name Change

I, Manika Kejriwal W/o. Sharad Kejriwal Residing at Block 2C, Flat no 508 5th Floor, Avidipta Housing Complex, 401 Barakhola , Mukundapur, Dist - 24 pgs (S), Pin - 700099, W.B. India shall henceforth be known as Manika Das Kejriwal. I declare that Manika Das Kejriwal and Manika Kejriwal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-08-2024.

Name Change

I, ANOWAR UDDIN SEIKH, SON OF SK HASEN, RESIDING AT VILL-TAJPUR, PO-MAJNA, PS-CONTAI, EAST MEDINIPUR - 721433,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANOWAR UDDIN SK,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/08/2024.THAT ANOWAR UDDIN SEIKH AND ANOWAR UDDIN SK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,TANIMA BEGUM,WIFE OF ANOWAR UDDIN SK, RESIDING AT VILL-TAJPUR, PO-MAJNA, PS-CONTAI, EAST MEDINIPUR - 721433,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TANIMA BIBI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/08/2024.THAT TANIMA BEGUM AND TANIMA BIBI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,ANOWAR UDDIN SEIKH,SON OF SK HASEN,RESIDING AT VILL-TAJPUR,PO-MAJNA, PS-CONTAI, EAST MEDINIPUR - 721433,WEST BENGAL.DO HERE BY INFORMED THAT MY FATHER ACTUAL NAME SK HASEN WHICH WAS WRONGLY RECORDED IN MY PASSPORT AND SCHOOL CERTIFICATE AS SEIKH HASSIEN AND SK HASSIEN RESPECTIVELY,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK HASEN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/08/2024.THAT SEIKH HASSIEN AND SK HASSIEN ALSO SK HASEN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SEKH ASRAF ALI,SON OF SK JIYAD, RESIDING AT VILL & PO-RAJNAGAR,PS-MOHANPUR, WEST MEDINIPUR-721436,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASRAF ALI SK,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/08/2024.THAT SEKH ASRAF ALI AND ASRAF ALI SK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Soumitra Kumar Raha (old name) S/O Tapan Kumar Raha, Presently residing at 20 Purna Chandra Mitra Lane Tollygunge, P.O.-Tollygunge, P.S.- Charu Market, KOLKATA- 700033, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Soumitra Raha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/08/2024. Soumitra Raha (new name) and Soumitra Kumar Raha (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Swapan Naskar (old name) S/O Rabiram Naskar, Presently residing at VILL.- Jotgiri, Dist- HOWRAH, Pin-711114, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Swapan Kumar Naskar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/08/2024. Swapan Kumar Naskar (new name) and Swapan Naskar (old name) both are same identical person.

নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন, আটক দুই কিশোর, পলাতক দম্পতি

সাব্রুম, ৩০ আগস্ট ঃ বর্বরোচিত যৌন নির্যাতনের শিকার এক নাবালিকা। ঘটনা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম মহকুমার মনু বাজার থানার অন্তর্গত কালীবাজার এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। জানা গিয়েছে, কালীবাজারে আপন মাসির বাড়িতে মুহুরিপুর এলাকার নাবালিকা মেয়েটি বেড়াতে আসে। জুলাইয়ের ২৪ তারিখ রাতে ঐ নাবালিকা মেয়েটিকে মাটিতে ফেলে গলায় চেপে ধরে মেয়েটির গোপনাঙ্গে গরম জল ঢুকিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায় এক নাবালক কিশোর। আর এই ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই মনুবাজার থানার পুলিশ ছুটে গিয়ে নাবালিকা মেয়েটিকে কলাছড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক অবস্থা বেগতি দেখে সাথে সাথে মেয়েটিকে শান্তিরবাজারস্থিত দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে নাবালিকা চূড়ান্তভাবে অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মনু বাজার থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্তে নামে। শুক্রবার দুপুরে মনুবাজার থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ বিষ্ণুপদ ভৌমিক জানান, এই নাবালিকা মেয়েটিকে আপন মাসি সুপ্রিয়া ত্রিপুরা প্রথমে নাবালক ছেলেটির হাতে তুলে দেন শারীরিক সম্পর্ক করার জন্য। কিছুদিন পর আবারও মাসি অন্য আরেকটি নাবালক ছেলের হাতে তুলে দেন শারীরিক সম্পর্ক করার জন্য। গত মাসের ২৪ তারিখ ঐ নাবালিকা মেয়েটিকে আপন মাসি বেড়াতে আসতে বলেন। ঐদিন রাতে দ্বিতীয় নাবালক ছেলেটি খবর পেয়ে যায় নাবালিকা মেয়েটিকে মাসির বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। রাতে ওই বাড়িতে এসে ঘরে ঢুকে মেয়েটিকে গলা চেপে ধরে মাটিতে ফেলে গোপনাঙ্গে গরম জল ঢুকিয়ে দেয়।

বৃহস্পতিবার মনুবাজার থানার পুলিশ ওই দুই নাবালক ছেলেকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। আজ দুইজনকে সাব্রুম মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়। পুলিশ আরও জানিয়েছে, নির্যাতিতা নাবালিকা মেয়েটির মাসি সুপ্রিয়া ত্রিপুরা এবং মেসো সুকান্ত ত্রিপুরাকে এখনো গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

সামরিক বাহিনীর বড় অভিযান, নিহত ৫

পাকিস্তানের সংঘাতপ্রবণ বেলুচিস্তান প্রদেশে সামরিক বাহিনীর অভিযানে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন তিনজন। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এ অভিযান চালানো হচ্ছে। শুক্রবার আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এ কথা জানিয়েছে। গত রবিবার রাতে বেলুচিস্তানজুড়ে সিরিজ হামলা চালায় নিষিদ্ধ ঘোষিত বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মির (বিএলএ) অনেক যোদ্ধা। নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি বেসামরিক নাগরিকদেরও হামলার লক্ষ্যবস্তু করেন তাঁরা। ওই হামলায় নিরাপত্তা বাহিনীর ১৪ সদস্যসহ কমপক্ষে ৫০ জন নিহত হন। বিচ্ছিন্নতাবাদী যোদ্ধারা ওই দিন থানায় হামলা চালিয়ে অস্ত্র লুট করেন, রেললাইন উপড়ে ফেলেন এবং ৩৬টি গাড়িতে আগুন দেয়। এ সময় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে ২১ যোদ্ধা নিহত হন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে যাওয়া ২৩ পরিযায়ী শ্রমিকও আছেন। মুসাখেইল এলাকায় ট্রাক ও ভ্যান থেকে নামিয়ে পরিচয়পত্র দেখে তাঁদের একে একে হত্যা করা হয়েছিল। ওই হামলার ঘটনা উল্লেখ করে আইএসপিআরের বিবৃতিতে বলা হয়, ওই নৃশংস ঘটনার মূল হোতাদের দমনে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বৃহৎ পরিসরে অভিযানে পরিচালনা করছে নিরাপত্তা বাহিনীগুলো। বেলুচিস্তান পুলিশের মহাপরিদর্শককে বদলি এদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী যোদ্ধাদের ওই হামলার পর গত বুধবার বেলুচিস্তান পুলিশের মহাপরিদর্শক আবদুল খালিক শেখকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর জায়গায় মোয়াজ্জাম জাহ আনসারিকে বদলি করা হয়েছে। বেলুচিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী যোদ্ধাদের সিরিজ হামলার পর কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। গত মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি বলেন, 'দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের সামনে এগোতে হবে। এখানে দুর্বলতা দেখানোর কোনো সুযোগ নেই।' দুই ভাইসহ সেনা কর্মকর্তাকে অপহরণ পাকিস্তানের দেরা ইসমাইল খান জেলায় বাবার জানাজায় অংশ নেওয়া প্রবীণ এক সেনা কর্মকর্তাকে তাঁর দুই ভাইসহ অপহরণ করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার স্থানীয় একটি মসজিদ থেকে তাঁদের অপহরণ করা হয়। পরদিন বিষয়টি জানায় পুলিশ। ওই সেনা কর্মকর্তার অপহৃত হওয়া দুই ভাইয়ের একজন রাওয়ালপিন্ডির ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সদর দপ্তরে কাজ করতেন আর অন্যজন জাতীয় তথ্যভান্ডার ও নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের কর্মী ছিলেন। জানা গেছে, বাবার জানাজায় অংশ নিতে গত মঙ্গলবার পৈতৃক বাড়িতে যান তিন ভাই। সেখানকার মসজিদে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের প্রতি সমবেদনা

জানাতে জড়ো হন। একপর্যায়ে কয়েক ব্যক্তি জোরপূর্বক তাঁদের মসজিদ থেকে তুলে নিয়ে যান। কুলাচি পুলিশ ঘটনার সত্যতা জানিয়েছেন।

তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি স্বীকার কিংবা অস্বীকার কোনোটিই করেনি। কোনো গোষ্ঠী ঘটনার দায় স্বীকার করেনি। আফগান সীমান্তবর্তী উপজাতি অধ্যুষিত দেরা ইসমাইল খেল এলাকাটি জঙ্গিদের নিরাপদ ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। সেখানে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের ওপর প্রায়ই হামলার ঘটনা ঘটে। এ জন্য তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানকে (টিটিপি) দায়ী করে আসছে সরকার।

হাফলঙে ধৃত সাত নাবালক মোটর সাইকেল চোর, উদ্ধার আটটি বাইক

হাফলং (অসম), ৩০ আগস্ট ঃ ডিমা হাসাও জেলায় মোটর সাইকেল এবং স্কুটার (স্কুটি) চুরির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে সাত নাবালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে মোটর সাইকেল এবং স্কুটার চুরির অভিযোগে জেলা সদর হাফলং থেকে সাত নাবালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল রাত থেকে আজ শুক্রবার সকাল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে পুলিশ হাফলং থেকে তাদের গ্রেফতার করেছে।

ডিমা হাসাও জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) ফারুক আহমেদ জানিয়েছেন ধৃত সাত নাবালকের হেফাজত থেকে চুরির আটটি মোটর সাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি জানান, ধৃত সাতজনের বয়স ১৫ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে।

তিনি বলেন গত কিছুদিন থেকে হাফলঙে মটর সাইকেল চোরির ঘটনা সংগঠিত হয়ে আসছিল।অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, বেশ কিছুদিন থেকে হাফলঙে মোটর সাইকেল এবং স্কুটি চুরির ঘটনা সংগঠিত হচ্ছিল। এ সব চুরির সঙ্গে এই সাতজনের নাবালক দল জড়িত।তিনি জানান, মোটর সাইকেল চোরের দলকে পাকড়াও করতে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে টিএসআই লক্ষ্মীধর শইকিয়ার নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী এক বিশেষ অভিযান চালিয়েছিল। অভিযান চলাকালীন হাফলং শহরে একটি মোটর সাইকেল চুরি করার সময় হাতেনাতে একজনকে ধরা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এএসপি ফারুক আহমেদ জানান, ইতিমধ্যে ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬১৩০২ নম্বর ধারায় ৬৫২০২৪ নম্বরে এক মামলা রুজু করা হয়েছে হাফলং থানায়। তবে মোটর সাইকেল চুরির দায়ে অভিযুক্ত এই সাত নাবালককে আজ শুক্রবার জুভেনাইল কোর্টে তোলা হয়েছে, জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফারুক আহমেদ।

বরপেটা রোড ও সরভোগ রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে ডাবল লাইন চালু করার জন্য ট্রেন পরিষেবা বাতিল, পথ পরিবর্তন ও সময় পুনর্নির্ধারণ

মালিগাঁও, ৩০ আগস্টঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙাইগাঁও-রঙিয়া-কামাখ্যা সেকশনে ট্রেন পরিচালনার দক্ষতা উন্নয়ন ও যান জট হ্রাস করতে সংশ্লিষ্ট সেকশনটির ডাবলিং সহ বিভিন্ন ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। এর সাথে সম্পর্কযুক্ত, রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত বরপেটা রোড ও সরভোগ রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে ডাবল লাইন চালু করার জন্য ৩১ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজ এবং ২ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত নন-ইন্টারলকিং কাজ সম্পাদন করা হবে। নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য নীচের বিবরণ অনুযায়ী ট্রেন পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হবেঃ

ট্রেন পরিষেবার বাতিলকরণঃ

১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৭৬৯১৫৭৭০ (আলিপুরদুয়ার জং.-মরিয়নি-আলিপুরদুয়ার জং.) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের চলাচল বাতিল থাকবে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৭৫৩১৫৭৫৪ (আলিপুরদুয়ার জং.-গুয়াহাটি-আলিপুরদুয়ার জং.) শিফুং এক্সপ্রেসের চলাচল বাতিল থাকবে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৮০৯(নিউ বঙাইগাঁও-গুয়াহাটি) প্যাসেঞ্জারের চলাচল বাতিল থাকবে। ২ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৮১০(গুয়াহাটি-নিউ বঙাইগাঁও) প্যাসেঞ্জারের চলাচল বাতিল থাকবে।

ট্রেনের পথ পরিবর্তনঃ

৩১ আগস্ট ও ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৫০৬ (আনন্দ বিহার-কামাখ্যা) নর্থইস্ট এক্সপ্রেসটি নিউ বঙাইগাঁও-গোয়ালপাড়া টাউন-কামাখ্যা হয়ে পথ পরিবর্তন করবে। একইভাবে, ৩১ আগস্ট, ১ ও ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৫০৫ (কামাখ্যা-আনন্দ বিহার) নর্থইস্ট এক্সপ্রেসটি কামাখ্যা-গোয়ালপাড়া টাউন-নিউ বঙাইগাঁও হয়ে পথ পরিবর্তন করবে। ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬৫৭ (দিল্লি-কামাখ্যা) ব্রহ্মপুত্র মেল নিউ বঙাইগাঁও-গোয়ালপাড়া টাউন-কামাখ্যা হয়ে পথ পরিবর্তন করবে। ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬২৫ (দেওঘর-আগরতলা) এক্সপ্রেস নিউ বঙাইগাঁও-গোয়ালপাড়া টাউন-কামাখ্যা হয়ে পথ পরিবর্তন করবে। ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৯০৪ (চণ্ডীগড়- ডিব্রুগড়) এক্সপ্রেস নিউ বঙাইগাঁও-গোয়ালপাড়া টাউন-কামাখ্যা হয়ে পথ পরিবর্তন করবে। ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ২০৫০৪ (নিউ দিল্লি- ডিব্রুগড়) রাজধানী এক্সপ্রেস নিউ বঙাইগাঁও-গোয়ালপাড়া টাউন-কামাখ্যা হয়ে পথ পরিবর্তন করবে। ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৪২৪১২৪২৩ (নিউ দিল্লি-ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি) রাজধানী এক্সপ্রেস যথাক্রমে নিউ বঙাইগাঁও-গোয়ালপাড়া টাউন- কামাখ্যা এবং কামাখ্যা-গোয়ালপাড়া টাউন-নিউ বঙাইগাঁও হয়ে পথ পরিবর্তন করবে। ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬৩১ (বাড়মের- গুয়াহাটি)এক্সপ্রেস নিউ বঙাইগাঁও-গোয়ালপাড়া টাউন-কামাখ্যা হয়ে পথ পরিবর্তন করবে। ৩১ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬৩৪ (গুয়াহাটি-বার্মার)এক্সপ্রেস কামাখ্যা-গোয়ালপাড়া টাউন-নিউ বঙাইগাঁও হয়ে পথ পরিবর্তন করবে। ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ২০৫০১ (আগরতলা-আনন্দ বিহার) তেজস এক্সপ্রেস কামাখ্যা-গোয়ালপাড়া টাউন-নিউ বঙাইগাঁও হয়ে পথ পরিবর্তন করবে। ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৫১০ (গুয়াহাটি- এসএমভিটি বাঙ্গালুরু) এক্সপ্রেস কামাখ্যা-গোয়ালপাড়া টাউন-নিউ বঙাইগাঁও হয়ে পথ পরিবর্তন করবে। ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৯৬০ (ডিব্রুগড়-হাওড়া)এক্সপ্রেস কামাখ্যা-গোয়ালপাড়া টাউন-নিউ বঙাইগাঁও হয়ে পথ পরিবর্তন করবে।

ট্রেনের সময় পুনর্নির্ধারণঃ

২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৯৬১ (হাওড়া-ডিব্রুগড়)কামরূপ এক্সপ্রেসটির হাওড়া থেকে রওনা দেওয়ার সময় থেকে ছয় (০৬)ঘণ্টার মধ্যে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ২০৫০৫ (ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি)রাজধানী এক্সপ্রেসটির ডিব্রুগড় স্টেশন থেকে রওনা দেওয়ার সময় থেকে তিন (০৩)ঘণ্টার মধ্যে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। যাত্রীদের তাদের যাত্রা শুরু করার আগে আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে উপলব্ধ ট্রেনের সময়সূচী এবং রুটের বিবরণ যাচাই করার জন্য অনুরোধকরাহচ্ছে।

দ্য ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড চ্যারিটি (ইমস্চ) এর উদ্যোগে ১৮ই আগস্ট ২০২৪ থেকে ২০ শে আগস্ট ২০২৪ অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত শ্রীকাকুলাম জেলার অধীন নন্দীভাদা গ্রামে ৪৪ তম বর্ষ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে অসহায় দারিদ্র সীমারেখার নীচে বসবাসকারী গ্রামের মহিলা,কিশোরীদের কর্ম নিশ্চয়তা, স্বনির্ভর প্রকল্পের তাঁত শিল্প, বেতশিল্প, পাট শিল্প, শিশুদের পুতুল শিল্পকলার উপর রুরাল এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন ট্রেনিং প্রোগ্রাম বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার ৩৬৭ জন মহিলা এবং কিশোরী অংশগ্রহণ করেন।

হরিয়ানায় বাসন্তীর পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ

বাসন্তী, ৩০ আগস্ট (হি. স.) বাসন্তী থেকে হরিয়ানায় কাজ করতে যাওয়া এক পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্থানীয়দের বিরুদ্ধে। মৃতের নাম সাবির মল্লিক(২৩)। হরিয়ানার বাড্ডা থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে বলে দাবি মৃতের পরিবারের সদস্যদের। তাঁদের আরও দাবি হরিয়ানায় গোমাংস খাওয়ার অপবাদ দিয়ে সাবিরকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। সাবিরের শ্যালক সুজাউদ্দিন সর্দারকেও থানায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে অবশ্য তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গত মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে। শুক্রবার দুপুরে সুজাউদ্দিন সাবিরের মৃতদেহ নিয়ে বাসন্তীর বল্লারটপ গ্রামে ফেরে। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ঘটনার যথাযথ তদন্ত ও দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা।এলাকায় কাজ না থাকায় প্রায় তিন বছর আগে সাবির শ্যালক সুজাউদ্দিন ও স্থানীয় কয়েকজন যুবকের সাথে হরিয়ানায় পাড়ি দেয়। সেখানে কাগজ কুড়ানোর কাজ করত সে। আচমকাই গত মঙ্গলবার তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিল সাবির। পরে পাশের এলাকার একটি নিকাশি খালের পাশ থেকে উদ্ধার হয় তাঁর রক্তাক্ত দেহ। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। সুজাউদ্দিন বলেন, ওই এলাকায় গোমাংস খাওয়া বারণ। সাবিরও সেই কারণে গোমাংস খেত না। কিন্তু ওই এলাকায় অসমের কিছু মানুষ থাকতো যারা গোমাংস খেত। তাঁরাই সাবিরকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। গোরক্ষা কমিটির লোকজন সাবিরকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে পিটিয়ে মেরেছে। পুলিশকে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি বলে অভিযোগ সুজাউদ্দিনের। এমনকি ময়নাতদন্তের রিপোর্টও মেলেনি। শুক্রবার সাবিরের দেহ নিয়ে বাসন্তীর বাড়িতে ফিরলে সেখানে যায় বাসন্তী থানার পুলিশ। সঠিক কি ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে তাঁরা। এই বিষয়ে হরিয়ানা সরকারের কাছ থেকে রিপোর্ট তলবের দাবি জানিয়েছেন বাসন্তী গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি শ্রীদাম মণ্ডল। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে স্থানীয় সাংসদ প্রতিমা মন্ডলকে জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও এই অভিযোগ জানানোর জন্য দলীযভাবে উচ্চ নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। কিভাবে এই ঘটনা ঘটল সে বিষয়ে যাতে হরিয়ানা সরকারের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয় সেই দাবি জানাচ্ছি। কারণ এই এলাকার বহু মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। এই ধরনের ঘটনার আসল কারণ না জানা গেলে তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন।

কদমতলার রাজনগর পঞ্চায়েতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মারপিট, আহত আট, থানায় অভিযোগ

কদমতলা, ৩০ আগস্ট ঃপঞ্চায়েতে শপথ গ্রহনের দিনে মারপিট। হামলায় আহত ৮জন। জেলা পরিষদের সদস্যাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করল বিজেপির। কদমতলা ব্লক এলাকার রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে। ওই পঞ্চায়েতের ১১টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৪, সিপিএম ২ ও বিজেপি ৫টি আসন দখল করে। কংগ্রেস সিপিএমের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় তারা পঞ্চায়েত পরিচালনার দায়িত্ব পাবে। শুক্রবার ছিল শপথ গ্রহনের দিন। শপথ গ্রহন শেষে ধুন্ধুমার কান্ড। তর্ক বিতর্কে হাতাহাতি মারপিটে রূপ নেয়। বিজেপি মন্ডল সভাপতি রাজা ধরের অভিযোগ এই ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত। এদিনই সিপিএম দা লাটি জড়ো করে রাখে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পাশে। শপথ গ্রহণ শেষ হতেই বিশৃঙ্খলা লেগে যায়। হাতাহাতিতে বিজেপি দলের ৮ জন কর্মী আক্রান্ত হয়েছে। তাদের অবস্থা গুরুতর দেখে কদমতলা হাসপাতাল থেকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। মন্ডল সভাপতি রাজা ধর আরো অভিযোগ করেন বিজেপি দলের নির্বাচিত জেলা পরিষদের সদস্যার শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। এই ঘটনার জেরে কদমতলা থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তার এর দাবি জানানো হয়। বাম বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন, সিপিএম দলের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য জহরুল হক সহ মোট ৭ জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছে বিজেপি নেতৃত্ব।

শিল্পী ভাতা পান নি তাই ছাগল বিক্রি করে ঢাক সারাচ্ছেন ঢাকিরা

দুরন্ত বার্তা, হলদিবাড়ি, ৩০ আগস্ট ঃ পুজো আর বাকি কিছুদিন। তার পরেই মা নেমে আসবেন মর্ত্যে। মর্ত্যের মানুষ তাই মনে করেন। অথচ পুজো কমিটির কাছ থেকে এখনও মেলেনি কোনও বায়না। নাম ওঠেনি 'ভাতা'-র তালিকাতেও। অথচ পুজোর জন্য ঢাক সারাই করা দরকার এখনই। বাধ্য হয়ে কেউ ঋণ নিচ্ছেন কেউ বা আবার বিক্রি করতে হচ্ছে নিজের পোষ্য ছাগলকে। হলদিবাড়ি ব্যান্ড পার্টি বাজনা ইউনিয়নের সভাপতি আক্ষেপ, 'নেতা থেকে মন্ত্রী আমাদের কথা কেউই ভাবেন না। পুজোতে আমরা সকলকে আনন্দ দিলেও আমাদের পরিবারেই কোনও আনন্দ দিতে কেউই এগিয়ে আসেন না। দিন আনি দিন খাওয়া সংসার আমাদের। আমরা চাই, আমাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করুক সরকার।' হলদিবাড়ি ব্লকের পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের নগর সাহেবগঞ্জ এলাকায় রয়েছে ২৭টি ঢাকির পরিবার। উত্তরবঙ্গজুড়ে এই ঢাকিদের বিশেষ চাহিদা থাকলেও এখনও পুজো উদ্যোক্তারা তাঁদের অগ্রিম দেননি বলে দাবি। এলাকার এক প্রবীণ ঢাকি

জানান, 'তিনি ৩৭ বছর ধরে এই কাজ করছেন। অতীতে পুজো উদ্যোক্তারা আগে প্রতিমা, পুরোহিত ও ঢাকবাদকদের অগ্রিম দিত। এখন উল্টো। সব শেষে মেলে বরাত। কোনও সরকারি সাহায্যও নেই। বাধ্য হয়েই পোষা ছাগল বিক্রি করে টাকা জোগাড় করতে হচ্ছে।' একই কথা শোনা গেল এলাকার অন্য ঢাকিদের মুখেও। আরেক ঢাকির গলাতেও হতাশা, ' সরকারি অনুদানের জন্য আবেদন করেও তা মেলেনি। বছরভর কাজ থাকে না। সংসারে অভাব নিত্যসঙ্গী। প্রতিবেশীর কাছে টাকা ধার নিয়ে ফেটে যাওয়া ঢাক সারাই করছি।' বাঙালির কাছে পুজোর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে জড়িয়ে রয়েছে এই ঢাক। অথচ উৎসবের দিনগুলিতে মানুষকে আনন্দ দিলেও অভাবের কারণে নিজেদের জীবনে আনন্দ অধরাই এই সমস্ত ঢাকিদের। কি করবেন তারা ভেবে পাচ্ছেন না। তাই সরকারের কাছে বিনিত অনুরোধ করছেন যাতে তাদের সংসার চালানোর মতো অর্থ সরকারি সহায়তা হিসাবে পান।

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura

Notice Inviting E-Tender No.: 05/2024-2025(3 rd Call)
Notice Inviting E-Tender No.: 06/2024-2025(3 rd Call)

The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites eTender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors. Date of start of downloading documents from 30/08/2024 from 6.30 pm up to 07/09/2024 at 6.30 pm. Last date of submission of Bid(online) 07/09/2024 up to 06.30 pm. Date of opening of Tender on 10/09/2024 from 11.00 pm. For details please visit office of the undersigned and website https://wbtender.gov.in.

Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

গণেশপুজোর হিড়িক মাথাভাঙ্গায়, শুরু পুজোর প্রস্তুতি

দুরন্ত বার্তা, মাথাভাঙ্গা,৩০ আগস্ট ঃ পয়লা বৈশাখ এবং অক্ষয় তৃতীয়ায় গণেশপুজো করে ব্যবসায়ীরা হালখাতা খোলেন। বাঙালির ঘরে এসব ছাড়া গণেশ চতুর্থীতে পুজোর তেমন চল ছিল না। তবে মুম্বইয়ের গণপতি উৎসবের হাওয়া লেগেছে বাংলাতেও। গণেশ চতুর্থীতে চারদিকে ঘটা করে গণপতি উসবের হিড়িক। ২০১৪ সালে মাথাভাঙ্গা শহরে গণেশ চতুর্থীতে গণপতি উৎসবের সূচনা করেন চৌপথি সংলগ্ন এলাকার ব্যবসাযীরা। তারপর থেকে প্রতিবছর গণেশ চতুর্থীতে পুজোর সংখ্যা বাড়ছে মানসাই, সুটুঙ্গা ঘেরা এই শহরে। সবমিলিয়ে এবছর শহরে ১৪টি গণেশপুজো হবে, তার মধ্যে দুটো নতুন পুজোর আয়োজন হচ্ছে। যেভাবে গণেশ চতুর্থীতে গণেশপুজোর প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে, তাতে ভবিষ্যতে শহরের দুর্গাপুজোকে ছাপিয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। মাথাভাঙ্গা চৌপথি গণপতি উৎসব কমিটির তরফে বলা হচ্ছে, ' ১১ বছর আগে মাথাভাঙ্গা শহরে প্রথম গণপতি উৎসব শুরু করি। এবছর আমাদের সাড়ে ৮ ফুট দীর্ঘ গণপতিমূর্তি পুজোর অন্যতম আকর্ষণ।' মাথাভাঙ্গা বাজার ব্যবসায়ী, পশ্চিমপাড়া নেমেসিস, পচাগড় আজাদ হিন্দ সংঘ, পচাগড় গণেশ পুজো কমিটি, সুভাষপল্লি বিঘ্নরাজ, দেশবন্ধুপাড়া, সিদ্ধিবিনায়ক কমিটি, তৃণমূল যুব কংগ্রেস মাথাভাঙ্গা শহর ব্লক কমিটি, ময়নাতলি মোড়ে গণপতি উৎসবের প্রস্তুতি দেখার মতো। ৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রসাদ বিতরণ ছাড়াও কর্মসূচিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে। মাথাভাঙ্গা এসডিপিও সমরেশ হালদার বললেন, ' শহরে গণেশ চতুর্থীতে এত গণেশপুজো হচ্ছে তা আমাদের জানা ছিল না। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুজো সহ বিভিন্ন পুজো নিয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরে সভা রয়েছে। সেখানে গণপতি উৎসবের বিষয়টি তোলা হবে।' মূলত মহারাষ্ট্রের গণপতি উৎসবের অনুকরণে গণপতি উৎসবের আয়োজন। এই অঞ্চলে ধীরে ধীরে গণপতির সাধনা বাড়ছে।' বাঙালি নিজস্ব পুজোপার্বণ ভুলতে বসেছেন বলে আক্ষেপ শহরের প্রবীণ পুরোহিত দের।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল

তেলিয়ামুড়া, ৩০ আগস্ট ঃ বন্যায় বিপর্যস্ত ত্রিপুরায় পরিদর্শনকালে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দলের সদস্যরা শুক্রবার খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমা সফরে যান। এদিন এই কেন্দ্রীয় দলটি তেলিয়ামুড়া মহকুমার ঘিলাতলি, কমলনগর, কল্যাণপুর, মুঙ্গিয়াকামী সহ আঠারোমুড়া পাহাড়ের জাতীয় সড়ক পরিদর্শন করেন। তসঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলটি তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন ৪৩ মাইল এলাকার ত্রাণ শিবির সহ বন্যায় এবং অতি বৃষ্টিতে পাহাড় ধসে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলিও পরিদর্শন করেন। এই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। এদিনের এই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ দলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দন, জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার সহ অন্যান্যরা। এদিকে, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল শুক্রবার কল্যাণপুরের বন্যা বিধ্বস্ত বিভিন্ন এলাকা সফর করে ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান নেন। প্রতিনিধি দলটি কমলনগর এবং উত্তর কমলনগরের বন্যা প্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলটি ঘিলাতলী, দক্ষিণ ঘিলাতলী পঞ্চায়েতও সফর করেন। ঘিলাতলীর যে স্টিল ব্রিজটি বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সেখানেও যান। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল বিকেলে তেলিয়ামুড়ায় পর্যালোচনা বৈঠকও করেন।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক নং. ১, টেন্ডার নংঃ ইএলইজি-ওটি-১১২০-২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** ০১ (এক) বছরের জন্য এসএসই/ই/জি/এসডিএএইচ-। (আইসি)-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে পানীয় জল এবং ফোয়ারার উদ্দেশ্যে সাবমার্সিবল পাম্প-মোটর সেট এবং এইচ.এস. পাম্প সেটের রানিং মেরামতি চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২০,৬০,৭৩০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৪১,২০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ২, টেন্ডার নংঃ ইএলইজি-ওটি-১১৩১-২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** ০১ (এক) বছরের জন্য এসএসই/ই/জি/এসডিএএইচ-॥ (আইসি)-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে পানীয় জল এবং ফোয়ারার উদ্দেশ্যে সাবমার্সিবল পাম্প-মোটর সেট এবং এইচ.এস. পাম্প সেটের রানিং মেরামতি চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৫,০৪,৪৬৮ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৩০,১০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ৩, টেন্ডার নংঃ ইএলইজি-ওটি-১১৩২-২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** ০১(এক) বছরের জন্য এসএসই/ই/জি/এসপিআর(আইসি)-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে পানীয় জল এবং ফোয়ারার উদ্দেশ্যে সাবমার্সিবল পাম্প-মোটর সেট এবং এইচ.এস. পাম্প সেটের রানিং মেরামতি চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৭,৫০,৬৯৪ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৩৫,০০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ৪, টেন্ডার নংঃ ইএলইজি-ওটি-১১৩৩-২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** ০১(এক) বছরের জন্য এসএসই/ই/জি/বিটি(আইসি)-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে পানীয় জল এবং ফোয়ারার উদ্দেশ্যে সাবমার্সিবল পাম্প-মোটর সেট এবং এইচ.এস. পাম্প সেটের রানিং মেরামতি চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৪,০৫,৫৫০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২৮,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা (ক্রমিক নং. ১ থেকে ৪-এর জন্য)। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস (ক্রমিক নং. ১ থেকে ৪-এর জন্য)। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখঃ** ২৮.০৮.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৯.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টো। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৯.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টোর পরে। **টেন্ডার বিডিং শুরুর তারিখঃ** ০৫.০৯.২০২৪। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

SDAH-170/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আড়ালিয়া পঞ্চায়েতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বয়কট তিপ্রা মথার

বিশালগড়, ৩০ আগস্ট ঃ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বয়কট করল শাসকদলের শরিক দল তিপ্রা মথা। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার চড়িলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শুক্রবার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল আড়িলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েত অফিসার সহ সবাই উপস্থিত ছিলেন আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যা। এদের মধ্যে রয়েছে তিপ্রা মথা দলের ও নির্বাচিত চারজন প্রতিনিধি এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল তিপ্রা মথা দলের নেতৃত্ব সহকর্মী সমর্থকরা। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় শাসকের শরিক হয়েও শাসকদলের বসার জন্য শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে চেয়ার থাকলেও শাসকের শরিক তিপ্রা মথা দলের পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং কর্মী সমর্থক ও নেতৃত্বদের জন্য বসার কোন জায়গা ছিল না। যার ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে তিপ্রা মথা দলের চড়িলাম ব্লক সভাপতি বুদ্ধ দেববর্মা সহ অন্যান্য সমস্ত কর্মী সমর্থকরা এবং পঞ্চায়েতের নির্বাচিত তিপ্রা মথা দলের প্রতিনিধিরাও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এক কথায় তারা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বয়কট করেছেন

এল আইসি অফ ইন্ডিয়া জিওআই-কে ডিভিডেন্ড চেক হস্তান্তর করেছে

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট ঃ শ্রী সিদ্ধার্থ মোহান্তি, সিইও এবং এমডি, এলআইসি অফ ইন্ডিয়া, আজ লভ্যাংশের চেক পেশ করেছেন মাননীয় শ্রীমতী নির্মলা সীতারামন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে। ৩৬৬২.১৭ কোটি টাকা এবং কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, লভ্যাংশের ভারত সরকারের অংশ হিসাবে, দ্বারা অনুমোদিত। ২২.০৮.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডাররা। ড. এম পি টাঙ্গিরালা, অতিরিক্ত সচিব, জিওআই, অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক পরিষেবা বিভাগ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিক শ্রী এম জগন্নাথ সহ উপস্থিত ছিলেন। এমডি, শ্রী তলেশ

পান্ডে, এমডি, শ্রী সাত পাল ভানু, এমডি, শ্রী আর দোরাইস্বামী, এমডি এবং শ্রী জেপিএস বাজাজ, জেডএম(আইসি), উত্তরাঞ্চল। এল আইসি এর অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশও দিয়েছে ২৪৪১.৪৫ কোটি টাকা মার্চ ২০২৪, এইভাবে মোট ২০২৩-২৪ সালের জন্য ভারত সরকারকে লভ্যাংশ হিসাবে ৬১০৩.৬২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

১৮ কেজি গাঁজা সহ ৩ মহিলা আটক

আগরতলা, ৩০ আগস্ট ঃ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে বোধজংনগর থানার অন্তর্গত বনিক্য চৌমুহনীতে একটি মারুতি ওমনি গাড়ি থেকে ১৮ কেজি গাঁজা সহ ৩ মহিলাকে আটক করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন বোধজংনগর থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-২২এ-২৩, তারিখঃ ২৮.০৮.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-২২এ-২৩-এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **স্থান সহ কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে এল.সি. গেট নং. ৭/সি/ই (আহমেদপুর-কাটোয়া), ২৯/বি/টি (আজিমগঞ্জ-পোড়াডাঙ্গা), ২৪/১/৯ (চৌরিগাছা-কর্ণসুবর্ণ), ২৪/১/৩ (চৌরিগাছা-বাজারসৌ), ২৪/এ/৫ (খাগড়াঘাট রোড-কর্ণ সুবর্ণ), ৬/সি/ই (আহমেদপুর-কাটোয়া)-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের জন্য ওএইচই-র স্লুইংয়ের ব্যবস্থা এবং গেট নং ২৪/এ/১২ (কর্ণসুবর্ণ-খাগড়াঘাট রোড)-এর জন্য আপ-গ্রেডেশন এবং ইন্টারলকিং সম্পর্কিত ৫০ হার্ৎজ সিঙ্গল ফেজ ২৫ কেভি এসি ওএইচই সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষণ ও চালুকরণ। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ** ৬৮,৫৮,৯০৫.৮৪ টাকা। **বায়না মূল্য জমাঃ** ১,৩৭,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮ মাস। । **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ ও সময়ঃ** ২৮.০৮.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬.২৯ মিনিট। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ০৬.০৯.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২০.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে।**টেন্ডার খোলাঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

HWH-250/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

RDB REALTY & INFRASTRUCTURE LTD.
CIN: L16003WB2006PLC110039
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street,1 st Floor,·Room No-10, Kolkata-700001,Ph No (033) 44500500
Email id : secretarial@rdbindia.com; Website: www.rdbindia.com

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে, বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) কোম্পানী শনিবার, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ ১১.৩০ এ আহ্বান করা হবে।এ.এম. ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) এজিএম-এর নোটিশে নির্ধারিত হিসাবে ব্যবসায় লেনদেন করা যা সদস্যদের আলাদাভাবে ইমেল করা হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধানের সাথে সম্মতিতে এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ সাধারণ সার্কুলার সহ পড়ুন নং ১৪২০২০, ১৭২০২০, ২০২০২০, ০২২০২১, ০২২০২২, ১০২০২২ এবং ০৯২০২৩ তারিখ ৮ই এপ্রিল, ২০২০, ১৩ই এপ্রিল, ২০২০, ৫ই মে ২০২০, ১৩ই জানয়ারী, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ যথাক্রমে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় দ্বারা জারি করা (এমসিএ সার্কুলার) এবং সার্কুলার নং. সেবি / এইচও / সিএফডি / সিএমডি১/ সিআইআর / পি / ২০২০ / ৭৯, সেবি / এইচও / সিএফডি / সিএমডি১/ সিআইআর / পি / ২০২১ / ১১, সেবি / এইচও / সিএফডি / সিএমডি১/ সিআইআর / পি / ২০২২ / ৬২, এবং সেবি / এইচও / সিএফডি / সিএমডি১/ পিওডি-২। পি। সিআইআর । ২০২৩।৪ এবং সেবি / এইচও / সিএফডি / সিএমডি১/ -২ / পি / সিআইআর / ২০২৩।১৬৭। তারিখ ১২ই মে, ২০২০, ১৫ই জানুয়ারী, ২০২১,১৩ মে, ২০২২,৫ই জানুয়ারী, ২০২৩ এবং ৭ই অক্টোবর, ২০২৩ যথাক্রমে সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ বোর্ড দ্বারা জারি করা হয়েছে। ভারতের (সেবি সার্কুলার) সমষ্টিগতভাবে প্রাসঙ্গিক সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়। একটি সাধারণ ভেন্যুতে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াহ, এজিএম ডাকার নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেন করুন। সদস্য হবেন ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে বা লাইভ ওয়েব কাস্ট দেখতে পারবেন।

সমাপ্ত বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ১৮তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তি ৩১শে মার্চ, ২০২৪ শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডে পাঠানো হবে। যার ইমেল ঠিকানা কোম্পানির সাথে বা তাদের সাথে নিবন্ধিত নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী ('ডিপোজিটরি'), এমসিএ অনুসারে সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার। সদস্যরা যোগদান করতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারেন শুধুমাত্র ভিসিওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ১৮তম এজিএম। যোগদানের জন্য নির্দেশাবলী ১৮তম এজিএম এবং রিমোট ইলেক্ট্রনিক ভোটিংয়ে অংশগ্রহণের পদ্ধতি বা ১৮তম এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট প্রদান করা হয় এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে। ভিসিওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ১৮তম এজিএম এবং বার্ষিক নোটিশ প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rdbindia.com এও পাওয়া যাবে। বিএসই ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.cse-india.com-এ।

ভৌত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্য যারা তাদের নিবন্ধন করেননি কোম্পানিডিপোজিটরির সাথে ইমেল ঠিকানাগুলি নোটিশ পেতে পারে এজিএম, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং অথবা এজিএম-এ যোগদানের জন্য লগইন বিশদন্ডএর স্ক্যান কপি পাঠিয়ে ভিসিওএভিএম সুবিধা সহ ভোট প্রদান secretarial@rdbindia.com এ ইমেলের মাধ্যমে নথিগুলি অনুসরণ করুন বা nichetechpl@nichetechpl.com

ক) আপনার নাম, ফোলিও নম্বর এবং উল্লেখ করে বরাদ্দকৃত অনুরোধ পত্রস্তসম্পূর্ণ ঠিকানা।

খ. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি এবং

গ. যেকোনো নথির স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি (যেমন আধার কার্ড,ড্রাইভিং লাইসেন্স, নির্বাচনী পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট) সমর্থন করে। কোম্পানিতে নিবন্ধিত সদস্যদের ঠিকানা।

ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্য, যারা নিবন্ধন করেননি। তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করা হয়েছে। ডিপোজিটরির সাথে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা যাদের সাথে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট বজায় রাখে।

কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে (রিমোট ই-ভোটিং) কাট-অফ তারিখ, শনিবার, ২১ তারিখে শেয়ার ধারণকারী এর সকল সদস্য সেপ্টেম্বর, ২০২৪ নোটিশে সেট করা সমস্ত রেজুলেশনে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য এজিএম এর উপরন্তু, কোম্পানি ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করছে। এজিএমের সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে (ই-ভোটিং)। বিস্তারিত পদ্ধতি শেয়ারধারী সদস্যদের এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিংই-ভোটিং ফিজিক্যাল মোডে, ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে এবং যাদের নেই তাদের জন্য নিবন্ধিত তাদের ইমেল ঠিকানা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয় আছে।

বোর্ড ৩১শে মার্চ সমাপ্ত বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ সুপারিশ করেনি, ২০২৪ এজিএমে সদস্যদের অনুমোদনের জন্য। তবে সদস্যরা আছেন। যেকোন ক্ষেত্রে তাদের ব্যাঙ্কের ডিটেইলস আপডেট করার অনুরোধ জানানো হয়েছে, যাতে তথ্য পাওয়া যায়। ঘোষিত হিসাবে ভবিষ্যতে লভ্যাংশ প্রদানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

RDB Realty Infrastructure Limited-এর জন্য
সাক্ষর-প্রিয়রূপ মুখোপাধ্যায়
কোম্পানি সচিব

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩০.৮.২০২৪

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Mechanical)/Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ASPH/TRKPALMER-007/2024-25 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of road surface at Shiv Temple Road from 22 No. K. P. Roy Lane (Pathak Villa) to 3/27A Jadavgarh (Harisava Temple) in Ward No. 105, Br.-XII under Roads Mechanical Department.** Estimated Amount: **Rs. 4,98,552.81.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **11.09.2024 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.09.2024 (5 p.m.)**

(2) NIT No. : KMC/RRD/PR-2/2024-25 (2nd Call)
Name of the Work: **Repairing, overhauling and maintenance of engine head, engine, F.I.P. clutch, body with other allied Mechanical Works of Roller No. OB-56 (Jessop Make, 8-10 ton capacity) at Road Roller Department.** Estimated Amount: **Quotation.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **10 days.**

(3) NIT No.: KMC/RRD/PR-1/2024-25 (2nd Call)
Name of the Work: **Repairing, overhauling and maintenance of engine head, engine, F.I.P. clutch, gear box, coupling, body with other allied Mechanical Works of Roller No. OB-90 (Britannia Make, 8-10 ton capacity) at Road Roller Department.** Estimated Amount: **Quotation.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **12.09.2024 at 1 p.m. [For Sl. No. 2 & 3].** Bid opening date and time for technical proposal (online): **14.09.2024 at 1.30 p.m. [For Sl. No. 2 & 3].** The bid forms and other details are available on and from **03.09.2024 at 6 p.m. [For Sl. No. 2 & 3].** The website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/West/W69/T-04/2024-25
Name of the Work: **Development of filtered water supply at different places of Ahiripukur 1st Lane, Bustee in Ward No. 69.** Estimated Amount: **Rs. 2,99,736.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **20 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **11.09.2024 at 1 p.m./13.09.2024 at 1.30 p.m.**

(2) NIT No.: KMC/WS/W79-05/T-33/24-25
Name of the Work: **Repairing of 900 mm dia. filtered water leakage on Goragacha Road near The Gate of Mint Colony in Ward No. 79.** Estimated Amount: **Rs. 2,58,873.00.** Earnest Money: **5,200.00.** Period of Completion: **5 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **11.09.2024 at 11 a.m./13.09.2024 at 11 a.m.**

(3) NIT No.: KMC/WS/WEST/W-75/T-04/2024-25
Name of the Work: **Development of U.F.W. supply at 6, Canal Road (Ladies toilet), 9 M. G. Road etc. along with some other allied works at different places in Ward No. 75, (Br. Int. Fund 2024-25).** Estimated Amount: **Rs. 1,99,932.00.** Easnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Ciompletion: **19 days.**

(4) NIT No.: KMC/WS/WEST/W-75/T-03/2024-25
Name of the Work: **Maintenance of FW & UFW main along with changing of G.I. utility pipes near 2/H/9, 2/H/16 etc. Achambit Shah Road, 18, 20, 14 etc. K. T. Sarani, 1, Canal Road, 7 M. G. Road etc. and other areas in Ward No. 75 (BR. F-2024-25).** Estimated Amount: **Rs. 1,99,917.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **21 days.**

(5) NIT No.: R1/KMC/WS/WEST/W75/T02/2024-25
Name of the Work: **Desilting of open surface drain near 9/2/1, 19/3A/H/5, 19/1 etc. Munshiganj Road, 2/6D Nitya Ghosh Street (Adjoining area of Kalimandir for Watgunge Treatment Plant, Sahebpukur) in Ward No. 75.** Estimated Amount: **Rs. 2,98,667.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **18.09.2024 at 11 a.m./20.09.2024 at 11 a.m. [For Sl. No. 3 to 5].** The bid forms and other details are available from the **https://wbtenders.gov.in** and **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 5].**

The Executive Engineer(C)/(Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/265(1st Call)
Name of the Work: **Washing and Painting of Guard Railing including KERB at M. G. Road from C. R. Avenue to Baithak Khana Road under BR-IV, and V.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,93,164.32.** Earnest Money: **Rs. 9,900.00.** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/264(1st Call)
Name of the Work: **Washing and Painting of Guard Railing including KERB at B. B. Ganguly Street under BR-V.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,97,166.44.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/263(1st Call)
Name of the Work: **Washing and Painting of Guard Railing including KERB at Surya Sen Street and Beliaghata Road under BR-V.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,98,917.78.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/262(1st Call)
Name of the Work: **Washing and Painting of Guard Railing including KERB at S. N. Banerjee Road and Lenin Sarani under BR-V.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,95,353.49.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **13.09.2024** at **12 noon. [For Sl. No. 1 to 4].** The bid forms and other details are available on and from **04.09.2024 (12 noon.) [For Sl. No. 1 to 4].**

(5) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/291(1st Call)
Name of the Work: **Repairing of Road at Syed Amir Ali Avenue, Mathpukur Crossing, Chingrighata Crossiong, Bypass Dhaba, Captain Bhery under BR-VII.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,83,485.04.** Earnest Money: **Rs. 5,700.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of all bids: **09.09.2024** at **12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **31.08.2024 (12 noon.).** The website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 5].**

The Executive Engineer(Water Supply)/Central, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works (Submission of bid through online):

(1) NIT No. : KMC/EE/WS/C/MAN/13/6A/2024-2025
Name of the Work: **Restoration of F.W. Supply at 5/A Canal East Road, B/19A/H/7 Gorapada Sarkar Lane and its surrounding areas by replacing 100 mm dia service main in Ward No. 13.** Estimated Amount: **Rs. 3,93,450.84.** Earnest Money: **Rs. 7,870.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **14.09.2024** at **3 p.m.** Tender will be opened on : **18.09.2024** at **3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.09.2024** at **12 noon.**

(2) NIT No. : KMC/EE/WS/C/MAN/13/B/2024-2025
Name of the Work: **Development of F.W. Supply by laying 100 mm dia service main at 12/1 Harish Neogy Road and its surrounding areas in Ward No. 13.** Estimated Amount: **Rs. 4,82,232.73.** Earnest Money: **Rs. 9,645.00.** Period of Completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid: **11.09.2024 at 3 p.m.** Tender will be opened on : **14.09.2024 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **31.08.2024** at **12 noon.** The website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The Executive Engineer(Water Supply)/BPS, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/DASPARABPS/24-25/04/2nd Call
Name of the Work: **Supply and fixing of HT Insulation Rubber Mat at Daspara BPS.** Estimated Amount: **Rs. 2,47,018.00.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **7 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/BBPS/24-25/09/2nd Call
Name of the Work: **Supply and installation of 10 HP Submersible Slurry Pump for Dewatering of inlet valve chamber at Behala BPS.** Estimated Amount: **Rs. 2,93,846.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **3 days.**

(3) NIT No. : KMC/WS/BBPS/23-24/26/2nd Call
Name of the Work: **Supply and delivery of 10 HP Submersible Pump for Dewatering through manhole of 1200 mm dia valve chamber at Behala BPS.** Estimated Amount: **Rs. 2,92,517.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **10.09.2024** at **2 p.m. [For Sl. No. 1 to 3].** Tender will be opened on : **12.09.2024** at **2 p.m. [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available on and from **31.08.2024 at 2 p.m. [For Sl. No. 1 to 3].**

(4) NIT No. : KMC/WS/RBPS/23-24/06/2nd Call
Name of the Work: **Loading, Shifting & unloading of unserviceable iron scraps collected during demolition of old ESR of Ranikuthi BPS Ward No. 98 for deposition to condemn store of KMC.** Estimated Amount: **Rs. 1,43,950.97.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **20 days.**

(5) NIT No. : KMC/WS/GGBPS/24-25/04/1st Call
Name of the Work: **Restoration of pressure monitoring arrangement at Golf Green BPS.** Estimated Amount: **Rs. 2,97,075.34.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **15 days.**

(6) NIT No. : KMC/WS/LHW/23-24/08/1st Call
Name of the Work: **Renovation of pump house at Layalka head works.** Estimated Amount: **Rs. 1,97,671.42.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/WS/NNHW/24-25/01/1st Call
Name of the Work: **Restoration and modification of the wiring for single phase loads and lighting arrangement at Netaji Nagar head works.** Estimated Amount: **Rs. 1,18,172.95.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **11.09.2024 at 2 p.m. [For Sl. No. 4 to 7].** Tender will be opened on : **14.09.2024 at 2 p.m. [For Sl. No. 4 to 7].** The bid forms and other details are available on and from **02.09.2024** at **2 p.m. [For Sl. No. 4 to 7].** The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 7].**

494/24-25

পাকিস্তানের উচিত ভারতের সিস্টেম অনুসরণ করা, পরামর্শ পাক প্রাক্তনীর!

ইসলামাবাদ, ৩০ আগস্টঃ পাক ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স নিয়ে কাঁটাছেঁড়া চলছে। ঘরের মাঠে বাংলাদেশের কাছে প্রথম টেস্ট হেরেছে শান মাসুদের দল। ৩০ আগস্ট থেকে এই সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচ। এখনও অবশ্য রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশের কাছে প্রথম টেস্টে পাকিস্তানের হারের সমালোচনা থামাতে পারছেন না তাঁদের দেশের প্রাক্তনীরাই। লাল বলের ক্রিকেটে পাক ক্রিকেটারদের হাল ফেরাতে এ বার পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার বসিত আলি পিসিবিকে এক পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের উচিত ভারতকে অনুসরণ করা। ঠিক কী নিয়ে বলেছেন বসিত? পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম বার বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেটে ১০ উইকেটে কোনও ম্যাচ জিতেছে। যার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই পাক ক্রিকেট প্রেমীরা দলের ক্রিকেটারদের উপর রেগে রয়েছেন। একাধিক প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার তো শান মাসুদের দলের পারফরম্যান্স নিয়ে নানান মন্তব্য করেছেন। এরই মাঝে বসিত নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, ''টেস্ট সিরিজ শেষ হওয়ার পর ওয়ান-ডে টুর্নামেন্ট হবে এখানে। যে টুর্নামেন্টকে বলা হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স কাপ। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সিস্টেম কপি করছে পাকিস্তান। যেখানে ভারত আমাদের কাছেই রয়েছে। ওদের সিস্টেমটাও অনুসরণ করা উচিত। যখন অনুসরণের পথে হাঁটতেই হবে, তখন খানিক বুদ্ধিমত্তাও প্রয়োজন। ভারত যা করছে সেটা অনুসরণ করা দরকার।'' আসলে বসিত আলি

ভারতের জনপ্রিয় ঘরোয়া ক্রিকেট লিগ দলীপ ট্রফির প্রসঙ্গ টেনেছেন। তিনি বলেন, ''দলীপ ট্রফি শুরু হতে চলেছে। এটা কি টি-২০ বা ওডিআই টুর্নামেন্ট? এটা হল চার দিনের একটা প্রতিযোগিতা। ওরা নিজেদের বেসকে শক্তিশালী করায় ফোকাস করে। যে কারণে ওরা এত সফল।'' এরই মাঝে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে পাকিস্তান টিমে নেই শাহিন শাহ আফ্রিদি। টিম থেকে বাদ পড়লেন, নাকি বিশ্রাম দেওয়া হল তাঁকে, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। প্রথম টেস্টে তিনি মাত্র ২ উইকেট নিয়েছেন। অন্যদিকে আবার বাবা হয়েছেন। যে কারণেই হোক না কেন, শাহিনের টিমে না থাকা বিতর্ক তৈরি করছে। এদিকে রবিচন্দ্রন অশ্বিন আশঙ্কা করছেন পাকিস্তানের টেস্ট ক্রিকেট শেষ হয়ে যাবে না তো! নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ভারতীয় সিনিয়র তারকা ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন বলেন, ''এই ধরনের পিচে কোনও দলেরই এ ভাবে আত্মসমর্পন করা ঠিক নয়। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শক্তিশালী দলগুলো প্রথমে ব্যাটিং করে। বড় রান তোলে। যখন আমি ওই ম্যাচের হাইলাইটস দেখলাম, তখন বুঝতে পারলাম যে শেষ দিনেই পুরো বিপর্যয়টা হয়েছে। অনেক দিন এমনটা দেখিনি।'' দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানের ভরাডুবির পর অশ্বিন নিজের বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ''যখন মহম্মদ রিজওয়ান লড়াই করছিল, নাসিম শাহ একটা অদ্ভুত শট খেলে বাজে ভাবে আউট হয়। আমি বুঝতেই পারছিলাম না কী হচ্ছে। পিচ তো আহামরি কিছু ছিল না।''

প্যারালিম্পিকে সোনার ধারাবাহিকতা

শ্যুটিংয়ে সোনা অবনীর, ব্রোঞ্জ আনলেন মোনা

প্যারিস, ৩০ আগস্টঃ অলিম্পিকে অধরা সোনার সাধ পূরণ করলেন প্যারা অ্যাথলিটরা। প্যারালিম্পিক শুটিংয়ের শুরুতেই সোনা ফলালেন অবনী লেখারা। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের এসএইচ১ ইভেন্টে সোনা জিতলেন অবনী। ওই একই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পেলেন ভারতের মোনা আগরওয়াল। এদিকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড থেকেও এদিন পদক এসেছে ভারতের ঝুলিতে। টি৩৫ বিভাগের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে ব্রোঞ্জ জিতলেন ভারতের প্রীতি পাল। ফাইনালে তিনি দৌড় শেষ করলেন মাত্র ১৪.২১ সেকেন্ডে। এটা তাঁর ব্যক্তিগত রেকর্ডও বটে। টোকিও প্যারালিম্পিকে এচএইচ১ ক্যাটাগরিতে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে সোনা জিতেছিলেন অবনী। তার পর ৫০ মিটার থ্রি

পজিশন রাইফেলে ব্রোঞ্জ জেতেন তিনি। ভারতের প্রথম মহিলা অ্যাথলিট হিসেবে একটি প্যারালিম্পিকে জোড়া পদকজয়ের রেকর্ড গড়েছিলেন অবনী। প্যারিসেও সোনা জিতবেন অবনী, প্রত্যাশা ছিল দেশের ক্রীড়া মহলের। সেই প্রত্যাশায় লেটার মার্কসের সঙ্গে উতরে গেলেন তিনি। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলসের এসএইচ১ ইভেন্টের ফাইনালে টানটান লড়াইয়ে কোরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারালেন অবনী। একেবারে শেষ শট পর্যন্ত টানটান লড়াই চলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে। শেষ শটের আগেও পিছিয়ে ছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ বেলায় দুর্দান্ত শটে সোনা জয় নিশ্চিত করলেন ভারতের তারকা শুটার। ফাইনালে অবনীর স্কোর ২৪৯.৭। কোরিয়ার ওয়াই লি ২৪৬.৮ পয়েন্ট নিয়ে রূপো পেলেন। ভারতেরই মোনা আগরওয়াল ২২৮.৭ পয়েন্ট নিয়ে ব্রোঞ্জ পেলেন। ফলে একই ইভেন্টে জোড়া পদক এল ভারতের দখলে। দিন কয়েক আগে এই প্যারিসেই অলিম্পিক থেকে জোড়া পদক এনেছেন ভারতের মনু ভাকের। অলিম্পিক থেকে সোনা না এলেও সবচেয়ে বেশি পদক এসেছিল শুটিং থেকেই। প্যারালিম্পিকেও শুটিং থেকে প্রত্যাশা বেশি ভারতের। অবনী এবং মোনার দৌলতে শুরুটাই দুর্দান্ত হল টিম ইন্ডিয়ার।

প্যারালিম্পিক্সে ১০০ মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ জিতল ভারত, নজির প্রীতির

প্যারিস, ৩০ আগস্টঃ প্যারালিম্পিক্সে আবার পদক পেল ভারত। এবার ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেন্টে এল ব্রোঞ্জ। মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ের টি-৩৫ বিভাগে পদক জিতলেন প্রীতি পাল। এই নিয়ে ভারতের পদক সংখ্যা আপাতত দাঁড়াল ৩। আগেই ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে সোনা এবং ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারত। ইতিহাস

লিখেছেন অবনী লখরা এবং মোনা আগারওয়াল। এবার নজির গড়লেন প্রীতি। এই ইভেন্টে সোনা জিতেছেন চিনের জিয়া ঝৌ। তিনি দৌড় শেষ করেছেন ১৩.৫৮ সেকেন্ডে। রুপো পেয়েছেন চিনেরই কিয়ানকিয়ান গুয়োর। তাঁর স্কোর ১৩.৭৪ সেকেন্ড। আর প্রথম ভারতীয় প্যারা-অ্যাথলিট হিসেবে প্রীতি ব্রোঞ্জ জিতেছেন ১৪.২১ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে। এটাই তাঁর ব্যক্তিগত সবথেকে ভাল স্কোর। এর আগে বিশ্ব প্যারা অ্যাথলিট চ্যাম্পিয়নশিপে টি৩৫ ২০০ মিটার ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন প্রীতি। সেটা ছিল এই বছরেরই মে মাস। তার আগে বেঙ্গালুরুতে ইন্ডিয়ান ওপেন প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে দু'টি সোনা জেতার নজির রয়েছে তাঁর। এখনও পর্যন্ত প্রীতি পাল ছাড়া মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের এসএইচ ওয়ান ইভেন্টে সোনা জিতেছেন অবনী লখরা। একই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন মোনা আগরওয়াল।

এফএসডিএলকে চুক্তিপত্র পাঠাল মহামেডান

সাদা-কালোকে আইএসএলে স্বাগত ক্লেটন-শুভাশিসের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্টঃ আইএসএলে মহামেডান স্পোর্টিংকে স্বাগত জানালেন ময়দানের অন্য দুই প্রধানের দুই অধিনায়ক- ইস্টবেঙ্গলের ক্লেটন সিলভা এবং মোহনবাগানের শুভাশিস বসু। আই লিগ জয়ী মহামেডান অধিনায়ক সামাদ আলি মল্লিক আবার অবির্ভাবেই চমক দেওয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। ১৬ সেপ্টেম্বর কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে আইএসএলে অভিষেক হতে চলেছে মহামেডানের। তাদের অবির্ভাব প্রসঙ্গে আইএসএল-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্লেটন বলেন, ছয়ে শেষ করে প্লে-অফের যোগ্যতা অর্জন করা। দেশের সেরা ক্লাবদের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পেয়ে আমরা খুশি।'' অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার যাবতীয় সই পর্ব পুরোপুরি মিটিয়ে ইনভেস্টরদের সঙ্গে চুক্তিপত্রের কপি এফএসডিএল-কে পাঠিয়ে দিল মহামেডান। অন্যরা আগেই সই করে দিয়েছিলেন। এদিন বাঙ্কারহিলের অন্যতম কর্তা কনিষ্ক শীল সই করতেই মিটে যায় সেই পর্ব। এদিন বোর্ড সদস্যদের নামও প্রকাশ করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, সাত সদস্যের বোর্ডে তিনজন মহামেডানের। বাকি দুই ইনভেস্টর সংস্থার থাকছেন দু'জন করে

''মহামেডান দুর্দান্ত দল। প্রতি ম্যাচেই লড়াই করবে। আমি মনে করি এবার আইএসএলে ওরা চমক দেবে।'' ময়দানের তিন প্রধানই আইএসএলে উঠে আসায় খুশি মোহনবাগান অধিনায়ক শুভাশিস। তাঁর কথায়, ''মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহামেডান- কলকাতার তিন ঐতিহ্যবাহী ক্লাবই এবার আইএসএল খেলবে। একজন বাঙালি হিসাবেও আমি মহামেডান আইএসএলে উঠে আসায় গর্ব অনুভব করছি। ওরা আসায় লিগের মান আরও বাড়বে।'' অন্যদিকে সামাদের বক্তব্য, ''আইএসএলে আমাদের জন্য প্রচুর চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। তবে আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য লিগ টেবলের প্রথম প্রতিনিধি। ক্লাবের তরফে থাকছেন সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি, সচিব ইসতিয়াক আহমেদ এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য মুস্তাক সিদ্দিকি। অন্যদিকে বাঙ্কারহিলের দীপক ও কনিষ্ক এবং শ্রাচী স্পোর্টসের রাহুল টোডি ও তমাল ঘোষাল থাকছেন বোর্ডে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, এক মাসের মধ্যে ইনভেস্টরদের ভাগের শেয়ার হস্তান্তর করবে মহামেডান। অন্যদিকে, ৭ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে এই চুক্তির বিষয়ে ঘোষণা করা হবে বলে খবর। ওই দিনই আইএসএলের স্কোয়াডও প্রকাশ করবে মহামেডান। সঙ্গে ওইদিন ক্লাবের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরের নামও ঘোষনা করারও পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

'কেকেআর' পেসারের সেঞ্চুরি, লর্ডসের অনার বোর্ডে ফের নাম লেখালেন

লর্ডস, ৩০ আগস্টঃ লর্ডসের অনার বোর্ডে এর আগে নাম লিখিয়েছিলেন। আরও একবার লেখালেন। পার্থক্য হল এর আগে বোলিংয়র জন্য, এ বার ব্যাটিংয়ে। গত বারের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ইংল্যান্ডের তরুণ পেসার গাস অ্যাটকিনসনকে নিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ১ কোটি টাকায় তাঁকে নিয়েছিল কেকেআর। অনভিজ্ঞ এক পেসারকে নেওয়ায় প্রশ্নও উঠেছিল। গাস অ্যাটকিনসনকে অবশ্য পাওয়া যায়নি। শেষ মুহূর্তে আইপিএল থেকে নাম তুলে নেন গাস অ্যাটকিনসন। আইপিএলে খেলার অভিজ্ঞতা হয়নি। কেকেআরের সেই পেসারই এ বার টেস্টে সেঞ্চুরি হাঁকালেন। ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ

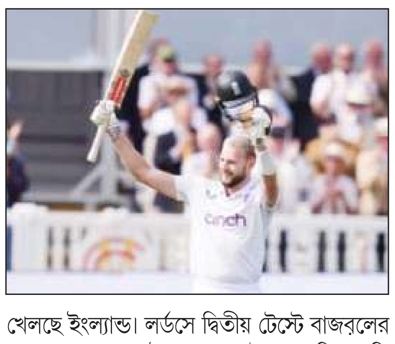

খেলছে ইংল্যান্ড। লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে বাজবলের ঝলক দেখালেন ইংল্যান্ড ব্যাটাররা। কিংবদন্তি জো রুট প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছেন। তেমনই আটে নেমে সেঞ্চুরি করলেন পেসার গাস অ্যাটকিনসন। আগের মাসেই লর্ডসে ওয়েস্ট ইন্ডিসের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয়েছে গাস অ্যাটকিনসনের। জিমি অ্যান্ডারসনের বিদায়ী টেস্টে নজর কেড়েছিলেন অ্যাটকিনসন। প্রথম ইনিংসে ৭ উইকেট, দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ এগিয়ে রয়েছে ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় ম্যাচে লর্ডসে প্রথম ইনিংসে ৪৭২ রান করল ইংল্যান্ড। জো রুট সর্বাধিক ১৪৩ রানের ইনিংস খেলেন। বাজবল খেলেন গাস অ্যাটকিনসন। মাত্র ১১৫ বলে ১১৮ রানের ইনিংস। কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি। ১৪টি বাউন্ডারি এবং ৪টি ওভার বাউন্ডারি মেরেছেন গাস অ্যাটকিনসন। শ্রীলঙ্কার পেসার অসিত ফার্নান্ডো নিয়েছেন পাঁচ উইকেট।

দ্বিতীয় রাউন্ডেই বিদায় নিলেন আলকারাজ, হার ওসাকারও

ইউএস ওপেন

নিউ ইয়র্ক, ৩০ আগস্টঃ অঘটন তো বটেই। তবে অঘটন কত বড়, তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ইউএস ওপেনে ছেলেদের এককে দ্বিতীয় রাউন্ডে র‍্যাঙ্কিংয়ে ৭৪তম নেদারল্যান্ডসের বটিক ফন দে জন্ডসচুলুপের কাছে ৬-১, ৭-৫, ৬-৪ গেমে হেরে বিদায় নিয়েছেন কার্লোস আলকারাজ। স্প্যানিশ এ তারকা ছেলেদের র‍্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয়, ২০২২ সালের ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়নও। ইউএস ওপেনে সর্বশেষ তিনবারই অন্তত কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন উইম্বলডন ও ফ্রেঞ্চ ওপেনজয়ী ২১ বছর বয়সী

আলকারাজ। ২০২১ উইম্বলডনে দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বিদায়ের পর এবারই কোনো গ্র্যান্ড স্লাম থেকে এত দ্রুত বিদায় নিতে হলো তাঁকে। এই হারে আলকারাজের একটি স্বপ্নও ভেঙে গেল। টেনিসের আধুনিক সময়ে তৃতীয় খেলোয়া। হিসেবে এক মরসুমে ফ্রেঞ্চ ওপেন, উইম্বলডন ও ইউএস ওপেন জয়ের সুযোগ ছিল তাঁর সামনে। তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় আগে প্যারিস অলিম্পিকে নোভাক জকোভিচের কাছে সোনা জয়ের লড়াইয়ে হেরে যাওয়া আলকারাজ ঠাসা সূচির কথা বললেও আজকের হারের জন্য কোনো অজুহাত দিতে চান না। হারের পর তিনি বলেছেন, ''টেনিসের সূচি ঠাসা। রোলাঁ গারোঁ, উইম্বলডন ও অলিম্পিক মিলিয়ে অনেক ম্যাচই খেলেছি। অলিম্পিকের পর একটু বিরতি নিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা পর্যাপ্ত ছিল না। যতটা উদ্দীপনা পাবো ভেবেছিলাম, ততটা পাইনি এ টুর্নামেন্টে। তবে আমি কোনো অজুহাত দিতে চাই না।'' অন্যদিকে টেনিস র‍্যাঙ্কিয়ে শীর্ষ পাঁচে থাকা খেলোয়াড়দের বিপক্ষে ক্যারিয়ারে এ নিয়ে দ্বিতীয় জয় পেলেন দে জন্ডসচুলুপ। আলকারাজের বিপক্ষে আগের দুবার হারের পর তৃতীয়বার পেলেন জয়ের দেখা। আনন্দের আতিশয্যে এ ডাচ তারকা বলেছেন, ''আর্থার অ্যাশে রাতের সেশনে প্রথম নেমেই অবিশ্বাস্য সন্ধ্যা দেখলাম। শান্ত থাকার চেষ্টা করেছি। এসব খেলোয়াড়ের বিপক্ষে শান্ত না থাকলে তারা সুবিধা নেয়।'' সংবাদ সংস্থা এএফপি তাঁর এই

জয়কে বিবেচনা করছে সাম্প্রতিক সময়ের গ্র্যান্ড স্ল্যামের ইতিহাসে অন্যতম বড় অঘটন হিসেবে। আলকারাজের হারের দিনে মেয়েদের এককে দ্বিতীয় রাউন্ডে র‍্যাঙ্কিংয়ে ৫২তম চেক প্রজাতন্ত্রের ক্যারোলিনা মুচোভার কাছে হেরে বিদায় নিয়েছেন দুবারের চ্যাম্পিয়ন নাওমি ওসাকা। ২০১৮ ও ২০২০ সালে ইউএস ওপেনজয়ী ওসাকা কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় গত বছর ইউএস ওপেনে খেলতে পারেননি। এবার বছরের শেষ এই গ্র্যান্ড স্লামে ফিরলেও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারলেন না। মুচোভার কাছে ৬-৩, ৭-৬ (৭/৫) গেমে হারের পর ওসাকা অবশ্য তেমন একটা হতাশ নন, ''সত্যি মজা পেয়েছি। অনেক দর্শক উৎসাহ দেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ। আমার মনে হয়, এটা আমার জন্য শেখার বছর।''

'বিশ্বের কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না'

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় বোলিংয়ের স্তম্ভ তিনি। বিশ্বের অন্যতম সেরা পেসার তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের অন্যতম সেরা বোলার জসপ্রীত বুমরাকে নিয়ে সব সময় আলোচনা হয়। তাঁর বোলিং অ্যাকশন এবং পেসের নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ তাঁকে বিশ্ব ক্রিকেটে অন্যদের থেকে আলাদা করে। দলের প্রয়োজন হলেই বুমরা জ্বলে ওঠেন। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন ভারতীয় তারকা। যেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, এমন কোনও ব্যাটার রয়েছেন, যাঁকে বল করা কঠিন মনে করেন বুমরা। হাসতে হাসতে এই প্রশ্নের উত্তরে বুমরা বলেন, ''আমি একটা ভালো উত্তর দিতে চাই। কিন্তু আসল ফ্যাক্টর এই যে, আমি কাউকে আমার মাথার উপরে উঠতে দিতে চাই না। আমি সকলকে সম্মান করি, শ্রদ্ধা জানাই কিন্তু নিজেকে এটাই বলি যে আমি যদি নিজের কাজটা ঠিক মতো করতে পারি, তা হলে বিশ্বের কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। তাই আমি প্রতিপক্ষকে দেখার আগে নিজেকে দেখি। মনে করি আমার সব কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। আমি

নিজেকে সেরা সুযোগ দিতে চাই, ব্যাটারকে আমার থেকে সেরা প্রমাণিত হতে দিতে চাই না। ব্যাটারকে মনে করাতে চাই না তাঁর ক্ষমতা আমার থেকে বেশি।'' স্মার্ট বুমরা আলাদা করে কোনও ব্যাটারের নাম কিন্তু নেননি। তাঁর ধারনা পরিস্কার। ব্যাটারকে প্রতিপত্তি ফলাতে দেওয়া চলবে না। নিজের উপর আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে। এই মন্ত্রেই সাফল্যের স্বাদ পাচ্ছেন বুমরা। আপাতত ক্রিকেট থেকে দূরে রয়েছেন। আসন্ন দলীপে তাঁকে দেখা যাবে না। এরপর দেশের মাটিতে রয়েছে ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ। সেখানে তাঁর ফেরার সম্ভবনা কতখানি? শোনা যাচ্ছে যে, এমনও হতে পারে বুমরাকে তরতাজা রাখার জন্য বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্টে খেলানো হবে না। একেবারে অস্ট্রেলিয়া সফরে নিয়ে যাওয়া হবে। এ বার ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজের স্কোয়াড ঘোষণা হলে পরিস্কার হবে সবটা।

রেলওয়েকে হারিয়ে কলকাতা লিগের শীর্ষে ভবানীপুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্টঃ কলকাতা লিগে ফের অসামান্য ফুটবল ভবানীপুর ক্লাবের। একের পর এক ম্যাচ জিতে ছুটে চলেছে তাদের জয়রথ। লিগের ম্যাচে এদিন জিতেন মুর্মুরা হারালেন রেলওয়ে এফসি-কে। ৪-০ গোলে ম্যাচ জিতে লিগের গ্রুপে শীর্ষেও উঠে গেল ভবানীপুর।

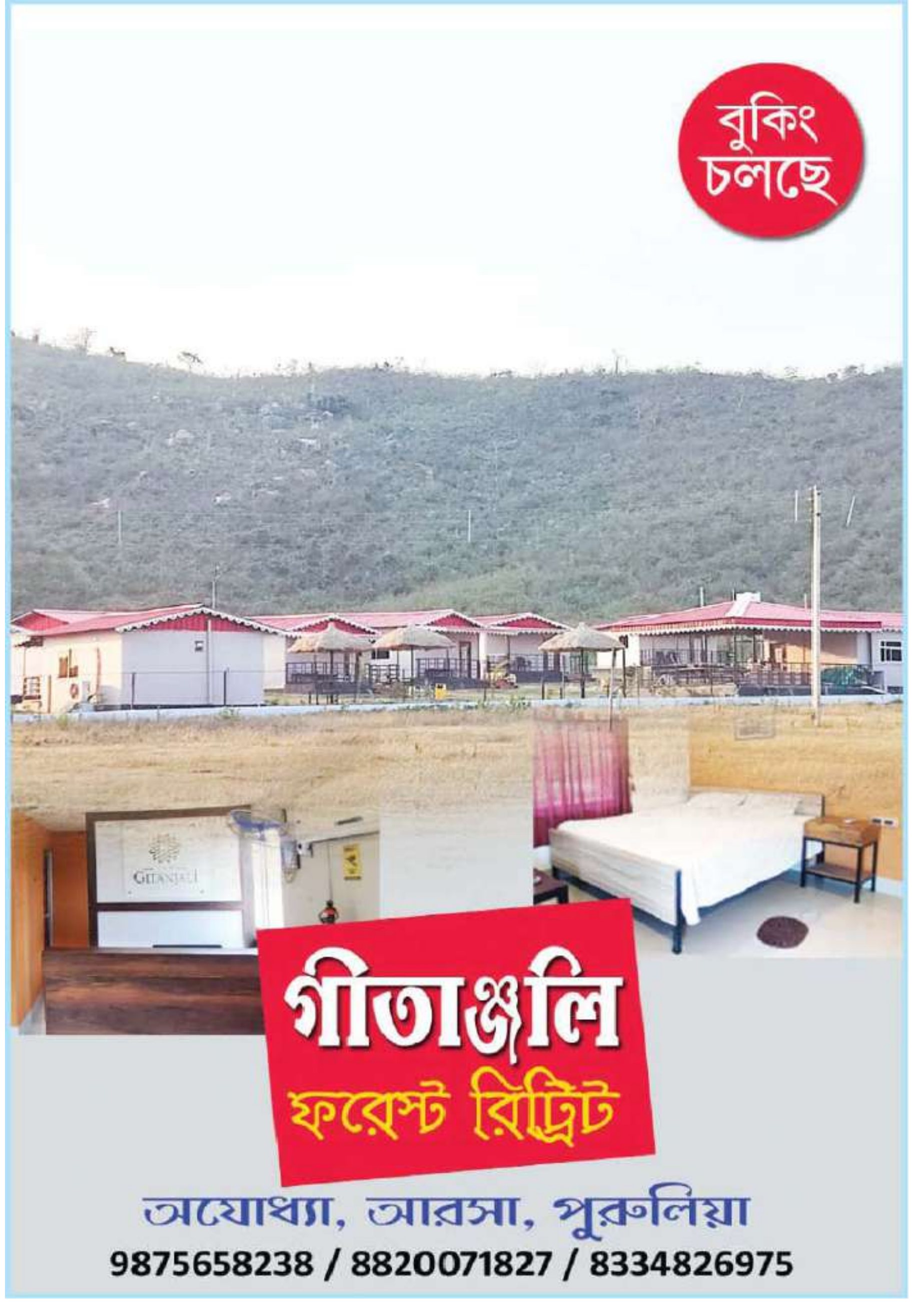

ইউটিউবেও রোনাল্ডোর রেকর্ডের পর রেকর্ড

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বাজারে এসেছেন নতুন কনটেন্ট নির্মাতা। নাম তাঁর ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো! কিংবদন্তি এই ফুটবলার যে 'নতুন ভুবনে' পা রেখেছেন, তা জানা গেছে আগেই। ২১ আগস্টের খবরে বলা হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক, এক্স (সাবেক টুইটার), ইনস্টাগ্রাম ও নিজস্ব ওয়েবসাইটের পর অনলাইন ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম ইউটিউবেও চ্যানেল খুলেছেন রোনাল্ডো। 'ইউআর ক্রিস্টিয়ানো' নামে সেই চ্যানেলে এক দিনেই অনুসারীর সংখ্যা (সাবস্ক্রাইবার) ১ কোটি ২৫ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে প্রথম ঘণ্টাতেই অনুসারীর সংখ্যা ১০ লাখ স্পর্শ করেছিল, সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার দাবি অনুযায়ী, যা নতুন বিশ্ব রেকর্ড। শুধু কী তাই, ইউটিউব চ্যানেলে অনুসারীর সংখ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বি লিওনেল মেসিকে মাত্র ২ ঘণ্টার মধ্যেই ছাড়িয়ে যান রোনাল্ডো। ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে অনুসারীর সংখ্যায় এরই মধ্যে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন রোনাল্ডো (৮০ কোটির বেশি)। এবার ইউটিউবের ভুবনেও 'সুপারস্টার' কনটেন্ট নির্মাতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন ৩৯ বছর বয়সী পর্তুগিজ কিংবদন্তি। যুক্তরাষ্ট্রের

খেলাধুলাভিত্তিক সাময়িকী 'স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড' বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, এক সপ্তাহের ভেতরে রোনাল্ডোর ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা ৫ কোটি ছাড়িয়ে গেছে, যা এই প্ল্যাটফর্মে রেকর্ড। ৩০ আগস্ট সকালে এই প্রতিবেদন লেখার সময় রোনাল্ডোর ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা ৫ কোটি ২৭ লাখ। রোনাল্ডো ইউটিউব চ্যানেল খোলার দুই দিন পর সাবস্ক্রাইবার ছিল ৩ কোটির বেশি। আল নাসর ফরোয়ার্ড তাঁর এই চ্যানেলে নিজের বিভিন্ন ভিডিও পোস্ট করেছেন। এর মধ্যে দুই বছর আগে মাদাম তুসো জাদুঘরে নিজের মোমের প্রতিকৃতি উদ্বোধনের ভিডিওর ভিউ-ই ৩ কোটি ৩০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। খুব দ্রুত প্রচুর সাবস্ক্রিপশন পেয়ে যাওয়ায় ইউটিউব থেকে ক্রিয়েটর অ্যাওয়ার্ড গোল্ডেন বাটনও পেয়েছেন রোনাল্ডো। তাঁর সমসাময়িক সময়ে আমেরিকান ফুটবল কিংবদন্তি টম ব্রাডিও নিজের ইউটিউব চ্যানেল খুলে এত জনপ্রিয়তা পাননি। দুই সপ্তাহ আগে ইউটিউব চ্যানেল খোলা ব্রাডির সাবস্ক্রাইবার মাত্র ৭৫ হাজার ৯০০ (এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত)। মাঠেও রোনাল্ডোর এখন দারুণ সময় কাটছে। সৌদি প্রো লিগে আল নাসরের দুই ম্যাচেই গোল পেয়েছেন। ক্যারিয়ারের এ পর্যন্ত ৮৯৯ গোল করা রোনাল্ডো ১০০০ গোলের মাইলফলক ছুঁতে চান। ইংল্যান্ড, স্পেন ও ইতালির লিগে খেলে আসা এই পর্তুগিজ মাঠের খেলায় বেশ আগে থেকেই কিংবদন্তি। ইউটিউবের জগতেও খুব অল্প সময়ের মধ্যে সুপারস্টার হয়ে ওঠা রোনাল্ডো এই পথে কতদূর যেতে পারেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com